শরৎ কুমার মুখার্জীর শ্রেষ্ঠ কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

শরৎ কুমার মুখার্জী

অবাধ্য মন

কোমল রাগিণী কেউ আজ শুনবে না,
দুপুর বেলায় ভৈরবী কেন ধরো ?
অসম্ভব যে গভীর প্রেমকে চেনা,
শিউলি বকুল রজনীগন্ধা হেনা –
এরা সব নাকি মিথ্যে কথায় কেনা ;
তাই বলি, মন, চুপ করো চুপ করো।

রেশমী স্বপ্ন ছিঁড়েছে হিংস্র কীটে
জন্ম নিয়েছি যখন লগ্নে রাহু ;
বুলবুলি ভরা গরিব চাষার ভিটে
হৃদয়মহল,গেঁথেছি পাথরে ইঁটে
আকাশটাকেও বাঁধিয়েছি কংক্রিটে,
তাই বলি, মন, হয়ো নাকো উদ্বাহু।

BANGLADARSHAN.COM

অবাধ্য মন সেকথা নেবে না কানে
চুপ করে থাকে, তবু মিটিমিটি হাসে,
চুপি চুপি সুর সাধে গুনগুন গানে ;

হঠাৎ দেখছি, কখন অসাবধানে
চিড় খেয়ে গেছে পাথর-বাঁধানো শানে –
আর সে-ফাটল ভরেছে দুর্বোঘাসে।

শান্তিনিকেতনে সন্ধ্যা

সিঁথির মতন রাঙা পথ ; ওরা পাশাপাশি হাঁটে
মদির গোধূলিবেলা, একজন থামে আর মাঠে
ঘুরে যায় অন্যজন ‘ফের কাল দেখা হবে’ –ব’লে,
সে কথার ঢেউ লাগে প্রথমার গৈরিক আঁচলে।
ক্লাস শেষ, দুপুরেরো ছুটি। তাই খুশি ঝলমল
ছাত্রীরা সঞ্চরমান ইতস্তত, মুখর উচ্ছল
এলোমেলো কথা, হাসি, রবীন্দ্রসংগীতের ফিকে সুর ;
উপাসনা মন্দিরের ঘণ্টা বাজে, হৃদয়ে নূপুর !

দু একটি আলো জ্বলে পথে বা সংলগ্ন প্রাঙ্গণে
মৃদু মন্থর পায়ে সন্ধ্যা নামলো শান্তিনিকেতনে।

BANGLADARSHAN.COM

হাসপাতালে

পাশের টেবিলে প্লেটে রাখা আছে আপেল বেদানা
রুচি নেই ; এই সব জাবনা গিলে আর কতদিন
কাটবে এই হাসপাতালে ; জীবনের থেকে ছুটি আনা
এবং মৃত্যুর হাত ফাঁকি দিয়ে পালানো হরিণ ?
অথচ যৌবন প্রেম, মেয়েদের উচ্ছিষ্ট শরীর
ক্ষুধা ঘৃণা ক্লান্তি থেকে এই যে লুকিয়ে বেঁচে থাকা
বেশ লাগে, কিছুকাল এই ছোট্ট কেবিনে নিবিড়
অবসর, আনন্দের স্বাদ নিতে শুধু মেলে রাখা
এ হৃদয়। ইচ্ছা হয়, সারাদিন বই খুলে নিয়ে
একেকটি কবিতা পড়ো, কিংবা কোনো বিশেষ কবিতা
বারবার, রূপকল্প উপমায় অন্তর রাঙিয়ে,
কিংবা চোখ বুজে শুধু পড়ে থাকো, মনে করো মৃতা
এ পৃথিবী, তাই তুমি খাটসুদ্ধ তোমার কেবিন
সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে অন্য এক পৃথিবী সন্ধানে
অন্ধকারে ; ঘুমের মন্থর ঢেউ ভেঙে কোনোদিন
যদি সে পৌঁছোয়—ভালো, না পৌঁছোয়—ভাসুক উজানে।

বাইরে কি বৃষ্টি নামলো ? আহা ঠিক বিকেল এখন,
বাবুরা বেজায় ভিজছে ? ভিজছে নাকি পথচারিণীরা ?
(আকাশে মানুষে বুঝি কৌতুকের এই শুভক্ষণ)
আমি কি শুয়েই থাকবো, শুনবো না কি বৃষ্টির মন্দিরা !

BANGLADARSHAN.COM

মৃগয়া

তুমি যত জীর্ণ হও, আমি তত বিপুল পুলকে
দুলে উঠি, হিতকামনার ছলে শিয়রে তোমার
ফিরে-ফিরে আসি, ব্যগ্র চেয়ে থাকি নির্নিমেষ চোখে
কখন্ পাণ্ডুর মুখ রুদ্ধ যন্ত্রণায় কেঁপে উঠবে আরেকবার।
একবার ডুকরে কাঁদো, মুক্তার মতন দুটি দাঁতে
অনূঢ় অধরখানি কামড়ে ধরো, আর্তনাদ করো,
চতুর কৌতুকে আমি আকাঙ্ক্ষার ব্যগ্র ধূর্ত হাতে
অশ্রুর মতন স্বেদবিন্দুগুলি মুছে দেবো ; দেখবে, কিঙ্করও
নিষ্ঠুর স্পর্ধার ছায়া বিছিয়েছে দুর্লভ শরীরে ;
হায় রে যৌবনবতী, সাঙ্গ করে তোমার মৃগয়া
কোন্ পথ দিয়ে এলে জ্বর রৌদ্র যন্ত্রণার তীরে ?
দেখো রে ব্যথার তীর্থে পৌঁছলাম আমি আর সম্রাটতনয়া !

BANGLADARSHAN.COM

আহা তার রুক্ষকেশ শিথিল কঙ্কণ শীর্ণ হাত
ছুঁয়ে দেখি, মায়া আছে, ক্লান্ত চক্ষু বেদনার নীল
বালিকা কী করে সইবে এত দুঃখ ভয় দগ্ধ রাত,
হে ঈশ্বর, পাখিটাকে শান্তি দাও, শান্ত হোক নির্মম নিখিল,
যন্ত্রণা আমার হোক, ওর নিরালোক চিত্তে স্নিগ্ধ প্রেম জ্বালো

অমনি ঈষৎ চমকে শয্যাশায়ী মেয়েটার চৈতন্য হারালো॥

দ্বিতীয় চিন্তা

জনচারেক বসতে পারে, তবু আমরা দশজন অন্তত
ঘিরেছি চারদিকে ; গল্প অট্টহাসি ; পাশে অন্য লোকে
যা খুশি ভাবুক—ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবো উপেক্ষার মতো,
দশজন নায়ক আমরা স্ত্রীচরিত্রবর্জিত নাটকে।
এন্তার তামাক পুড়ছে—দগ্ধ বাসনার কুণ্ডলী,
ভালোবাসা—কিংবা ভালো-না-বাসার অদ্ভুত যন্ত্রণা !
সবাই শরিক আমরা, এক দুঃখে প্রত্যেকেই জ্বলি
একত্রে মাতাল হই দশ পেয়ালা কফি খেয়ে পাগল দশজনা।

ঠিক সেই রাহুলগ্নে বন্ধুপত্নী উজ্জ্বল মহিলা
অমোঘ কটাক্ষপাতে ছুঁড়ে দিল ঘৃণার প্রহার ;
বিদ্রূপ শাণিত রেখে মৃদু হেসে বললাম, ঊর্মিলা
যতই যক্ষের মতো আগ্‌লে রাখ্ যুগ্মস্তনভার
আমরা দেখেছি তোর ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যাকুল ব্রণটি,
সত্বর পালাও, নইলে ক্ষ্যাপারা নিশ্চিত ছুটে যাবে
শীতল হিংসার হাত ধরবে ক্ষীণ মুষ্টিমেয় কটি
তার পর পরমানন্দে তোকে নিয়ে ডুগডুগি বাজাবে।

...আহা রে, নটীর বেশে আমাদের দুঃখের সংসারে
কখন্ ভিক্ষুক আসে দেখি না চিনি না ; পিপাসায়
অন্ধ দীন দরিদ্র বালক ঊর্ধ্বে চক্ষু মেলে বলে, অহঙ্কারে
কিঞ্চিৎ মমতা দাও ; শুনে দম্ভ শূন্যতা নাচায়।

BANGLADARSHAN.COM

মত্ত অবস্থায় রচিত

রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক
চৌরঙ্গী ভবানীপুর থেকে শ্যামবাজার বদ্বীপ
ঘোড়ার টগবগ শব্দ চাবুকের শিস শুধু যারা নিদ্রারোগী শোনে তারা
রাস্তার কুকুরগুলো জনহীন ট্রামলাইনে অগ্নিকণা দেখে ধন্য হয়।

একমুঠো পুলিশের লাল মাথা ইতস্তত রয়েছে ছিটানো
ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনলে ওরা দাঁড়ায় সম্ভ্রমে
ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে গেলে আধুলি কুড়ায় ওরা শির নত করে ;
তোমরা কেউ দেখোনি হে এই দৃশ্য, মাঝরাত্রে দেখেছে বেশ্যারা।
হলুদ বাড়ির সামনে ঘোড়া থেকে লাফাবে চারজন
উপরে তাকাবে সকৌতুক, যেন শিকারী দেবতা ;
সারি-সারি জানালায় ছবি হয়ে ঝুলছে সব দাসী, এক রাজার কুমারী
চিনে নিতে তিন মিনিট ; অতঃপর কোলাহল, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ
ফুল, পর্দা, নিয়নের আলো, অন্ধকার।

BANGLADARSHAN.COM

পুনরায় চমকে উঠবে ঘুমন্ত শহর যেই হেসে উঠবে অশ্বারোহী চারজন
যুবক–
অথব জানবে না কেউ গোপন ঝিনুকে রাখা পোকাগুলি
মুক্তা হয়ে গিয়েছে বিস্ময়ে।

কীর্তন

চলো বৃন্দাবনে যাই একটিবার মথুরার রাজা
ছাড়ো সিংহাসন রাজসজ্জা, পরো রাখালের বেশ
পুরানো বাঁশিটি তোলো, দেখি আজো ফুঁ দিতে পারো কি,
দেখি তো মোহনচূড়া শাদা কেশে কেমন মানায়।
ওঠো বৃদ্ধ শ্যাম, আমি যমুনার কূলে নিয়ে যাবো
যেখানে কদম্ব ছিল আগে, সেথা দাঁড়াবো দু'জন
যদি কষ্ট হয়, আমি আসন বিছিয়ে দেবো, তুমি
শুধু চেষ্টা কোরো রাধানামটুকু বাজাতে বাঁশিতে।

হয়ত জীবিত নেই ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী
বিধবা শ্রীমতী—তার দুটি গাভী—একা যাপে দিন
কবে প্রেম ছিল, তার মনে নেই মত্ত ব্রজলীলা
তবু গোয়ালিনী রোজ জল নিতে যমুনায় আসে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি ওকে ডেকে আনবো যেখানে কদম্ব ছিল আগে,
দেখবো, যুগলমূর্তি কালো জলে ঢেউ তোলে কিনা।

প্রস্তুতি

কে মালা রচনা করবে, কে আলপনা, কে ধূপ সাজাবে
কে সুদক্ষ শ্রীগঠনে, কার পুষ্পসজ্জা পরিপাটি –
এসো এই বেলা, লগ্ন সমাসন্ন, রাজার দুলাল
স্বর্ণরথে আসছে এই গ্রামে আজ, এনেছি সংবাদ।

তুমি এসো চন্দ্রমালা, তুমি বৈজয়ন্তী, রাধা তুমি
প্রত্যেকে অলসগ্রন্থি রাখো আর্দ্রকেশে, সুলক্ষণ,
কপালে চন্দনবিন্দু, চরণপল্লবে অলক্তক,
ধরো স্নাতশঙ্খ হাতে, দাঁড়াও প্রাঙ্গণে ; যেই দূরে

উজ্জ্বল পতাকা কিংবা শ্বেত অশ্ব দেখবে, সমবেত
শঙ্খ যেন বেজে ওঠে, উলুধ্বনি শোনাবে বধূরা,
দ্বাদশ কুমারী তার চরণ ধোয়াবে গঙ্গাজলে,
তুমি দ্বারপ্রান্তে থাকো পুরন্দর, অশ্বের রক্ষক।

রাজার দুলাল আসছে, সকলে প্রস্তুত থাকো, ওই
দেখা যাচ্ছে শ্বেত অশ্ব উজ্জ্বল পতাকা স্বর্ণরথ।

BANGLADARSHAN.COM

চ্যুত পল্লব

আজকে সমস্ত দিন আবছায়া, নিবিড় কুয়াশা
অবিরল বৃষ্টি পড়ছে—অবিরল হু-হু শব্দে হাওয়া
না-ই বা বেরুলে
বরং দুমুঠো কয়লা ফেলে দাও নিবন্ত আগুনে।
লিজা বলেছিল আসবে সন্ধ্যা হলে অন্ধকার হলে
ওর জন্য কিছু কিনে আনো
বেকন দু-চাকলা ডিম এক ডজন সসেজ অন্তত
(মেয়েটা সসেজ বড়ো ভালোবাসে, ভারি খুশী হবে !)
ভারী কোটখানা পরো, ওর বোনা নরম দস্তানা
রুক্ষ চুলগুলি একটু আঁচড়ে নিলে ভাল হোত, তবে
সামনের চৌমাথা থেকে বেশীদূর যেয়ো না, কখন
লিজা এসে ফিরে হয়ত যাবে...

BANGLADARSHAN.COM

আরে অবিনাশ, তুমি এইখানে ? কী খবর, বলো।
যদিও অস্পষ্ট, তবু ঠিক চিনেছি তো ;
অভিনন্দন করি তোমার সাফল্যে,—অবিনাশ
বলো বলো দেশে ফিরছ কবে ?
আগামী এপ্রিল, আর তিনটে মাস, দেখতে-দেখতে পার হয়ে যাবে।
তারপর মোটা মাইনে, কী বলো হে, মোটর, প্রতিষ্ঠা —সর্বোপরি
কোনো রাজনন্দিনীর অনুগত প্রেম !
বাংলা দেশ, বাঙালী মেয়ের স্বাদ, আহা তার তুলনা কোথায় !

লিজা বলেছিল আসবে, সন্ধ্যা হলে অন্ধকার হলে —
আজ বড় ব্যস্ত আছি, চলি, তবে একটা কথা শোনো —
শ্যামবাজার বালিগঞ্জ কফিহাউস ডালহৌসি স্কোয়ারে
কৌতূহলী কেউ যদি প্রশ্ন করে কোনোদিন, বোলো
প্রেসিডেন্সি কলেজের মনু দত্ত শীতে মরে গেছে।
সম্ভবত এতকাল কেউ তোমায় মনেও রাখেনি,

কোথাও করুণ একটু স্মৃতি হয়ে বেঁচে রইলে না !

তবু দুটি নীলচক্ষু পাওয়া গেছে এই শীত কুয়াশার দেশে ;
হয়ত কোথাও কারো দেশ নেই, গৃহ নেই,
কোনো তরুমূলে শান্ত শ্যামল আশ্রয়
নেই, যতক্ষণ
একটি হৃদয় খুঁজে পাওয়া যায় আমাদের, একটি সমবেদনার ঋণ
সেখানেই সব ক্লান্তি রেখে বসে পড়তে চাই, নড়ি না কোথাও।
কলকাতার মনু দত্ত আশ্রয় পেয়েছে দুটি নীলকান্ত চোখের ছায়ায়
লিজা তার নাম, আসবে সন্ধ্যা হলে অন্ধকার হলে॥

BANGLADARSHAN.COM

ক্যালেণ্ডারের মুখ

একবার নেমে এসো ; ঢের দিন ঝুলেছ দেয়ালে
ঝরিয়েছ নির্নিমেষ নেত্রপাতে অঢেল কৌতুক
দেখেছ নির্জন ঘর ; তৃণশয্যা জ্বরতপ্ত দেহ,
আজ শেষ রাত্রে যদি সন্নিধানে রাখো শান্ত মুখ !
ঈষৎ সস্নেহে যদি দেখ এই রক্তরেখাগুলি ;
চতুর বালিকা কেউ বাহু পিঠ ছিঁড়েছে নখরে
বাসনা খুঁড়েছে পীত নাভিমূল –গভীর বিষাদ,
রাখো না শীতল স্পর্শ ক্ষতমুখে, নেমে এসো আমার শিয়রে।
মিনতি, অন্তিমবার তোমার অলকে হাত রাখি ;
কোথায় রেশমগুচ্ছ দুলন্ত মসৃণ গ্রীবামূলে
দুধের দাগের মতো ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিটি, বলো তো
কে এত কঠিন হাড় পরিয়েছে তোমার আঙুলে,
সময় ? রূপসী বেশে চুপিচুপি এসেছিলে সময়ের দূতী
পদ্মরাগ চক্ষু মেলে দেখেছো দ্বাদশপর্ব যৌবনযন্ত্রণা
অথচ দেখোনি, কবে অন্ধকার তোমাকেও রুগ্‌ণ বয়সিনী
করেছে, আমাকে বৃদ্ধ ; যৌবন কেমন কাটলো, সে-প্রশ্ন কোরো না॥

BANGLADARSHAN.COM

নিয়তি

না, আপনি অমন করে হাসবেন না শ্রীমতী ঊর্মিলা
নিতান্ত অশ্লীল জীর্ণ আপনার পুরানো দাঁতগুলি
বিভ্রান্ত করেছে পিতৃপিতামহদের নিত্যকাল ;
আমরা কি শাবক, দেখে লুব্ধ হবো উদ্বেল কাঁচুলি ?
হঠাৎ কী মনে করে বিকৃত করলেন মুখখানি
পোড়া সিগ্রেটের গন্ধ নিশ্বাসে কি পছন্দ হচ্ছে না ?
তা হলে আসুন ;—আমরা যুবাবৃন্দ দুঃখ নিয়ে খেলি,
আমাদের বপ্রক্রীড়া সুনিশ্চিত আপনার অচেনা।
নড়বার লক্ষণ নেই, অশ্মীভূত অনন্ত সময়
কফি না, গল্প না,—হয়ত বিপরীত সঙ্গ ভালোবাসি ;
ছড়াক আমিষগন্ধ মধ্যবর্তী একজন স্ত্রীলোক
নির্বোধ যুবক আমরা অনিচ্ছায় ফিরে ফিরে আসি —
আবাল্যবার্ধক্য এই আমাদের নিয়তি নিষ্ঠুর !

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম বলে অন্যবস্তু গছিয়েছে ঈশ্বর চতুর॥

এবার হবে না ভুল

ভালোবাসা, একদিন তোমাকেও আবার দ্বারস্থ হতে হবে
আমি ঘর অন্ধকার করে বসে আছি ;
এবার এসো না যেন ভিক্ষুকের মতো, তুমি রাজার দুলাল
করাঘাত কোরো বন্ধ দরোজায় –একবার দুবার তিনবার।

আমি সাড়া দেবো না প্রথমে হয়ত, হয়ত অভিমান
কণ্ঠরোধ করে থাকবে, দেহমন উচাটন, তুমি
জানো না বন্ধুরা ফেলে পালিয়েছে : আমি এই সঙ্গহীন লোকেদের ভিড়ে
বসে আছি, ভাবছি–সেই তুমি এলে, তবে কেন এতকাল পরে !
মাতৃহীন বসে আছি একা, –
মৃদু পায়ে এসো না হে ভালোবাসা, হঠাৎ দস্যুর মত এসো।

আলস্যে যদি না জাগি প্রিয়তম, ফিরিয়া যেয়ো না,
এবার দরোজা ভেঙে দেখো :
পানের ছোপের মতো কালো হয়ে
এখনো আমার ঠোঁটে যৌবন রয়েছে লেগে কিনা ;
নাকি খুব দেরি হয়ে গেছে ;
ওষুধের মতো কোনো তীব্র ঘ্রাণ পাবে কি শরীরে ?
নাকি খুব দেরি হয়ে গেছে !
তবু যদি পাও সাড়া পাও
পুরানো বন্ধুর মতো কাঁধে হাত রেখো ভালোবাসা
পুরানো বন্ধুর মতো হাতে হাত রেখো –
এবার হবে না ভুল, আমি ঠিক বেঁচে উঠবো, জেগে উঠবো –এবং তোমার
মহিষের পিঠে চড়ে ধুলোপায়ে চলে যাবো ব্যাকুল রাখাল।

BANGLADARSHAN.COM

দণ্ডিত প্রণয়

যেন বহুকাল পরে আবার তোমার সঙ্গে দেখা
তুমি বেশ রসবতী হয়েছ এখন, মনে হোলো
তোমার কদম্বদেহ খানিক শিথিল যেন খানিক অলস ;
এই উৎসব বাড়িতে
যেমন মানায়।
তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে দেখে
আমি নীচে নেমে গেছি, অভ্যাগতদের সঙ্গে
কথা বলে-বলে ক্লান্ত হতে ...

যেন বহুকাল পরে তোমার প্রিয়ের সঙ্গে দেখা ;
সে কেন আমার খেলনা কেড়ে নিয়েছিল
সে কেন আমায় ফেলে দিয়েছিল রাস্তার ধুলোয়,
কেন নষ্ট করে দিল খেলা –আমি নালিশ করি নি ;
তুমি সুখে আছ তবু তুমি সুখে আছ এই জেনে
পুরাতন ক্ষোভ আমি বিস্মৃত হবার ছলে করেছি গোপন।

তোমার কচিটি, গায়ে মলমলের জামা, এল কায়ক্লেশে হামা দিয়ে দিয়ে
(কেন ওরা আসে !)
কেউ ওকে দেখছে না –উৎসব-বাড়িতে কার অঢেল সময় !
তোমার গর্ভের শিশু যেন রক্ত শুঁকে-শুঁকে কাছে এল,
চিনল কি চিনল না, ভালোবেসে
হিসি করে ভেজালো গরদ,
কী করে ভর্ৎসনা করি, শিশুটি অবোধ, তার মায়ের মতন মুখ –শুধু
তোমার সাজানো এই ঘরকন্না দেখে অভিমানে দ্বিধাবিভক্ত হলাম।
এমনি করে আমাদের বারবার দেখা হয়ে যাবে,
কোনো কথা হবে না, কারণ জানা হয়ে গেছে সব।
আমাদের ছেলে মেয়ে মাঠে খেলবে ধুলো মাখবে –তাই দেখে দেখে
তাই দেখে দেখে দেখে দেখে

BANGLADARSHAN.COM

আমরাও একদিন শিথিল অলস ন্যুব্জ বুড়ো-বুড়ি হয়ে যাবো,
বিনা সমারোহে
যেমন হয়েছে দ্রুত আমাদের যুবতী মায়েরা ;
সে কি ফল ফলাবার ইপ্সিত ব্যথায়
সে কি পুত্রশোকে ?

এখন আমার কোনো লোভ নেই দুঃখ নেই
এখন আমার কোনো অনুরাগ নেই
প্রাণধারণের গ্লানি নেই রক্তে চঞ্চলতা নেই
এখন অনেক কথা চমৎকার বুঝে ফেলা হোলো
অনেক সহজ হোলো হাসা–
সব্‌জির মতন অনায়াসে পারি মাটির উপরে বাঁচতে এখন, নীচেও।

BANGLADARSHAN.COM

বিচিত্র গাড়ল

সবাই ন'টার মধ্যে বাড়ি ফেরে, তোর এত কিসের ব্যস্ততা
বারোটা পর্যন্ত তুই থাকিস কোথায় ?
কারা তোর বন্ধু, তারা কী করে, তাদের কোনো গৃহস্থালি নেই ?
বত্রিশ বছর অব্দি বাউণ্ডুলে হয়ে রইলি, চেয়ে দেখ্ সব ভদ্রলোক
কেমন সংসার করছে চমৎকার, শুধু তুই অন্য সব যুবকের মতন
হলি না !
আমাকে অন্তত তোর মনের কথাটা খুলে বল্।

গাড়লের মত চুপ করে থাকো, একটু হাসো, এ-প্রশ্নের উত্তর
কে দেবে ;
মায়ের চোখের সামনে মিথ্যা বলা পাপ,
কেন স্বাভাবিক নও, কেন এক সাধারণ রমণীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছো
ভাবতে ঘৃণা করে,
কেন অকারণ লেখো, দুমাস না লিখলে কেন গায়ে ফোস্কা হয়,
কেন যে একেকদিন শিখরের থেকে নেমে দিশী মদ বেশ্যার থাপ্পড়
খেয়ে প্রীত হও, কেন দুঃখ নিয়ে খেলো তা জানি না।

লণ্ঠম বাড়িয়ে ওরা ভদ্রলোক হতে ডাকছে, মায়ের উদ্বেগ বলছে
অন্য সব যুবকের মতন হবি না ?
তুমি চোর হয়ে শোনো, অন্ধকার গলিতে সট্‌কাও
লোকভর্তি ট্রাম ছেড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

৩৩-এর জন্মদিন

নত শরীর আকণ্ঠ উন্মুখ
তৃষ্ণা থরোথরো,
কেহ আমার ওষ্ঠে রাখো মুখ
তরল হয়ে ঝরো।

মুদ্রা নিয়ে মুখ দেখালে ঢের
কপালে হিঙ্গুল –
স্পর্শ করো আহত বালকের
রূপার মতো চুল।

স্বপ্নবিনা নয়ন মণিহারা
কেহ দেখাও দিক ;
বর্ষা হয়ে ধসাও, দাও নাড়া
আশির বল্মীক।

BANGLADARSHAN.COM

ভিতরে এসো, এখনো আছি জেগে
এবার থেকে দাও,
শ্রাবণে যার জন্ম, তারে মেঘে
আবৃত করে দাও।

শূন্যতা সম্পর্কে

যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকে, কোলাহল, বুকের পশ্চিমে
তার কাছে
সোনার কৌটোয় নীল মখমলের সিংহাসন জুড়ে
হৃদয় থাকার কথা ছিল
হৃদয় থাকার কথা ছিল ;
কেউ তুলে নিয়ে গেছে বলে নীল খন্দ দেখা যায়
চায়ের দাগের গোল শূন্যের মতন –মাঝখানে
একটি মরা ফড়িং, যে নীলিমার প্রেমে আহ্লাদিত
হয়েছিল, সুতরাং পাপের বেতন, আটকে আছে !

রসবতী পেঁপেগুলি চুরি হয়ে গেছে গতকাল
নির্বিকার
পেঁপেগুলি নিতম্বিনী হয়ে উঠেছিল বেদনায় ;
লোভনীয় বলে প্রতিবেশীদের ছেলে নিয়ে গেছে
যাক,
আমার বাগানে ওরা ফের ফলবে, যদি
যৌবন না ফুরোয় ততদিন।

শূন্য খাঁচাখানি হাতে ফুলের মেলায় বসে থাকা অসম্ভব –
ফুলদল
রঙিন মুখোশে কাকতাড়ুয়ার সারি
আমাকে স্তম্ভিত দেখে হয়ত হেসে লুটোবে কৌতুকে,
সমগ্র কানন জুড়ে দমকলের মতন কাঁসর
খিলখিল বেজে উঠবে, ওরা
বলবে, ‘দেখ দেখ ওই উজবুকের বুকে মরা ফড়িং-এর বাসা
দেখ রে হৃদয়হীন বিদূষক ; বুকে অন্ধকার –
অমাবস্যায় ওর সখী পেঁপেগুলি সব চুরি হয়ে গেছে !’
অথচ বুকের মধ্যে যেখানে হৃৎপিণ্ড থাকে, তার

BANGLADARSHAN.COM

কাছে, খুব কাছে, প্রিয়তম
অতিথি আসার কথা ছিল,
হৃদয় থাকার কথা ছিল,
বৃথাই সোনার কৌটো সিংহাসন বুকের খাঁচাটি।

BANGLADARSHAN.COM

স্থির চিত্র

এখনো চায়ের কাপে তোমার ঠোঁটের চিহ্ন আছে,
যদি মুখবিম্বটুকু রেখে যেতে, সম্ভবত শেষ
তলানি সম্বল করে উষ্ণতা গচ্ছিত রাখা যেত,
কোলের চামচখানি বেজে উঠত ; শিশুর অভ্যেস !

বাদামী বিস্কুটখানি হীরায় খণ্ডিত করে গেছ
যেন এক যুবকের বিকলাঙ্গ নিহত শরীর ;
যে-মাছিটা উড়ে এল এইমাত্র, সে তোমায় চেনে,
তোমার মাকড়িতে বসে দুলবে, তাই এমন অস্থির।

চলে গেছ শূন্য করে চূর্ণ করে কিছুক্ষণ আগে
তবু অকারণ বসে তোমাকেই ভাবতে ভালো লাগে।

BANGLADARSHAN.COM

শব্দসন্ধান

আরো দ্রুত ছুটে চল রিক্‌শাওলা—উপদ্রুত অঞ্চলে যেমন
ফায়ার ইঞ্জিন ছোটে, প্রজাপতি দেখলে ছোটে টিকটিকির নধর শরীর ;
বহুদিন হয়েছে তো আরামচেয়ারে হেলে অবিরল বাতাস সেবন –
কাঠের গুদামে আর কতকাল কাঠ হয়ে শুয়ে থাকবে স্থির !

বন্ধুদের ক্রূর হাসি বন্ধুপত্নীদের অশ্রুপাত দেখে দেখে
পিচুটিতে ভরল চোখ, শ্যাওলার সবুজ হোলো কেশ ;
কলকাতা গুঞ্জিত অহরহ, কই বিস্ফোরণ ? বিস্ফোরণ মরুক অনেকে
উত্তাপ লাগুক ত্বকে—যুবাদের অগ্নিকাণ্ড দেখা যাক মুগ্ধ নির্নিমেষ।

সশব্দে আসেন কিন্তু শব্দ করে যৌবন কি যান ?
চল আক্রমণ করি—অথবা উদ্ধার করি, –শব্দ করি চল ;
গুচ্ছের কলাই-করা নিরাপদ হাসিমুখ, স্তিমিত ভদ্রতা –মিঠে পান
চটি কামড়ে ধরে—চাকা, দ্রুত ছুটে চল শান্ত না হয় উপদ্রুত অঞ্চলও।

BANGLADARSHAN.COM

বেলুনের ছিদ্র দিয়ে আয়ু নিঃসৃত করেছ ধীরে-ধীরে
শিশিরে শীতল জলবায়ু নিয়তির অক্ষয় মন্দিরে।

কে বলে, ওদের মত থাকো কোলাহল করলে ধরে যম
আশরফি কোমরে গুঁজে রাখো গ্রেশমের অমূল্য নিয়ম ?

বেশ তো, আরামে উঠে বোসো আমি টানি তোমার শকট
যাও, প্রেমে পাখি মুর্গী পোষো আমি শব্দে ভাঙি বক্ষপট।

চন্দ্রালোক

ফুলদানিতে ফুল ছিল
চন্দ্রার রূপ খুলছিল
নীল আলো তার কামরাঙা বেডকভারে,

একদিন রাত এগারোটা
বাইরে বর্ষা ঘনঘটা
সিঁদুর মুছে শুতে যাচ্ছে ; 'শোভা রে !'

কেউ-আসে-না-দিদি শোভা
দৌড়ে আসে কী হোলো বা ;
চন্দ্রা বলে, 'ফুলদানিতে কোথায় ফুল ?'

'চুরি গিয়েছে। কোন্ লোকটা
সন্দ করিস ? চক্ষু কটা,
না সেই বুড়ো যে দিয়েছে রুপোর দুল ?'

চন্দ্রা বলে, 'কী জানি লো
আরেক ছোকরা এসেছিল
বুকটা আমার ভাসিয়ে দিল কেঁদে কেঁদে –

তাড়িয়ে দিলাম,–সেই নিশ্চিত ;
ভদ্রলোকের এই কি উচিত !
একজোড়া প্লাস্টিকের গোলাপ আনিয়ে দে।'

BANGLADARSHAN.COM

এমনি করেই

পাতা পুড়ছে কোথায়, এত ধোঁয়া এমন গন্ধ
ফুল ফোটার ঋতু এখন—চঞ্চলতা অঙ্গে,
আসন পেতে বসিয়ে তুমি রাঁধো কাহার অন্ন,
যেতেই হবে যদি, আমায় নাও না কেন সঙ্গে ?

‘এমনি করেই যায় যদি দিন যাক-না।’

বিয়ে বাড়ির শানাই কাঁদে —কনে বধূর অশ্রু
ছিটকে পড়ে জাঁতি, ওদের শয়ন-সুখচিহ্ন ;
ধমনী বয় জ্বালানি তেল মুখে করুণ হর্ষ
গরলহীন দশনে জ্বলে দেখনহাসি জীর্ণ।

‘এমনি করেই যায় যদি দিন যাক-না।’

BANGLADARSHAN.COM

বলের মতন মুখে মারছ ভালোবাসার ঝাপটা,
রাখতে পারি ক্ষমতা কই —বুকের জমি রুক্ষ
ধুলোয় শুয়ে ধুলো মাখছে শরীর নামে জন্তু,
মোরগ হয়ে নাচে আমার ভুবনব্যাপী দুঃখ।

‘এমনি করেই যায় যদি দিন যাক-না।’

তুই কেবল বেঁচে থাকার আহ্লাদেই অস্থির
জলে নামবি বেণী ভিজুক—সঙ্গীদেরও ডাক-না,
অন্ধকারে ডুবে আবার তারার আলো ধরতে
পারবি—আহা এমনি করে যায় যদি দিন যাক-না।

আয়ার হাত ধরে

এতদিন তো ভ্রমণ করে কিছুই দেখা হয় নি ভ্রমবশে
নিজের মধুচক্রে কেবল ঘুরে-ঘুরেই ছিল আমার খেলা –
কাদের আয়া হঠাৎ আজ হাত ধরল, 'আয়' বলে ডাকল সে,
অনেক দূর দেখে এলাম তাহার হাত ধরে বিকেলবেলা।

দেখে এলাম শাদা রঙের বাদাম তুলে আনন্দে চার হাতে
দুজন লোক খাট বুনছে, ব্যাকুল চোখে দেখছে দুজন লোক,
আয়া বলল, মরণ, যেন তর সয় না, নুন জোটে না ভাতে !
যা হোক করে শেষ করে দে, ওতে শুয়েই ওদের মরণ হোক।

'বাড়ি কোথায় ?' ওরা বলল, ছেলেধরার মতন চেপে হাসি ;
আমি কিন্তু ভয় পাই নি, জলে যাই নি, সরে গেলাম যেখানে দেবদারু,
'ইচ্ছে করে থাকো, নয় তো চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি'
আয়া আমার হাত ধরল –আদর করে ওরা আমার মুঠোয় দিল নাড়ু।

BANGLADARSHAN.COM

শাদা-কালোয় মেশা অমন জ্যোৎস্না আমি দেখি নি কক্‌খনো,
নদীর মতো দীঘি, পিতল-বিগ্রহের মতন মুখে স্নেহের অবহেলা –
ভেবেছিলাম থেকেই যাই, ঘুমিয়ে পড়ি : মায়ার গ্রামে দুঃখ
নেই কোনো ;
তবু আবার মন কেমন করে উঠল, ফিরে এলাম আয়ার হাত ধরে
বিকেলবেলা।

প্রতিদ্বন্দ্বী

বকুর দিদির মতো উলু দিয়ে চলে গেল আমাদের যৌবন বয়স
উবু হয়ে বসে দেখছি তুমি আমি –সঞ্জীব–দুজনে ;
যেহেতু বাহান্নজন স্ত্রীলোক শতকে এই তথ্য জেনে গেছি
অতএব
দুঃখ নেই, গ্রাহ্যই করি না আমরা –কারা গেল, কারা কথা দিয়েও
এল না।

আমরা দুজন একা সঙ্গহীন বহুকাল পাশাপাশি আছি,
একজনের কাঠি নিয়ে আরেকজন লক্ষবার নিবন্ত সিগ্রেট
ধরিয়েছি, তোমার ঠোঁটের কোণ থেকে বমি মুছিয়েছি
নিজের রুমালে লক্ষবার ;
তবু, মনে আছে, তুমি মুখ থুবড়ে অশ্লীল সৈকতে ওষ্ঠ ভেজাতে চেয়েছ
অবিশ্বাসী ক্রূর,
সবশেষ, রমণীর সরস গহ্বরে প্রায় ফিরে গিয়েছিলে, কত ক্লেশে
উদ্ধার করেছি বল সঞ্জীবন ; –ভালোবাসা মানেই মমতা !

(ত্বকে কি চুম্বক থাকে ? না হলে মানুষ কোন্ মোহবশে
মানুষকে টানে ?
ভীড় হবে ভয়ে লোকে ভীড় করে মন্দিরে মেলায়, বংশধর
জন্মালে হঠাৎ কেন স্নেহ বাড়ে স্ত্রীলোকের প্রতি ?
অনুমরণের লোভে পুলকিত যক্ষ্মারোগী থুতু দেয় বন্ধুর বিস্কুটে ?)

অদৃশ্য চুম্বক ধরে রেখেছিল দীর্ঘদিন বলে
দুজন হৃদয়হীন এতকাল দুঃখহীন বান্ধববিহীন
হাঁটুতে চিবুক রেখে উবু হয়ে পাশাপাশি স্থাণুর মতন
ছিলাম সঞ্জীব ;
আর নয়, তুমি উঠে পড়ো এক্ষনি, বকুর
দিদির মতন উলু দিয়ে কিংবা হরিবোল দিয়ে চলে যাও ;

BANGLADARSHAN.COM

তোমার কবরে ফুল দিয়ে আসবো –দূর হও–যদি শীত করে
চন্দনের চিতায় পোড়াবো, দেখো, হঠাৎ তোমার মুখ
ঘেমে উঠবে গলিত স্মৃতিতে, আর আমি
আগুন পোহাবো সেই উজ্জ্বল অঙ্গারে, সুখে সিগ্রেট ধরাবো,
তারপর
দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুখোমুখি হতে হবে একা –প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি গেলে
অবতীর্ণ হতে ভরসা পাবেন ঈশ্বর।

BANGLADARSHAN.COM

কৃপণ

আরো কত বার সঙ্গত হলে রমণী, তোমার স্নেহ পাওয়া যায় ?
আরো কত বার সঙ্গত হলে কৃপণ, তোমার তরুতনুময় কাঁঠাল ফলবে
দাড়ি-কামানোর মতো প্রতিদিন পাপ মুছে ফেলি –তবুও আমায়
পাতক বলছ,
চিনি ফেলে-ফেলে পিঁপড়ে ডাকছ, পিঁপড়ে মারছ কী অবহেলায় !

আমার মুখের ডানপাশ, দেখ, প্রীত পুরোহিত বিনীত নম্র
বামপাশ ঘোর সবুজ বর্ণ, অসহায় ক্রোধ, –সইতে পারি না।
এবার তোমার মুঠো খুলে দাও, নতজানু এই অবোধ বালক
আরো কত কাল অব্যুঢ়ান্নে করবে আপন ক্ষুন্নিবারণ !

BANGLADARSHAN.COM

যৌবন চণ্ডাল

বহুদিন আমি আপস করতে চেয়েছি
যৌবন, তুমি আমার কষ্ট বোঝ নি,
এসো এইবার সামনা-সামনি দাঁড়াবো
চণ্ডাল, পারো অবলের কাছে জিততে ?

শরীর আমার ক্ষতবিক্ষত করেছ
মাদী বিড়ালের নখের চিহ্ন কোমরে
কী শীতল জল, অথচ সজল চক্ষু
শঙ্কিত করে, হাহাকার করে তৃষ্ণা।

নগ্ন হলেও পশুরা কেমন শান্ত
বারো মাস ওরা সঙ্গত হতে চায় না,
পোশাক আমার ভিতরের থেকে পুড়ছে
অবিরাম, তুমি দূর থেকে দেখে হাসছ !

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধ্যা হলেই উনন ধরাও চণ্ডাল
চর্বি পোড়ার গন্ধে আকাশ গম্ভীর
তপ্ত বাতাস চৌচির করে ওষ্ঠ,
রজ্জু-কলস জুটবে না ডুবে মরতে ?

লাট্টুর মতো ঘোরাও আমায় শয়তান
তবুও শকট ঠেলছি একটু-একটু
প্রহার থামাও, তিন গুনলাম, শুনছ
এবার তোমার চাবুক কামড়ে ধরবো।

দয়া করো ওগো ছেড়ে দাও –পায়ে ধরছি
(ইচ্ছে করছে গালাগাল দিই, অশ্লীল !)
এই ভাবে আর একলা জ্বলতে পারি না !
কার কাছে এই ঝলসিত দেহ দেখাবো।

পারি না তোমার আলোয় দাঁড়াতে একলা
তুমি যাও তুমি চলে যাও এইমাত্র ;
কুসুমকুঞ্জে চন্দন, দাও একলা
টুং টুং করে পিয়ানোর মতো বাজতে।

চন্দনবনে জ্যোৎস্নায় বড় শান্তি॥

BANGLADARSHAN.COM

চারজন ও বিম্‌লি

চারজন : রাস্তার মোড়েই এসে থামতে হয় রোজ
বিম্‌লি তোর পানের দোকান,
দু-খিলি সাজ তো মিঠেপান
চুন কম স্পর্শ বেশী দিয়ে ;
সন্ধ্যায় বিস্তৃত ভোজ ছিল শালজঙ্গল পেরিয়ে।

বিম্‌লি : আমাকে ডাকলে না কই গান-বাজনা এলাহি ব্যাপার
যেখানে হচ্ছিল,—আমি লণ্ঠনের শিখাটির দিকে
চেয়ে-চেয়ে নিজেকেই দেখছিলাম ; একটু দূরে ঘন অন্ধকার
জঙ্গল নিঃশব্দে ভয় দেখাচ্ছিল একা একা নক্তচারিণীকে।
বহু দূরে তোমাদের উন্মাদ মাদল বাজছে, কাচের বাসন
আহ্লাদে আটাশ টুকরো হয়ে ভাঙছে শুনছিলাম ; মনে
হচ্ছিল—লণ্ঠন যদি জ্বেলে রাখি, জেগে থাকি, তোমাদের কথোপথন
শুনতে পাবো এক সময়, বিম্‌লিকেও কোনো শুভক্ষণে
মনে পড়বে, রাস্তার মোড়েই ওর পানের দোকান
বিম্‌লি বড় ভালো সাজে পান,
পান-পাতার মতো সে-ও দুই টুকরো হয়ে বসে থাকে
একটি লণ্ঠন হয়ে জ্বলে, একটি নিমন্ত্রণলিপি হয়ে ডাকে।

চারজন : নির্জন অরণ্য দেখে এত ভয় তোর
চারজন আখ্যুটে জোচ্চোর
সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্রই
উচ্ছ্বসিত হয়ে যাস ; কই
ভাবিস না ওরাও নিষ্ঠুর
হতে পারে এ-মুহূর্তে—ক্রূর
হাসি স্নেহ সম্ভাষণ-ছলে ;
সে কি এই চারজনের পরনে পাৎলুন আছে বলে ?

BANGLADARSHAN.COM

বিম্‌লি : শীতল কুটিরে শালজঙ্গলের কোলে পদতলে
পনেরো বছর আজে জন্ম, সেই পনেরো বছর ধরে ঘুম –
হঠাৎ জেগেই মনে হোলো, কেন কৃষ্ণকলি শরীরমণ্ডলে
ডিম ভাঙার শব্দ হচ্ছে ?...
শালবন আমাকে বুঝবে না –ওরা জ্ঞাতিশত্রু
আত্মীয় কুটুম।
পান হয়ে বসে আছি দীর্ঘকাল পানের দোকানে
সে-খবর বনের ওপারে যারা টেরি কাটে
জামায় এসেন্স মাখে –হাসে
মহুয়ায় মাতে,–তারা জানে,
আমার নির্জনে এসে ফিরে যাবে কেন মাঘ মাসে ?

চারজন : আমাদের সর্বনাশা খিদে
পাগ্‌লি তুই দেশলাই ধরালি
জ্বালানি দে বিম্‌লি, জ্বালানি দে
দেখা তোর তরমুজের ফালি ;
লণ্ঠন বুকের মধ্যে লুকো
নয়টি নয়ন তোর জ্বালা
যেন রোষ বর্ষে তোর তরুতনু নাসার বন্দুকও,
আমরা চারজন লোভে আকাঙ্ক্ষায় লেলিহান,–
খুলে দে জানালা।...

মুগ্ধা, তোর চক্ষে কেন জল
আজ রাত্রে একটু ঘুমো বি না ?
আমরা থামিয়েছি কোলাহল।

তোর ছিন্নভিন্ন দেহে জ্বর
তোর ছিন্নভিন্ন মুখে ঘৃণা
চার দেয়ালে পাতকী অক্ষর।

ওঠ্‌ বিম্‌লি ছাড়্‌ লক্ষ্মী ছাড়্‌

BANGLADARSHAN.COM

শোন্ বিম্লি এবার বাড়ি যা
রাক্ষসের নির্মম প্রহার।
শোন্ বিম্লি এবার বাড়ি যা।

BANGLADARSHAN.COM

খুকী সিরিজের কয়েকটি

ডুমুর

খুকী দুটো ডুমুর পেড়ে দে
যেন তোর ঝুমুর ভাঙে না
আমি হাত বাড়াতে ভয় পাই
কচি ফল ছুঁলে যে রাঙে না।

মগডালে পিঁপড়ে আছে ঢের
দুটো ফল পেড়েই নেমে আয়
কোল পেতে রয়েছি এই দ্যাখ্
পিপাসায় কাতর সন্ধ্যায় !

BANGLADARSHAN.COM

খুকী দুটো ডুমুর পেড়ে দে
আমি হাত বাড়াতে ভয় পাই।

এক বছরে

গত বছর এমন দিনে ছোট্ট ছিলে
এই বছরে হঠাৎ হলে মস্ত বড়ো ;
তোমায় বাঁধে এমন বিদ্যে কেউ শেখে নি,
যত বিশাল পাত্রে রাখি উপচে পড়ো।

গত বছর হাত দুখানি শালুকপারা
অবলীলায় খেলতে দিতে, সবাই জানে,
আজ কী হোলো, চমকে ওঠো, চোখ তোলো না
কাঁচা আমটি হারিয়ে এলে কোন্ বাগানে ?

এক বছরের বৃষ্টি পেয়ে তুমি হঠাৎ
ছটফটিয়ে ফুটে উঠলে—ডাগর ভারি ;
এক বছরের চৈত্রে আমি ঝরে গেলাম
শুকনো হাওয়া চাবুক মারে ফুলকুমারী।

BANGLADARSHAN.COM

ছোটো থাকো

কোথায় গেল খুকু তোমার ঝালর দেয়া ইজের
কোথায় গেল সবুজ জামা নরম শাদা মোজা
আমি যে কাল কিনে দিলাম রেশমি লাল ফিতে
হারালে, জলে ভেজালে ? বড়ো হওয়া কি এত সোজা ?

হাজারবার বলি, তোমার যত্ন শেখা উচিত
বর্ষা দেখে উতল, কেন বাইরে যাও চলে ?
যদি পাখির শরীরে ফের অসুখ ধরে খুকু
জল সইব কিসে—তোমার কাঁচা চোখের জলে ?

লক্ষ্মী, বোসো পাখার নিচে, চূর্ণকেশ ছড়াও
নক্‌শা-করা তোয়াল দিই, গা মোছো গা ঢাকো,
আর অমন কোরো না, আর কোরো না —পায়ে ধরি
তোয়াল ঢেকে রাখতে পারি এমনি ছোটো থাকো।

BANGLADARSHAN.COM

হাতছানি

আমায় দেখে আহা অমন ভয় পাস নে খুকী
কাছে আয় না, মুখ তুলে চা শূন্য দুটি চোখে
তনুটি তোর সবুজ কচি, ঠোঁট দুখানি কাঁচা
হঠাৎ চুমো খেতে গিয়েই দাঁত গিয়েছে টকে।

ছুঁয়ে দেখ্ তো কপাল, হাঁ-রে জ্বর এসেছে নাকি ?
তোর যুগল করকমল পেলে বয়স কমে
আঙুলপাতা চিবই, দেখি রস জমে নি মোটে
ইচ্ছে করে, জড়িয়ে তোকে চেঁচাই পঞ্চমে।

ইচ্ছে করে, রাঙা চরণ কুড়িয়ে শিরে পাতি
ফড়িং বেণী গলায় বেঁধে মরা অনেক ভালো
মাকে বল্-না খুকী, তোমার জামাই ডেকে গেছে
দেরি সয় না খনি আমার, বিদ্যুৎ চমকালো।

BANGLADARSHAN.COM

ভিখিরি বুড়ো গাছতলায় জ্বরে কাঁপছে একা
চলে যাস নে চলে যাস নে চলে যাস নে খুকী।

ছোট্ট শাদা ডিঙি

আখের মতো সরু তোমার হাত দুটো পা দুটো
বয়স কত ? বারো।
দাঁত নেই যে চিবই ধরি সজোরে দুই মুঠো
খুকী, একটু নরম হতে পারো ?
ঠোঁটের কোণে দুধ লেগেছে সর পড়েছে ত্বকে
আটকে আছে ছোট্ট শাদা ডিঙি
চৌকিদারের ফুঁ লাগলে নৌকো বালিচকে
হারাবে একদিনই।
টিয়া কেমন সবুজ, তবু খাঁচায় রাখা ভালো
তোমার মতো পাকা কথার ঝুড়ি,
ন্যাপথলিন মেখেও হায় চুল থাকে নি কালো
কেমন করে উড়ি ?
পোড়ো জমির মতন বুকে দুপুর বারোমাসই
তোমার গাল রাখলে তবু কাঁপে –
চোখ খুলো না চোখ খুলো না, দু পাশে দাস-দাসী
পুকুরে জল মাপে।

BANGLADARSHAN.COM

কাক-কোকিলের সংসার

তুমি কি এখনও সেই ছোটোটিই আছ
আলতা ও দুধে
পা রেখে দাঁড়িয়েছিলে সেদিন যেমন ?
তোমার কি মনে হয় উননের তাপ লেগে বাড়ে না বয়স !
আমাকে দেখ তো, কত স্থির কত শান্ত্র হয়ে গেছি
দুপুরে তোমার মতো বরফ খাবার লোভে ছটফট করি না,
ছেলেমানুষের মতো রাস্তায় দাঁড়িয়ে
ডাবের নরম শাঁস তুলে খাওয়া সাজে না এখন, আমি জানি।

তোমারও তো দুটি-একটি চুল পাকছে, একটুতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ো,
তবে কেন সেদিন আমার
বন্ধুদের সঙ্গে এত রঙ খেললে, রঙ মাখলে সারাটা সকাল ?
কী দেখে যে মুহুর্মুহু হাসি পায় তোমার বুঝি না,
কৌতুক জাগাতে পারে চতুর্দিকে এমন কী ছড়ানো রয়েছে ?

আসলে তোমাকে নিয়ে, তোমাকে না বুঝে, ঢের অস্বস্তি আমার ;
লক্ষ্মী মেয়েটির মতো বেশ থাকো, হঠাৎ একদিন কী যে হয় ;
সন্ধির সমস্ত শর্ত ভেঙে দাও
টান মেরে ছিঁড়ে ফেলো জানালার পর্দাগুলি মাঘ মাসে কেনা –
অকারণ হাসতে হাসতে নতুন জুতোর মতো কামড়ে দাও পায়ে !

BANGLADARSHAN.COM

মণিমালা

শ্বশুরবাড়িতে তুই মণিমালা, কেমন আছিস,
নতুন সংসার ঘরকন্না তোর পছন্দ হয়েছে ?
আমাদের কথা এর মধ্যে ভুলে যাস নি তো ? কখনো
এ-বাড়ির জন্যে মন কেমন করে না ? –নাকি মাঝে-মাঝে করে ?
আমরা চার-ভাই আর কলরবমুখর বাড়িটি
আজকাল কেমন স্তব্ধ হয়ে গেছি, জানিস এখন
কেউ আর মাখি না সুগন্ধি তেল ; শীতগ্রীষ্মে নানান শৌখিন
সাবান কেনাও উঠে গেছে বহুকাল ;
চিরুনির দাঁতে আর জড়িয়ে থাকে না কারো দীর্ঘ চুল, শুধু
হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ড্রেসিং টেবিল তোর শূন্যে মুখ তুলে।

মণিমালা, একদিন রাস্তা ভুলে চলে আয় না বাপের বাড়িতে।
যদি দুটো বেলা থাকতে না পারিস, অন্তত একবার
আমাদের চার-ভাইকে ছুঁয়ে যা, পিছন থেকে এসে
পিঠে চারটে কিল মেরে পালা।
কী করে পালাবি, তোর পায়ের শব্দ যে আমরা চিনি।
বাবা ঠিক ডেকে উঠবে, কে ওখানে ? –তখন চপ্পলে
পায়ের পাতাটি তোর থমকে দাঁড়াবে না ?
জানিস রে, ইদানীং বাবা বড়ো একা হয়ে গেছে
কে আর দুবেলা বসে গল্প করবে, আঁচড়ে দেবে চুল,
কে আর শাসন করবে মণির মতন ভালোবেসে !

তোর সে কী কান্না, সে কী কান্না, মনে পড়ে মণিমালা ?
আমরা যেন দূর করে দিচ্ছি তোর আঁচলে কারোর খুঁট বেঁধে।
এতদিনে বুঝেছিস নিশ্চয়, সেদিন আমরা কেন
হাজার কাজের ছলে আড়ালে-আড়ালে
লুকিয়ে ফিরেছি মুখ ; নাকি সেই তীব্র অভিমান
আজো পুষে রেখেছিস –ভেবেছিস আমাদের ক্লীব নিষ্ঠুরতা

BANGLADARSHAN.COM

চতুঠগুণ তীক্ষ্ণ হয়ে ফিরে বুকে বাজুক বিঁধুক।

এ-বাড়ির জন্যে তোর মন কেমন করলে যেন একদিন আসিস
পরের ঘরের বউ –পথ চিনে কিংবা পথ ভুলে ;
কপালে সিঁদুর তোকে কেমন মানাচ্ছে –সুখ কেমন ফোটাচ্ছে
আমরা দেখতে চাই। এসে
গানের খাতাটি যেন নিয়ে
যাস মনে করে ;
আমাদের বাড়ি বড়ো নিস্তব্ধ, গুহার মতো শান্ত হয়ে গেছে,
কে আর গানের চর্চা কে আর প্রাণের চর্চা করবে তুই ছাড়া !

BANGLADARSHAN.COM

দূর থেকে দেখা : বাবাকে

দেখ তোমার হাত ধরলাম, দেখ তোমার পা ছুঁয়েছি,
একটু বসি তোমার ছায়ায়, বাবা, এখন রাগ কোরো না –
চোখ মেলে চাও, তোমার কষ্ট খানিকটা দাও কুপুত্রকে।

মৃত্যু তোমায় বিষম শীতল করতে চাইছে–নিরভিমান,
একলা কেন প্রহার নিচ্ছ, আমি রয়েছি পায়ের কাছে,
কোথায় শত্রু দেখিয়ে দাও না, বাবা, আমরা দুজন মিলে যুদ্ধ করি।

আজো আমায় দূরে রাখলে, তোমার জ্বরের ভাগ দিলে না,
একলা তুমি কী শক্তিমান–ময়দানবের সঙ্গে লড়ো !
শেষে তোমার পরাস্ত মুখ আমার মলিন রুমাল দিয়ে মুছতে হোলো !

ভেবেছিলাম নালিশ করবে : কাঠের শয্যা কষ্টদায়ক,
ভেবেছিলাম নালিশ করবে : প্রখর জ্যৈষ্ঠে অগ্নিশিখা ?
যেন তোমার যায়-আসে-না, ক্ষমার চোখে নিষ্ঠুরতা স্নেহ-সমান।

BANGLADARSHAN.COM

এক মুহূর্তে কেমন করে নিরভিমান অনন্তমূল
হতে পারলে ? বাবা তোমার গায়ের গন্ধ আলনা-জোড়া –
সাধের চেয়ার ছেড়ে দিচ্ছি, যেও না, বসে কাগজ পড়ো ;

এবার তোমার হাত ধরলাম –এবার তোমার পা ছুঁয়েছি
মুখ ফিরিয়ে যেও না, একটু দাঁড়াও –বলো, ক্ষমা করো না কুপুত্রকে !

অক্ষর প্রতীক

কবিতা লিখতে আজকাল বড়ো কষ্ট হয়, বড়ো রক্তপাত হয়। মাথার ভেতর ভাবনারা গোটা গমের মতো নাচানাচি করছিল, ওদের ধরে কলমের মুখে টানতেই চূর্ণ হয়ে গেল—ঝরে পড়ল পাতায়।

এত ভঙ্গুর এই বাংলা ভাষা—কোন্ দুঃখী এই ভাষা তৈরী করেছিল, কে জানে ! প্রত্যেকটি শব্দ কেমন অসুস্থ, রুগ্‌ণ—যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া চেহারা, কষ্টের প্রতীক প্রত্যেকটি তৃতীয় অক্ষর ক্ষরণহীন —ছড়িতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চায়, রোদের তাপ সইতে পারে না।

যেমন মন্দির, অথবা ভালোবাসা, কিংবা রমণী। শব্দগুলির অবয়ব দেখলে কে বলবে, কী মধুর অনুষঙ্গ ওরা বহন করে। যেন রথে নয়, রিকশায় চড়ে চলেছে নবদম্পতি, যেন বাঁশে-বাঁধা কোনো মহিমার মৃতদেহ।

BANGLADARSHAN.COM

তাই কবিতায় আমি ভালোবাসার কথা বলতে পারি না, রমণীর ছবি আঁকতে পারি না,—বাংলা শব্দ দিয়ে চূড়া পর্যন্ত দেখাতে পারি না দেবমন্দির। তাই কবিতায় এত দুঃখ—দুঃখ, এই শব্দটির মাঝখানে অশ্রুপতনের চিহ্ন দেখে মনে হয়, চিরদুঃখিনী বাংলাদেশ, আনন্দে ফেটে পড়বে এমন নিটোল একটিও শব্দ নেই তোমার !

বন্দীশিবির

শাড়ির খুঁট ধরে-ধরে গতকাল অনেক দীর্ঘ অন্ধকার পার হয়ে গিয়েছিলাম, তোমরা বলেছিলে—ঘুমোও, আমি বলেছিলাম—মুক্তি চাই। রুশ অত্যাচারের পর জ্যোৎস্নায় আলো নেই, আমাদের শেষ ভ্রমটুকু আজ লুঠ হয়ে গেছে।

ছন্দে বেঁধে রাখলে কবিতার যেমন কষ্ট হয়, আমার সমস্ত অন্তরাত্মা সেই রকম কষ্ট পাচ্ছে। পরিহিত মানুষের মুক্তি চাই, আসক্তি থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুক্তি চাই, উরস্ত্রাণগুলি ছুঁড়ে ফেলে ভদ্রমহিলাদের মুক্তি চাই।

এই মাঘে অনেক গাভী আর গর্দভের বিবাহ হয়েছে। এক বন্ধন থেকে আর-এক বন্ধনে যাবার সময় দুই মিনিটের ছুটি পেয়েছিল ওরা —ওদের শ্বাসকষ্ট দেখে প্রতিবাসীরা উলুধ্বনি করে উঠেছিল সমবেত। উপহার দিয়ে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল ভ্রমান্তরে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার সময় ছিল না, বেশিক্ষণ এই বন্দী-বিনিময় প্রত্যক্ষ করতে পারিনি। আমার ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছিল ক্রমশ,—হয়ত বা আলো সরে যাচ্ছিল দূরে ; রাজনৈতিক ঘোড়দৌড়ে ভুল ঘোড়ায়—অর্থাৎ ঠিক ঘোড়ায়—বাজি ধরে তেরো টাকা হেরে গেলাম, এক সন্ধ্যার প্রমোদ মাটি করার জন্যে দুর্ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিলাম।

ফেটে যাবো, আমায় আঘাত কোরো না, গলার বক্‌লসটা খুলে দাও। আর কেন, ঢের স্বপ্নহীন করেছ প্রাণীটাকে, নিষ্ঠাহীন চর্মচ্যুত করেছ — আমার ভেতরের গোল শূন্যের মতো নারকোলটা বেরিয়ে পড়েছে লজ্জায়। আঘাত কোরো না, সামনের ঠাণ্ডা শিশির-ভেজা মাঠে আমায় গড়িয়ে দাও।

যতদূর যেতে পারি, আমার নগ্নতা শীত, আমার স্বাধীনতার লজ্জা নিয়ে ছুটতে দাও, এই বন্দীশিবিরে আমার ঘুম আসছে না।

দুহাত তুলে বলেছিলাম

দুহাত তুলে বলেছিলাম—ফিরিয়ে নাও
আমায় তোমার চাকর করো,
আমার চোখের নোন্‌তা জলে আলতা পরো
চুল ভিজিয়ে বেণী বানাও—
দুহাত তুলে বলেছিলাম, ছুঁয়েই দেখ
সবটা হয়ত পাথর হয়নি,
একটুখানি সেঁক পেলে তো গলতে পারে
বুকের খাঁচা, খাঁচার পাখি, পাখিটার বুক।
তুমি এমন কৃপণ হয়েছ, দিলে না সুখ
স্বস্তিও না—
এবার নষ্ট হলে আমায় দোষ দিও না।

BANGLADARSHAN.COM

বলেছিলাম, বসে থাকবো,
চিরটাকাল ধুলো হয়ে পাপোশে থাকবো—
যতদিন না চটির থেকে একটু গোবর
দিয়ে আমায় শুদ্ধ করছো।
চিরকাল যে অনন্তকাল...শুষ্কতা যে বড়ো অসুখ ! ...
দেখা হয় না, দেখা হয় না,
কোন্‌ বিদেশে বুড়ো হচ্ছ
দিয়ে যাও সেই একটা খবর।
তুমি এমন কৃপণ রইলে, দিলে না সুখ
স্বস্তিও না—
এবার নষ্ট হবো, আমায় দোষ দিও না।

দেখি তোমার ভালোবাসা

“তোমাকে ভালোবাসি” –এই কথা অমন সহজে
বলার নয়। যুক্তাক্ষর নেই বলে এই দুটি শব্দ উচ্চারণ
মেয়েদের পক্ষে সোজা, যেমন ‘খিদে পেয়েছে’ যেমন ‘বাড়ি যাবো’।
তবু হঠাৎ “তোমাকে ভালোবাসি” শুনলে আমার বুক
কেঁপে ওঠে, মিথ্যে কথা, এ তোমার মিথ্যে কথা –
দেখি, তোমার চোখ দেখি, আমার মুখের দিকে তাকাও –
দেখি, তোমার করতল মুষ্টিবদ্ধ হতে চাইছে কি না,
তোমার পা কাঁপছে কি না, দেখি দেখি,
তোমার স্তনের আড়ালে হৃৎপিণ্ডটা –
তোমার সর্বস্ব আমার হাতে দাও, আগে দেখি তোমার ভালোবাসা।
কী চাও স্পষ্ট করে বলো –
আমি এখনো সক্ষম, এখনো একাধিক রমণী
আমার কাঁধে মাথা রেখে দাঁড়াতে পারে, নির্ভরতা
আমার বাহুতে বৃক্ষের মতো অটল, বলো, কী চাও,
বলো, “তোমাকে ভালোবাসি” –এ ছলনা।

জানো
ভালোবাসা প্রকাণ্ড ব্যাপার, ভালোবাসা পথ ভুলিয়ে দেয়
আয়ু নষ্ট করে, ভালোবাসা ঘরের মানুষকে চুলের মুঠি ধরে পথে নামায় –
অত সহজে ও-কথা বলতে নেই, আমার মাথা ভর্তি নেশা,
এখন যা বলবে বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক, –কারণ সারা শরীর ক্লান্ত ...
অত সহজে হাত থেকে ফেলে দিও না আধুলিটা।

তোমার ঘর জোড়া শোবার খাট, রাখার আলমারি, লুকোবার তোরঙ্গ
ঠাকুরপুজোর সিংহাসন –না, এত আসবাবের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে
পয়সা খোঁজার কষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাও।

BANGLADARSHAN.COM

রান্নাঘরে এসো না হঠাৎ

গৌরী, তুমি আমাদের রান্নাঘরে এসো না কখনো –
বাইরে-ঘরে বোসো – পাখা খুলে দিচ্ছি, আজকের কাগজ
এনে দিচ্ছি – উল্টে-পাল্টে পড়ো, রেডিওটা
ইচ্ছে হয় খুলে দাও ; কিন্তু খবর্দার
আমাদের রান্না ভালোবাসো বলে রান্নাঘরে এসো না হঠাৎ।

আমি যে-উনন জ্বেলে জল গরম করি, তা বিদ্যুৎ
কয়লা কেরোসিন দিয়ে চমকায় না। কাঠের শরীর
বসন্তের হাওয়া লাগলে টাটায়, দাউ দাউ জ্বলে, ফাটে,
অবশ মোমের মতো ঝরে যায় চর্মের মরিচা ;
চৌকাঠের কাছে
অসতীর হৃত বস্ত্রগুলি – তার অভিশাপ – ইন্ধন যোগায়,
কেটলির টুপির নিচে বাষ্প হয়ে নাচে লোভ বিবেক পৌরুষ –
এই সময় এলে তুমি অবোধ ডিমের মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে !
কবিতা শোনাচ্ছি, শুনে খুশী হও, গৌরী, তুমি কবিকে ছুঁয়ো না।
আমার অসুখ আছে – যে-অসুখ বিষণ্ণতা, দীর্ঘশ্বাস দেবে ;
বছরে কয়েকটিবার আর্তববিরহে এতো অবসন্ন হও, তবু দেখো
প্রতিদিন রক্তমোচনেও আমি মরি নি, কারণ
কখন্ বেদনা লাল ফুল হয়ে ফুটবে, তার ঘ্রাণ নেবো বলে
তার বেত্রাঘাত নেবো বলে
বুকের ভিতরে দম ধরে আছি, ধরে থাকবো দীর্ঘকাল, তুমি
কৌতূহলী হয়ে যেন দরিদ্রের রান্নাঘরে এসো না হঠাৎ।

BANGLADARSHAN.COM

যাত্রা

অন্ধ গলির মধ্যে এতো শিশুর পাল
কোথায় ছিল মা-খেদানো এ-জঞ্জাল
সন্ধে হতেই ভিড় করেছে গলির মোড় ?

বলতে পারিস কেউ কি তোদের বাপের নাম,
নইলে এতো ফুর্তি কিসের, বেজন্মা ?
–"বেশ্যাপাড়ায় যাত্রা হবে –লখীন্দর।"

কপাট বন্ধ, পর্দা ফেলা –নেইকো ঠাঁই
তৃপ্ত হলো লক্ষ্মী, তোদের টাকার খাঁই ?
হঠাৎ এসে ভিড় করেছিস বারান্দা –

"বেশ্যাপড়ায় যাত্রা হবে –লখীন্দর" :
কেমন করে ম্লেচ্ছ ঢোকে বাসর-ঘর,
কোলের ওপর মরা বরের মুণ্ডুটা

BANGLADARSHAN.COM

কেমন মানায় দেখবে বুঝি শান্তিদি ?
তোমরা হাসো–আমরা এসে ভাংচি দি –
ভেলায় ভেসে বেউলা যাবে কদ্দূরে !

যাক্ না, নিজে ডুবে মরতে যে অক্ষম,
নাচ দেখে তার আদর করে বলবে যম –
"সাত সমুদ্র চোদ্দ নদী মর্ ঘুরে।"

ভেলায় সতী, সতীর কোলে লখীন্দর॥

হে নিরাকার জলস্তম্ভ

কষ্ট একটা ঘুরছে ফিরছে পিঠের মধ্যে ব্যথার মতন,
যেন কোথায় আঘাত পেয়েছিলাম কাল রাত্রিবেলা
সে কার মুষ্টি, বন্ধু কিংবা ছদ্মবেশী বান্ধবী, কেউ
সহযাত্রী মজাপ্রবণ ?
—আঘাত একটা পেয়েছিলাম।
কে যে বললে, শুয়ার, তোমার আমোদ এবার ঘুচিয়ে দিচ্ছি,
কে যে বললে, শরৎ, তোমার ওই লেখাটা ভালো লাবলো —
ঝাপসা, তাকে মনে নেই যে।
তাই তো আমার বুকের মধ্যে কৃতজ্ঞতার হুল ফোটে না
ক্রোধ থাকে না কারোর ওপর
বিশ্বভুবন আমার সামনে জলস্তম্ভ হয়ে দাঁড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

জল নয় যে ডুববো—আবার স্তম্ভ নয় যে মাথা ঠুকবো
এ-কী বিষম বিহ্বলতা—
নাকি নিরেট স্মৃতিভ্রংশ মহাবিষাদ,
বন্দুককে বালিশ করে শয়ান থাকা নিদ্রাবিহীন !
তেমন কোনো শত্রু নেই যে নিকটবর্তী,
মনে রাখবো, এমন একটা ভ্রমরদানী
তা-ও কাছে নেই,
হে নিরাকার জলস্তম্ভ, এর নাম কি জীবনযাপন ?

নিমতলা শ্মশানে নববর্ষ

চলো যাই, দেখে আসি নতুন বছরে কারা বাড়ি এলো। বেহারা, পাল্কি নামাও—রাজার মুখ দেখি। গাঁদাফুলগুলি সরিয়ে দাও, দেখি রাজার দিগ্বিজয়ী বক্ষপট। বিদেশে ছিলেন কতোদিন এ-অতিথি ? তোমরা আত্মীয় ভেবে আঁকড়াতে চেয়েছো অকারণ, ক্ষতবিক্ষত করেছো শোকে এই দ্বিরাগমনের শুভমুহূর্ত !

সন্ন্যাসী, এসো, ভৃত্যের মতন এরা শুশ্রূষা করো। চতুর্দিকে শোরগোল পড়ে যাক, কাঠে-কাঠে ধাক্কা লেগে আগুন জ্বলুক —আনন্দে নৃত্য করুক শিখারূপী সুরসুন্দরীরা, আমরা পথচারী কয়েকজন না হয় শানাই ধরছি। ...

এতো রাত্রে কলকাতায় কোনো গৃহস্থের দোকান খোলা নেই। নতুন বছরকে ওরা ডানপিটে ছেলের মতন কান ধরে ধর্মশালায় ঢুকিয়েছে—তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে অচেতন। ছেলেটা কাঁদছে নাকি ? কেঁদে-কেঁদে নাকি দাদার পাশে ঘুমিয়েছে সে-ও।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু জাগ্রত আছেন মহাগৃহ নিমতলা শ্মশান ; সারারাতব্যাপী নববর্ষের উৎসব চলছে সেখানে—সারারাতব্যাপী দিগ্বিজয়ী রাজপুত্রেরা আনাগোনা করছেন মখমলের পোশাক পরে। কৌতূহলী জনতার মতো দূর থেকে তাঁদের কাছে আসতে দেখলাম ; আমরা উঠে দাঁড়ালাম, অভিবাদন করলাম, বললাম —বেহারা, পাল্কি নামাও, রাজার মুখ দেখি।

পেয়ে গেছে হাত

হাত ধরাধরি করে দুই বন্ধু চলে গেলো দিগন্তের দিকে ...
দিগন্ত, অর্থাৎ অন্য লোকালয় ; অস্তমান সূর্য বা আকাশ
যেখানে প্রণত সে তো বহুদূর, কথোলকল্পনা
ততোদূর পৌঁছোতে অক্ষম ইদানিং–
মানুষ পিঁপড়ের বাচ্চা –সব সময় ছুটছে–লাল ধুলো
ওড়াচ্ছে হাওয়ায়, দূরে দেখা যায় না, শব্দ কোলাহল
বন্যার মতন সব ডুবিয়ে দিয়েছে !

হঠাৎ দুজন বন্ধু হাত ধরাধরি করে চলে গেলো ...
একটি পুরুষ আর অন্যটি রমণী, নাকি দুটিই পুরুষ,
নাকি দুটিই রমণী ? আমরা কেউ
দেখিনি, কারণ
শরীরে প্রত্যেকটি অঙ্গ ইচ্ছার প্রতীক, একা জননেন্দ্রিয় না –
ওরা পরস্পর হাত ধরে ছিলো, অর্থাৎ সহানুভূতি, ওরা পরস্পর
পাখির ভাষায় কথা বলতে বলতে ...অর্থাৎ বন্ধুতা
অন্য লোকালয়ে চলে গেলো।

আমাদের এ-পাড়ায় বড়ো দৈন্য, অভাব, ভিখারী –
বৃদ্ধের নিশ্বাস লাগে মুখে সারাদিন, ঘেন্না হয়,
সারারাত বৃদ্ধের খড়ম্ খট্-খট্ শব্দ করে হাঁটে –
সচকিত হও, তোমরা ঘোমটা দাও, মুখ টিপে হাসো,
তড়িঘড়ি শিশুদের মুখ থেকে ছিঁড়ে নাও স্তন –
খড়মের শব্দ কাছে আসে।

আমরা প্রসন্নমুখে নিয়মের মধ্যে আছি বাঁধাঘরে, সুখী, ওদের কী হলো ?
ওরা বুঝি দুই বন্ধু পেয়ে গেছে হাত
অর্থাৎ সহানুভূতি–এবং বন্ধুতা, আর কিসের সংসার !
চলে গেলো দিগন্তের দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

দশটা ময়নার মধ্যে একটি তিতির

আজকাল পৃথিবীতে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি
হয়েছে—দেখতেই পাচ্ছো ; ম্যালেরিয়া কলেরা বা প্লেগে
লক্ষ লক্ষ লোক আর মরে না কোথাও।
আমাদের বাপ-জ্যাঠা যে-রকম মহামারী দেখে গিয়েছেন
প্রত্যেক বছর, কই আমরা তো তার কাছাকাছি
একটাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না ...মৃত
মানুষের মুখ দেখতে শখ হলে এখন শ্মশানে ছুটতে হয়।

সব অসুখের জন্য মোক্ষম ওষুধ
যে-কোনো ডাক্তার জানে, এমন কি আস্থাবান কেরানি হাতুড়ে
একটি ট্যাবলেট দিয়ে আপনার যাবতীয় বুকের
কষ্ট শেষ করে দেবে, —অন্তত নব্বই ভাগ, আজই।
দশ ভাগ থেকে যাবে। কোনো রোগ সম্পূর্ণ সারে না।
আপনি সেই দশ ভাগ নিয়ে আরো সত্তর বছর
বাঁচবেন বাঁচুন, বুকে একটু ব্যথা, পেটের বাঁ-দিকে
চিন্-চিন্, কিংবা হাঁটু মুড়তে গেলে খচ্ করে লাগা —এই সব
আদৌ ধর্তব্য নয়...মানুষ মরে না এতো সামান্য কারণে।

বেঁচে থাকা বড়ো কথা ; জীবন বিস্বাদ
লাগবে তো বটেই, একি ছেলেখেলা, রোগ পুষে রাখা কি সহজ ?
তবে, মাত্র দশভাগ—দশটা ময়নার মধ্যে একটি তিতির ;
চেনাই যাবে না হয়তো ; শুধু মাঝে-মাঝে
আপনাকে নিষ্কাম এক বৃক্ষ ভেবে যুবতী গাভীরা
লেজ পেতে উদাসীন শুয়ে থাকবে ছায়ায় —অথবা
আপনার কর্কশ কাণ্ডে চোখ বুজে গা ঘষবে আরামে,
আপনার শরীরে যতো রোম যতো স্নায়ু যতো পাতা
হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠতে পারে —
আবেশে শিথিল হয়ে যেতে পারে শিকড়ের নিষ্ঠুর আঙুল ;

BANGLADARSHAN.COM

এবং তখনই

সেই পোষা দশ ভাগ রোগ এসে বলবে ঠাণ্ডা মেট্রনের মতো ;
বাবু, এত আহ্লাদ কিসের ?
এত অল্পে উত্তেজিত হলে কিন্তু সত্তর বছর
বাঁচাতে পারবো না বলছি ...যদি দীর্ঘজীবী হতে চাও
তবে স্থির হয়ে থাকো অচঞ্চল মন্দির যেমন
সংযম-নিবিষ্ট, শুধু ছোটো একটি জানলা খুলে নিরামিষ হাওয়া
খেতে পারো দৈনিক দুবার, ব্যস, মনে থাকবে ? চাই
এই রকম বাঁচা, বুকে দশটা ময়নার মধ্যে একটি তিতির !

BANGLADARSHAN.COM

রমণীর উপমা

একটুখানি ভেবে দেখলে—রমণীর শরীর মানেই পৃথিবী,
জল ভাবলে জল, জাহাজের মতন ভাসতে পারো
নোঙর করে দাঁড়াতে পারো মাঝসমুদ্রে ;
পাহাড় ভাবলে পাহাড়—
তুমি পিঁপড়ের মতন অধ্যবসায়ে উঠতে পারো,
স্তনবৃন্তের ওপর গেঁথে আসতে পারো তোমার পতাকাটি।
তার বাহুমূলে যোনিমণ্ডলে মুখ ঘষলে শার্দূলশাসিত অরণ্য,
নিরুপম অন্ধকার, ঝিঁঝিপোকার শব্দ, ...
রমণীর শরীর মানেই পৃথিবী।
তার শুষ্ক ওষ্ঠে মরুভূমির নরম বালুকা, জিহ্বার ভিতর
ঢুকে গেলে একটু জল, জলের ছলনা ; তাতে তৃষ্ণা মেটে না।
আকাশ ভেবে তার চোখের দিকে চোখ মেলে রাখো, স্থির,
অমনি বৃষ্টি নামবে।
ওর দুটি ভ্রূর ওপর আরোহণ করলে প্রচণ্ড উচ্চতা —
ঘর-বাড়ি দেখা যাবে না, নক্ষত্রের আলো পরে উঠে আসবে সন্ধ্যা।

তার ওপর যদি ভালোবাসার কথা তোলো, অমনি সেই রমণীর শরীর
পৃথিবীকেও ছাপিয়ে উঠবে। তোমার জাহাজ
নোঙর ছিঁড়ে ভাসবে, জলপ্লাবন হবে মরুভূমিময়,
তোমাকে উড্ডীন দেখে নক্ষত্রেরা নেমে আসবে সহচরীর মতন।
ভালোবাসার কথাই যদি তোলো, তা হলে তো রমণী
আর শরীরে থাকেন না, শরীর ছাপিয়ে ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে যান ;
বাঁচার ইচ্ছে হয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েন,
সন্তান হয়ে চোখের সামনে খেলে বেড়ান, আনন্দ হয়ে
নৃত্য করেন। যেন স্তম্ভিত পরিব্রাজক ভ্রমণ করতে পারে
জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দীর্ঘপথ—অবলীলায়।
ভালোবাসার কথাই যদি তোলো,

BANGLADARSHAN.COM

রমণীকে এক পৃথিবীতে, একমাত্র জন্মে বেঁধে রাখবে কে ?

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্রাম

মহাপুব থেকে মহাপশ্চিমে ঘোরা
মহাপশ্চিম থেকে ফের মহাপুবে–
এই ছিল মহাপৃথিবীর ঘরোয়ানা।

একদিন তিনি বললেন, ‘মুখপোড়া !
যদি দেয় ধন নিঃশেষ করে কুবের
এতো ঘোরাঘুরি তবু আর পারবো না।’

ঈশ্বর ছিলো উত্তর মেরুদেশে
বললো, ‘বেশ তো, এখন তা হলে থামো,
সূর্যকে বলি, প্রহরী, তোমার পালা।’

সেইদিন থেকে সূর্যই হেসে-হেসে
পুব-পশ্চিম ঘুরছে, এমন ব্যামো,
পৃথিবী আছেন শান্ত, বন্দীশালায় ;

BANGLADARSHAN.COM

সেইদিন থেকে হারিয়েছে সব গতি,
শিলীভূত হয়ে গিয়েছে শোণিতকণা,
সকাল-বিকেল সূর্যই চোখ মারে–

ইচ্ছা করছে, বলি ‘কুন্তীর পতি
ফিরে যাও, আমি দেহদান করবো না,
বিশ্রাম। তুমি যাও পশ্চিম পারে।’

অকারণ এত উত্তাপ সইবো না।

সেই লেখাটা

সেই লেখাটা লিখবো বলে বারো বছর কলম ঘষছি
বারো বছর, তিনশো পদ্য লিখে অনেক কলম ভাঙলো
আঙুল ক্ষয়ে ঝাঁটার কাঠি,
বারো বছর রক্তক্ষরণ, জীবন-মরণ যুদ্ধ চলছে
আমি ছাড়ার পাত্র নাকি ?
সেই লেখাটা লিখতে হবে—আর যে-কদিন জ্যান্ত থাকি।

ভাবছো, এসব ভূতের বেগার, সেই লেখাটা নাক নাড়ে না,
আমৃত্যুকাল ছুটিয়ে বেড়ায়
ঘাড় গুঁজে মুখ থুবড়ে যতই শক্ত জমি খনন করো
মাটি উঠবে, পাথর-কয়লা,
এমন কি জল ফিনকি দিয়ে—
সেই হীরেটি লুকিয়ে থাকবে আংটি হয়ে বারণ রাজার।

BANGLADARSHAN.COM

একলাফে পৌঁছোবার সাধ্য আছে তোমার লঙ্কাদেশে ?
দাঁড়াও দেখি রক্ষোপতির দশটা মুখের মুখোমুখি,
হাতের আংটি ছিনিয়ে আনো,
নইলে বৃথাই বুকের মধ্যে কলম ডুবিয়ে আঁচড় কাটা
নইলে বৃথাই আত্মহনন !
সে অন্ধকার ধরতে হলে সন্ন্যাসী হন রাজা, করেন
বনের মধ্যে সীতাহরণ।

ঘোষণা

সুমিত্রা বিশ্বাস, আপনি যেখানে থাকুন, শীঘ্র
চলে যান প্যাণ্ডেলের কাছে
সেখানে আপনার বন্ধু অপেক্ষা করছেন ;
সুমিত্রা বিশ্বাস, আপনি যেখানে থাকুন...

মেলায় ভিড়ের মধ্যে হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো
কী করে বলুন তো ? নিজে ছেড়ে দেননি ? অথবা বন্ধুটি
হারিয়ে যাবার দুঃখ কিংবা মজা দেখবে বলে হাত
শিথিল করতেই কারো টান এসে বিচ্ছিন্ন করেছে ?
অনেকক্ষণ ব্যক্তিগত খোঁজাখুঁজি হয়েছে নিশ্চিত ;
এই যে হঠাৎ একা হয়ে যাওয়া, সুমিত্রা বিশ্বাস,
এই যে ভিড়ের মধ্যে সঙ্গহীন ছুটোছুটি—সব
জানাজানি হয়ে গেছে ; লোকেরা কৌতুকে
হা-হা করে হাসছে, আপনি দেখতে পান ? নাকি
খোঁজাই জীবন—পাওয়া কিছু নয়, এই সব মিথ্যা মহিমায়
উদ্‌গত আছেন ?

সুমিত্রা বিশ্বাস, আমি সাধারণ্যে জানাচ্ছি ঘোষণা
যেখানে থাকুন, শীঘ্র চলে যান বন্ধুটির কাছে
প্যাণ্ডেলের নিচে তিনি বহুদিন অনুতপ্ত অপেক্ষা করছেন।

BANGLADARSHAN.COM

মঞ্চের ওপর

মঞ্চের ওপর আমি যেতে চাইনি, তুমি আমায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলে মাঝখানে, দু-হাজার আলোর নিচে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করলে, বলো কী-রকম আচরণ তুমি প্রত্যাশা করো ?

আমার কোনো প্রত্যাশা ছিলো না। তবু কিসের সুঘ্রাণ পাচ্ছি মনে হলো। যেমন সূর্যের সুঘ্রাণ পেয়ে অকস্মাৎ চিৎকার করে কুক্কুট –আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, উদ্ধার করো ; আমার সামনে অন্ধকার : অজস্র হাসির শব্দ, আমার পিছনে অন্ধকার : গভীর রাত্রি ভেদ করে ট্রেনের হুইস্‌ল্‌-এর মতো সাড়া দিচ্ছে বাল্যকাল, আমি ফিরতে পারছি না। মঞ্চের ওপর দু-হাজার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছি –আমায় উদ্ধার করো, আমার কোনো প্রত্যাশা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি বললে, সোজা হয়ে দাঁড়াও ; রাজবেশ, কোমরের তরবারি, শিরস্ত্রাণ তুলে নাও ; অশ্বের ওপর উঠে বোসো ; আর-একবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এ যুদ্ধে আমার জয় সুনিশ্চিত, তুমি বললে, অন্তত একবার জয় হওয়া দরকার জীবনে। তারপর আমার পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়ে হুংকার করলে, উদ্ধার নয়–অধিকার চাই।

এবং তারপর আমার ভূপাতিত শরীর তোমার কোলের ওপর টেনে আনলে, বসন্তের ক্ষতচিহ্নগুলি থেকে মুছিয়ে দিলে রক্ত, কচি পাতার মতন করতল বুলিয়ে দিলে মুখের ওপর।

তখন আর শিয়রে দু-হাজার আলো নেই, সেখানেও আমার বহু পরিচিত অন্ধকার। অজস্র হাসির শব্দ নেই সামনে, তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্‌ হয়ে বাজছে না বাল্যকাল। তুমি কানে কানে বললে, জয় হয়েছে।

হাওয়া বদল (অংশ)

আমায় তোমরা চিনতে পারছো ? বলো কী নাম ?
তিন বছর না তিনশো বছর বয়েস হলো –কেউ জানে না,
বুঝতে পারি।
ছোট্ট হয়ে ছিলাম বলে ঘুম পাড়ালে
ভাবলে, খুকু ঘুমিয়ে থাকলে –স্বাধীনতা...
আমিই যদি বিবেক, তবে ঘুমোই কখন্ ?
মাঝরাত্রে উঠে আমার এ-ঘর ও-ঘর বারান্দা বুক চৌকিদারী।

কী গঁদ দিলে জোড়া লাগবে নারী-পুরুষ, গোরু-গাধা –
অভ্যেস না বংশলোচন ?
নুনদানী আর মরিচদানী একসাথে শো'ন
থাকেন দুজন গলাগলি
তার মানে কি ওঁদের মধ্যে পীরিত বেশি ? হায় রে কপাল,
তাই যদি হয়, নানা টেবিল ভ্রমণ করে কী অন্বেষণ ?
–তাই তো বলি :

মাঝে-মাঝে দু-একটা দিন পোশাক ছেড়ে
পাপের স্বাদে মুখ বদলা
রেস্তোরাঁতে খেলেই কি তোর জাত খোয়াবি ?
না হয় ছুটে পালিয়ে যা না, মফস্বলের ধুলো হাওয়া
গায়ে লাগলে পাখা গজায়
মন পেয়ে যায় আকাশ খোলার গোপন চাবি।

এই ঘরেতে শুয়েছে আজ খুকুর বাবা
ওই ঘরে–মা,
ঘুম হবে কি ঘুম হবে না –
চড়ুইভাতির দিনে-রাত্রে যা ইচ্ছে তাই –স্বাধীনতা
কুষ্ঠ সারে পচন সারে, স্বাধীনতায় সারে বুকের পটকা ফাটা –

BANGLADARSHAN.COM

আরোগ্য হয় ত্বগিন্দ্রিয়ের গুঁড়ো অসুখ : প্রেমহীনতা ...

তার বেশি কী পাবার আছে ?
এক জীবনের ওড়াউড়ি মশলামুড়ি –
সুতো ছিঁড়লে বুড়ো-বুড়ী –লে ভোক্কাটা !

BANGLADARSHAN.COM

কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ

তোরণখানি ভাঙলে একটা কপাট –ভাঙলে কপাট
ভাঙলে আবার
শুধু কপাট খুলতে খুলতে ভিতর দিকে যান,
জানলা কই, যেখান থেকে বাতাস পাখি-বাতাস
শুদ্ধ বাতাস
ছাড়া অন্য কারো প্রবেশ বা প্রস্থান
ঘটাবে সন্ত্রাস ?
চোখের সামনে দরজা খুললে আঁধার, খুললে দরজা
খুললে আঁধার–
দেওয়াল কই, যেখানে লাল টিপের মতো বাতি
বলবে, থাম্–এখানে বিশ্রাম ;
বলবে, ঠেশ দিয়ে দাঁড়াও, পৃষ্ঠ রেখে বোসো।
হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করবে, কোথায় সেই গৃহ ?
কোথায় সেই দেওয়াল, সেই বাতাস-ভাসা জানলা
সেই পাপোশ-রাখা মেজে –
কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ
যার ভিতর চক্ষু হানলে মৃত্যু হানলে মৃত্যু –হানলে মরণ
তার শীতল ছায়া বিছিয়ে দেবে জলে
পালক দিয়ে বাতাস করবে
খেলাচ্ছলে বলবে, তোর তোরণ ভাঙা উচিত হয়নি
উচিত হয় নি, কারণ
তোরণ ভাঙলে কপাট, ভাঙলে কপাট
শুধু কপাট দিয়ে ঘেরা ভূমণ্ডল –
আমার গৃহ ছাড়া এমন পাতায় ছাওয়া কুটির
কোথায়, এতো অতিথিবৎসল ?

BANGLADARSHAN.COM

আমার বাগানবাড়ি

এতো কাছে থাকো, তুমি একদিন তো বেড়াতে-বেড়াতে
আসতে পারো—আমার বাগান
বাগানবাড়িটা খুব দূরে নয়। নেমেই ডানদিকে
দেখবে একটা মাধবীলতার কুঞ্জ...
ফুল ফোটে না, নামের জন্যেই ওকে রাখা।

কাঁকরের রাস্তা দিয়ে চলে যেয়ো একদম ভেতরে, সেই
আবদুলের কবর পর্যন্ত –
'আবদুল আবদুল' বলে ডাকলে যে সেলাম করতো,
সে আজকাল কথাই শোনে না
কফিনের মধ্যে বসে পিঁপড়েদের সঙ্গে ওর খেলা।
ডানদিকে ঘুরলেই পাবে শিশুদের পাড়া
ভা-রি অদ্ভুত সকলে –
তোমাকে দেখলেই ছুটে আসবে—'মাগো, মামণি !' এক দল
ছাগলছানারা নাচলে চতুর্দিকে, লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক, তবে
বাঁ দিকেই বেঁকে যেয়ো, সুজাতা যেখানে একা-একা
গাছেদের সঙ্গে ঝগড়া করে সারাদিন। তুমি জানো
কলেজে ডিবেট করতো, এখনো সে-চর্চাটা ছাড়ে নি।
পছন্দ না হয়, তুমি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেয়ো।
কচুরিপানায় ভরা নালাটার পাশে
আমার গণ্ডোলা
স্থির হয়ে ভাসছে। একটা রঙিন ছাতার
নীচে দুটো বেতের চেয়ার পাতা –
প্রত্যেক ছুটির দিন, অথবা ঘুমের রাত্রি আমি ওর একটাতে হেলান
দিয়ে বসে থাকি।
তুমি অন্যটাতে বোসো, খানিক অপেক্ষা কোরো,
আমি ঠিক বেড়াতে বেড়াতে

BANGLADARSHAN.COM

এসে পড়বো : ‘আরে তুমি ! বিশ্বাস হচ্ছে না,
এত দূর পাড়ি দিয়ে পৌঁছোলে কী করে ? দীর্ঘ পথ
সঙ্গীর অভাবে খুব কষ্ট হয় নি তো ?’

BANGLADARSHAN.COM

লক্ষ্মী রাজা

রাজা, তোমার বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড গেট
ঢুকতে গেলে থমকে দাঁড়াই : মাথাটা হেঁট –
দুই দরোয়ান প্রশ্ন করে –কোথায় যাবি ?
জানি, তোমার দরজা খোলার মতন চাবি
নেই, তবু তো ইচ্ছে করে, রাজার কাছে
গিয়ে দাঁড়াই, বলি –অনেক কথা আছে,
যে-কথা কেউ তোমার সঙ্গে সাহস করে
বলতে চায় না ; রাজ্য, নিত্য তিন প্রহরে
তিনশো ভৃত্য শাসন করো, চতুর্থটি
কেমন কাটাও ? একলা শুয়ে ? ...একটি নটী
কিংবা সখা থাকলে তোমার নির্জনতা দুর্বিষহ
লাগতো না গো ! রাগ করলে ? ...
বেরিয়ে উচ্চকণ্ঠে কহো –
‘এই ভিখারীর সঙ্গে আমার অনেক কথা
গোপন কথা ছিলো, তোমরা পথ ছাড়ো, যাও
এই ভিখারীর সঙ্গে আমার নির্জনতা –
প্রাসাদভর্তি ভৃত্য, আমায় এক-মুহূর্ত স্বাধীনতা
ফিরিয়ে দাও।’

BANGLADARSHAN.COM

ইংরেজী-নামের ফুল

কে আছো সন্তুষ্ট, হাত তোলো।

বলতে-না-বলতেই
সরু কেয়ারির মধ্যে ঠাশবন্দী কস্‌মস্‌ জিনিয়া
আরো সব ইংরেজী-নামের ফুল
সটান দাঁড়িয়ে উঠে ফণা তুলে বললো, আমি আমি।

বাগানে একজনমাত্র মতিয়া বেলির চারা ছিলো ;
দুটি-একটি কুঁড়ি
প্রবল গন্ধের ভারে অধোমুখ, ভাবছিলো, দুদিন
সবুর করলেই সে-ও জেগে উঠবে,
আর-একটু শিশির একটু জ্যোৎস্না পেলে তবে
প্রাণ খুলে বলতে পারবে, আমিও সন্তুষ্ট। কিন্তু তার
দুর্ভাগ্য, তৎপর হতে পারে না, কেবল
দেরি করে ফেলে, –

ইতিমধ্যে কস্‌মস্‌ জিনিয়া
আরো সব ইংরেজী-নামের ফুল দুর্ভাবনাহীন
সটান দাঁড়িয়ে পাতাবাহারের মতো ফণা মেলে
ফোঁশ করে ওঠে – আমি আমি।

বাবুদের শৌখিন বাগানে তাই ওদের কদর।

BANGLADARSHAN.COM

যারা আত্মহত্যা করে

যারা আত্মহত্যা করে, তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করি।
তুমি যদি দুঃখ দাও, সেই দুঃখ মাথা পেতে নেবো
—অথবা নেবো না।
তুমি যদি সঙ্গীতের নামে
আসরে ভুলিয়া আনো, শুধু অশ্রুপতন শেখাও
তবে জলতরঙ্গের বাটি
ভরে নেবো আমার চারদিকে।
কারণ, আমার কোনো প্রত্যাশা ছিল না কোনোদিন।
পঁয়ত্রিশ বছরকাল এক রকম সংঘর্ষে কেটেছে
আরো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর
অন্যতর কষ্টে কেটে যাবে, আমি জানি।
মানুষ বাঁচার লোভে ছটফটায়, পৃথিবীতে উজ্জ্বল সকাল
পতাকারঙিন লঘু দিন
এলে ভালো, না এলে কী ক্ষতি ! তুমি যদি
ফিরে-ফিরে দুঃখ দাও, সেই দুঃখ কাঁধে নিয়ে দৌড়বে আহ্লাদে।
অমন সহজে যদি চুলের কাঁটাটি
বুকে বিঁধে দাও,
আমি তাকে নতুন বোতাম ভেবে পরে নিতে পারবো না ভেবেছো ?

জিজীবিষা ছাড়া অন্য লোভ নেই, মানুষ-শাবকদের প্রতি
ঈষৎ মমত্ব ছাড়া বোধ নেই, তাই
যারা আত্মহত্যা করে, তাদের প্রচণ্ড ঘৃণা করি।

BANGLADARSHAN.COM

নরম জামেরা

হয়তো কখনো আমি ঢিল ছুড়েছিলাম উপরে
শুধু ঢিল ছোড়ার আনন্দ ; সেই বালক-বয়স
কোনো শিকার খোঁজে নি।
তবু, তার আঘাত নেবার জন্যে
গজিয়ে উঠেছে দীর্ঘ স্মৃতিভারাক্রান্ত জামগাছ
বিছিয়েছে পল্লব পত্রালি ; –
এতোকাল পরে আজ হঠাৎ অজস্র জাম
ঝরে পড়লো মাথার উপরে, চতুর্দিকে।
হঠাৎ অজস্র জাম–
মরা নক্ষত্রের মতো কালো আর নরম জামেরা।

আমি সেই বালক-বয়স থেকে উঠে
যতো ছুটোছুটি করি জাম কুড়োবার জন্যে এদিক ওদিক,
অনেক পুরনো ক্ষত ওদের শরীরে
দেখে বড়ো দুঃখ হয়
রক্ত লেগে যায় দুই হাতে...
আমি চাই ক্ষমা, আমি চাই
ওদের ফিরিয়ে দিতে পুনর্বার আলোকিত তরুণ শাখাতে।

BANGLADARSHAN.COM

মনিহারীর দোকান

পুজোর সময় এবার একটা মনিহারীর দোকান খুলে দিলাম।
আলতা চাই, এসেন্স ? চাই সেফটিপিন কাঁচপোকার টিপ
চাই তোমার ছেলের জন্যে স্প্রিংলাগানো এরোপ্লেন বা জীপ ?
সময় থাকতে কেনো–
তিন টাকারটা তিরিশ টাকায় হয়ে যাচ্ছে নীলাম।

হাজার রকম শৌখিন সামগ্রী এনে ভরে দিয়েছি দোকান
আয়না-দেয়া শো-কেস থেকে ঠিক্‌রে জ্বলছে বাহার
জ্বলছে আলো–
ভিড় কোরো না তোমরা, এখন কারেন্সি নোট যা আছে
সব ঢালো।
আরে, আপনি চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?
এগিয়ে আসুন, জিনিসপত্র ব্যাগের মধ্যে ঢোকান !
তাই তো বলি, আপনি কিছু কিনতে চান না
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবেন –
সবাই কেন মুড়ি-মুড়কির মতন টাকা ছড়াচ্ছে এইখানে ?
দোকানদারকে দেখি, কেমন হাসতে-হাসতে লুটের মন্ত্র জানে।

বেশ তো, একটু বসুন –
বিক্রি বাটা খতম হলে বুকের মধ্যে ঢুকে আপনি
নিজেই ওকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন।

BANGLADARSHAN.COM

দুর্দিনে

তোমার দুঃখের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কারা,
কারা হাত রেখেছিলো কাঁধে
সমবেদনায় মনে রেখো।
জ্বরের কপাল যারা জল দিয়ে শীতল করেছে
কম্বলে ঢেকেছে অবসাদ
তাদের সবার কাছে কৃতচিত্ত থেকো।

এইসব আপ্তবাক্য শুনলে কার শরীর জ্বলে না ?
ঋষির মতন মুখ ওই শেয়ালেরা
ব্যথা খোঁজে সমব্যথী হতে,
তোমাকে অবল দেখে বিষম আহ্লাদে কেঁদে ওঠে
সাহসে বাড়ায় কাঁধে হাত,
অতর্কিতে দিয়ে যায় কৃতজ্ঞতা –হাড়ের ভিতর গ্রন্থিবাত।

BANGLADARSHAN.COM

তার চেয়ে একদল অর্বাচীন বন্ধুরা হল্লাও
ঢের ভালো ; উৎসবের দিনে ওরা বেজে ওঠে,
একা রেখে দুর্দিনে উধাও॥

এ কী জিদ !

রোজ উপরে তুলে আনি দাঁতের মতন
তুমি রোজ
ফুটে ওঠো—এ কী জিদ ?
চামেলি, চামেলি।

যতো আমি বোঝাতে চেয়েছি
ফুল ভালোবাসি না—বিশেষ
যে-ফুলের দেহে
আতরের গন্ধের বিদ্বেষ,
পাঁচটি নির্লজ্জ পাপড়ি যার
ছিদ্রের চারপাশে।

BANGLADARSHAN.COM

তবু রোজ
ফুটে উঠছো—এ কী জিদ ?
মেয়েমানুষের মতো এতো জিদ
থাকলে কি পুরুষ ভালোবাসে ?
চামেলি—চামেলি॥

রুগ্‌ণদের কাছাকাছি

আমি আছি, আমি থাকবো, আমি তোমাদের কাছে কাছে
বাগানে, শোবার খাটে, কার্পেটের আনাচে-কানাচে
নীরবে ঘুরঘুর করবো ; ছোটো ছোটা নরম থাবার
চিহ্ন দেখবে, কিন্তু তোমরা জানতেও পারবে না
সেই চিহ্ন কার।
জানবে না, প্রত্যহ রাত্রে কচি দাঁত দিয়ে কে ঠুকরোয়
গোড়ালি অঙ্গুষ্ঠ গাল, –কে ঝাঁপায় কোলে,
কার শাদা ওষধি শরীর
ঘুমের ভিতর দূর নৌকার মতন ভেসে যায়।
এইভাবে রুগ্‌ণদের কাছাকাছি আমার ভ্রমণ –
অলক্ষ্যে নিভৃতে, যতোদিন
হঠাৎ না জেগে ওঠো ; যতোক্ষণ
‘খরগোশ খরগোশ’ বলে তাড়া করে না ফেরো আমাকে,
বাগানে, শোবার খাটে, কার্পেটে নক্‌শার ফাঁকে ফাঁকে
আমাকে ধরার জন্য ভয় দেখাও !
ধরা আমি দেবো না কিছুতে, –জেনে রেখো,
‘খরগোশ খরগোশ’ বলে যদি জোর করে
কোলে তুলে নিতে চাও, দেখো

অমনি মার্বেল দুটি চোখ থেকে খসিয়ে পালাবো।

BANGLADARSHAN.COM

কালো টেরিলিন, সবুজ ফ্ল্যানেল

হ্যাঙারে কোটের মতো ঝুলে আছি, তুমি আছো আরেক হ্যাঙারে
নির্বিকার। অলৌকিক দর্জিটি কবেই
ইস্ত্রি-করা আমাদের সুসভ্য শরীর
সারি সারি প্রস্তুত রাখলেন আর বললেন, 'গ্রাহক
সন্ধে সাড়ে আটটার মধ্যে এসে উদ্ধার করবেন।'

গ্রাহকের পাত্তা নেই ; নিষ্কাম ভেবে কি ওরা বর্জন করেছে ? ...
সম্ভবত।

তোমার কাঁধের পাশে ধুলো জমছে দেখে ইচ্ছে হয়
ঈষৎ চাপড় দিয়ে বলি –
'ভালো লাগে সার বেঁধে অপেক্ষায় থাকা ?'
বরঞ্চ এসো না
সাড়ে আটটার পরে নেমে
বন্দী দুইজন গিয়ে শৌখিন জানলার পাশে বসি
নিজেদের বিক্রী করি শো-কেসে সাজিয়ে :

'ভদ্রমহোদয়গণ দাঁড়ান, শস্তায়
কিনে নিয়ে যান
কালো টেরিলিন-কোট চমৎকার সবুজ ফ্ল্যানেল
একটি মোহর দিয়ে নিয়ে যান।'...

ইচ্ছে হয়, অথচ পারছি না...
হাওয়া লেগে দুলছি, কিন্তু ভূমির নাগাল পেয়ে
দাঁড়াতে পারছি না !
অধোমুখ ইচ্ছুক হাতাটি থাকবে পরবশ ? তবে
দর্জির দোকানে আমরা নিরুত্তেজ থেকে যাবো ? তবে
মুহ্যমান টেরিলিন কাতর ফ্ল্যানেল সব প্রস্তুত পোশাক
সার বেঁধে চিরকাল অদৃশ্য গ্রাহকদের অপেক্ষায়
ঝুলে থাকবো নাকি ?

BANGLADARSHAN.COM

সবুজ ফ্ল্যানেল, সখি, একটিবার মুখ ফেরাও প্রিয় –
উজ্জ্বল বোতামসুদ্ধ পরবশ রঙীন হাতাটি তুলে গুঁজে দাও ফুল ;
যেন অনাগতদের চিঠি লিখে বলতে পারি – 'পেয়েছি পুতুল
সবিনয় নিবেদন – এই জন্যে আমাদের তোমরা মার্জনা করে দাও।'

BANGLADARSHAN.COM

পায়ে রাখলে

পায়ে রাখলে পরাক্রম –
ঝকঝক করে কপাল, খটখট করে গোড়ালি
সিঁড়ির ওপর শব্দ হয় ব্যক্তিত্বের।
খুলে রাখলে
ক্লান্ত কাতর হয়ে ঝিমোয় ওরা,
নিঃশব্দ হিমের মতো ধুলো ঝরে ওদের ওপর।
দশ-বিশ বছরের পুরনো খবর-কাগজ ওলটালে
এইরকম রাশি-রাশি জুতো দেখতে পাই আমরা,
পায়ে থাকতে, পরাক্রম
খুলে রাখতে, ম্লান ও ধূসর।
জুতো বদলে-বদলে কয়েকটা শক্ত পা
কিন্তু এক প্রান্ত থেকে অন্য এক প্রান্তরের দিকে
হেঁটে যায়
দৃপ্ত, অক্লান্ত।

BANGLADARSHAN.COM

একটা বেড়াল

একটা বেড়াল রোজ
বাড়ির চারপাশ দিয়ে ঘুরে যায়,
রোজ সন্ধেবেলা কেঁদে-কেঁদে
বাড়িটাকে প্রদক্ষিণ করে কিছুক্ষণ।
সারি-সারি চৌকো জানলার আলো
গানের শব্দ, বাজনা,
তাস খেলার প্রচণ্ড হুল্লোড়।
কোনো ফ্ল্যাটে হয়তো নরম নিঃশব্দ অন্ধকার
দম্পতির।
বেড়ালটা এই সবের বাইরে, বাড়ির চারপাশে,
একলা
নখ গুটিয়ে ঘুরে-ঘুরে কাঁদে রোজ কিছুক্ষণ,
মনে করিয়ে দেয়
এখনও ঢের কান্না আছে কোথাও ;
এতো কান্না থাকা উচিত নয়।

BANGLADARSHAN.COM

ছোটো গাছ

ছোটো গাছ বড়ো গাছকে বললো,
একটু নিচু হও
তোমার মুখ দেখি।
বড়ো গাছ ছোটো গাছকে বললো,
উঁচু হও বরং
হাত রাখি তোমার কাঁধে।
কেউ কারো কথা শুনবে না।
শেষকালে যখন ঝড় হলো দুর্বার, বর্ষা হলো,
পরস্পরের মুখ দেখলো দুজনে
ঘাসের ওপর শুয়ে, নিশ্চিন্ত।
তখন ঠাণ্ডা মাটির স্পর্শে
ওদের অহংকার থেকে ভাপ উঠছে।

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বাস ভেঙেছিলো

বিশ্বাস ভেঙেছিলো অনেকদিন আগেই
এখন মূর্তি ভাঙার সময়।
সম্রাট পঞ্চম জর্জ নিরুদ্দেশ
তাঁর ক্যানোপির নিচে দাঁড়াতে গান্ধীজি দ্বিধাগ্রস্থ।
শায়িত সুভাষচন্দ্রের মুখ আকাশের দিকে উন্মীলিত, এই প্রথম
পরাক্রান্ত আশুতোষ নাক ঘষছেন ধুলোয়।
অকৃতজ্ঞ মানুষ
স্মৃতিহীন মানুষ
নরম শরীর খুঁজছে নিষ্ঠুরের মতো।
কষ্ট হয়, কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করি না
কারণ বিশ্বাস তো ভেঙেছিলো অনেকদিন আগেই
এখন শুধু মূর্তিগুলো ভাঙার সময়।
বস্তুত, কৃষ্ণের চোখ দিয়ে আমরা কুরুক্ষেত্র দেখছি।

BANGLADARSHAN.COM

জঞ্জালের স্তূপের ওপর

জঞ্জালের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে
একটা কাক আর একটা বেড়াল।
—কাও। গন্ধ পেয়ে আপনিও এসেছেন ?
বেড়াল বললো, এসেছিলাম।
—কাও। কী আছে পুঁটলিটার মধ্যে ?
—মানুষের বাচ্চা।
—কাও। মানুষের এঁটোকাঁটা খান তো থাবা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে,
এটাতে অরুচি ?
বেড়াল যেতে-যেতে বললো—
এঁটো খাই ওদের, পাপ খাই না।

BANGLADARSHAN.COM

সারা জীবন ধরে

সারা জীবন ধরে সময়
একটু একটু করে নষ্ট হয়ে যায়
চক্রের মতো ঘুরতে-ঘুরতে যেমন ক্ষয়ে যায় টায়ার।
তখনই শুরু হয় মানুষের প্রাতর্ভ্রমণ
অর্থাৎ বিনাশ থেকে আত্মরক্ষা,
আলমারি-শেল্‌ফে জমে ওঠে বই
অর্থাৎ স্তূপাকার দ্বিধা,
মধ্যবিত্তের জীবন ভাঙিয়ে হয়তো
হাত-বদল হয় একটু বাস করার জমি।

একদিন ওরা হৈহৈ করে ঢুকে পড়বে দেখো।
পুড়িয়ে ফেলবে আলমারি ভর্তি বই
ভণ্ডুল করে দেবে আশ্রয়ের আয়তক্ষেত্রটা
সঙ্গী হতে বলবে ওদের দেশভ্রমণে।
তখনও নষ্ট হয়ে যাবে সময়
ক্ষয়ে যাবে টায়ার
শুধু মনের মধ্যে আর কোনো দ্বিধা থাকবে না।

BANGLADARSHAN.COM

মিছিল

গ্রাম শহর পার হয়ে
সারাদিন ধরে অজস্র মিছিল
গুটিগুটি জমা হয় ময়দানে। প্রতিদিন।
অনেক মানুষের কালো মাথা ঢেকে দেয় মাঠের সবুজ।
বিকেল হলে পর
একের পর এক নেতারা আসেন
অজস্র মানুষের জমাট কালো মাথার দিকে তাকিয়ে
কথা বলে যান
সংগ্রামের, শান্তির।
তারপর কালো মাথাগুলো নড়ে ওঠে
মিছিল হয়ে বেরিয়ে চলে যায় আবার
শহর ও গ্রামের নানান ঘুপচির মধ্যে। প্রতিদিন।
ওদের মুখের দিকে কেউ তাকায় না
ওরা চলে গেলে আবার জেগে ওঠে মাঠের সবুজ।

BANGLADARSHAN.COM

আগে

আগে
সাহেবরা আসতো, সাহেবরা চলে যেতো
রেখে যেতো
বাড়ির দেয়ালে, বাগানের মাটিতে
মানুষের পিঠের ওপর
লম্বা-লম্বা দাগ।
আজকাল
সেই সাহেবরা আর আসে না।
অন্যরকম সাহেবরা আসে
অন্যরকম সাহেবরা চলে যায়
রেখে যায়
টেবিলের ওপর, কার্পেটে
আমাদের পোশাকের বুক পকেটে
চুড়ির মতন গোল-গোল দাগ।
ওরা যখন থাকে না
সেই দাগগুলো ঝনঝন ঝনঝন করে বাজে।

BANGLADARSHAN.COM

ডেকচিতে ভরতি দুধ

ডেকচিতে ভর্তি দুধ ছিলো যখন
একটু আঁচ লাগলেই
ফুঁসে উঠতো
লাফিয়ে ছাপিয়ে যেতো পাত্রের বাইরে।
দুধ মরে যায়
ফুটতে-ফুটতে নেমে যায় পাত্রের মেজেটার দিকে
ছুঁয়ে ফেলে আগুন,
আর তাই দেখে একটি স্ত্রীলোক
ভাবে, দুধ গাঢ় হয়েছে ওর ভালোবাসার মতন,
কিন্তু কোনোদিন
এক মুহূর্তের জন্যেও
ও স্বীকার করবে না,
উননের ওপর যা কিছু ফোটে
সব দুধ নয়।

BANGLADARSHAN.COM

যা প্রাপ্য

যা প্রাপ্য,
পেলেই ভারী হয়ে ওঠে মন
যেমন দুঃখ অপমান, যেমন নিঃসঙ্গতা।
যা প্রাপ্য নয়, প্রত্যাশার বাইরে
পেলেই মন খুশী, অর্থাৎ কৃতজ্ঞ
যেমন প্রশংসা।
শাদা লবঙ্গের মতো ছোটো-ছোটো ফুল ফোটাবার আগে
তাই ফুর্তিতে পাতা রঙিন করে দেয় বোগেনভেলিয়া
পুরস্কার হাতে নিয়ে শিল্পী
বারবার মাথা নোয়ান
একবার দাতার দিকে ফিরে
একবার জনতার।

BANGLADARSHAN.COM

চাকা

দেখলে তো
দেখতে-দেখতে জীবনটা কেটে গেলো কেমন
অন্য সকলের মতো।
পিতামহের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম যেখানে
হৈহৈ করতে-করতে
সেইখানটায় এসে গেছি প্রায়,
এইবার পৌত্রের সঙ্গে হাত ছাড়াছাড়ি হবে।
তবু, এই নাগরদোলায় ভ্রমণ
অর্থাৎ পরিভ্রমণ
কিন্তু বেশ মজার ব্যাপার,
এবং লাভজনক হয়তো।

BANGLADARSHAN.COM

নিজের কেন্দ্রের চারদিকেই ঘোরে চাকা
বারবার
কিন্তু ঘুরতে-ঘুরতে গাড়িটাকেও এগিয়ে নিয়ে যায়।
আসল কথা
আমাদের চাকা দুটো মাটিতে ঠেকেছিলো কিনা,
গাড়ি ছিলো কিনা আমাদের পিঠের ওপর।

বন্ধু

তোমাকে বলেছিলাম
ওরা কেউ কারো বন্ধু নয়
ওই দেয়াল আর পেরেক
ওই জুতো আর জুতোর মধ্যে পা
ওই বোতল আর ছিপি –
ওরা একসঙ্গে থাকে মানায় বলে,
ওরা কেউ কারো বন্ধু নয়।
একদম আলাদা ধাতুতে তৈরী
দুটো করে জিনিস
কীভাবে মুখে মুখ দিয়ে বসে থাকে, তাই ভেবে তুমি অবাক –
আমরা নিজেদের দিকে চেয়ে দেখি না।

BANGLADARSHAN.COM

বলো তো

বলো তো, আমরা কবে জন্মেছিলাম ?
অনেককাল আগে
তখন দিনকাল ছিলো অন্যরকম।
বলো তো, আমরা কবে মরবো ?
অনেককাল পরে,
তখন দিনকাল হবে অন্যরকম।

আচ্ছা, এই যে আমরা বেঁচে রইলাম এতদিন
ধ্বংস করলাম কাঁড়ি-কাঁড়ি খাদ্য ও পানীয়
কী জন্যে ?
দিনকাল একটু বদলে দেওয়া
আর কিছু না।

BANGLADARSHAN.COM

এক সময়

এক সময় জগৎ সম্পর্কে ওর কৌতূহল ছিলো প্রচণ্ড
বিশাল কান দুটো খাড়া করে
কোলাহল ও নিস্তব্ধতা শুনতে ভালোবাসতো,
প্রকাণ্ড লম্বা নাক গলিয়ে
জানতে চাইতো প্রত্যেকের ঘরের খবর।

এখন হাতিটার কোনো কৌতূহল নেই
বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে একলা,
অনিচ্ছুক কান দুটো নেড়ে মাছি তাড়ায়,
প্রকাণ্ড লম্বা নাক একবার উঁচু করে ধরে সূর্যের দিকে
আবার নামিয়ে আনে জলের মধ্যে
সর্বাঙ্গে জল ছিটোয়, ঠাণ্ডা।
নিজেকে নিয়েই
উদাসীন হাতিটার এখন যাবতীয় খেলা।

BANGLADARSHAN.COM

হলুদ পাখি

প্রায় একরকম দেখতে
বয়-স্কাউটদের মতো শীলিত সজ্জিত শব্দগুলো
কবির হুইস্‌ল্‌ শুনলেই সার-সার বেরিয়ে আসতো।
কবির নির্দেশে থামতো নানান পংক্তিতে বিভক্ত,
জায়গা বদল করতো, ঘুরে দাঁড়াতো
চলে যেতো
ফিরে আসতো আবার –
ঘন-ঘন হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে
উন্মাদ মাস্টারের মতো কবি তাদের দিয়ে ড্রিল করাতেন।
হঠাৎ এক সময় থেমে যেতেন তিনি
চিৎকার করে উঠতেন –এ্যাটেন-শন্‌,
অমনি একটা হলুদ পাখি উড়ে যেতো শূন্যে,
দল থেকে অথচ দলের মধ্যে থেকে না,
তারপর শিলীভূত কবির সামনে তাকিয়ে থাকতো অর্থহীন শব্দেরা।

BANGLADARSHAN.COM

কিছুদিন

রমণী তার জানলা খুলবে না কোনোদিন
অর্থাৎ নয়ন
পাছে এমন কিছু সে দেখে ফেলে
যা তার চেয়েও সুন্দর, অর্থাৎ রমণীয়।
আর, যে সুন্দর
সে অদূরে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে।
জানা কথা–
সে জানলায় টোকা দেবে না
দরোজায় টোকা দেবে না
সটান ঢুকে পড়বে ঘরে।
তারপর রমণী আর সুন্দর একত্র বসবাস করবে
কিছুদিন। কিছুদিন !

BANGLADARSHAN.COM

কাচা কাপড়ের মতো

কাচা কাপড়ের মতো উড়ছে ধবধবে মেঘ
ইস্ত্রি-করা উজ্জ্বল মাঠ
ভাতের থালায় আবার ঝুরঝুরে নুন,
শরৎকাল। এখন খেলার সময়।
গায়ে জামা নেই, পরনে ছেঁড়া ইজের
ছোটোলোকের ছোটো-ছোটো মেয়েরা পর্যন্ত
ভাইকে কোল থেকে নামিয়ে খেলছে।
গাছের যে-বাহুতে পাখি বসে না
পাতা ফোটে না
দড়ি ঝুলিয়ে তাতে দোলনা বেঁধেছে,
ধুলোমাখা পা
একবার মাঠ ছুঁচ্ছে, একবার তাক করছে আকাশ।

BANGLADARSHAN.COM

ওরা ছুঁলেই

গাছ ভেবে
আমার ছায়ায় এসে বসলো
শিশুর হাত ধরে এক ক্লান্ত যুবতী।
আর তখনই
শিরশির করে উঠলো আমার শরীর
ঝরে গেলো সমস্ত পাতা।
ছায়ারহিত একটা গাছের নিচে শুয়ে রইলো তারা
ঝরাপাতার বিছানায়,
নালিশ না করে ঘুমিয়ে পড়লো
আর জাগলো না।
চৈত্রের শেষে আবার তো আমার নতুন পাতা গজাবে
বুনে তুলবে ঠাণ্ডা ঘন ছাতা—ওদের জন্যে—
অথচ ওরা ছুঁলেই
আবার ঝরে যাওয়ার দুঃখ।

BANGLADARSHAN.COM

পাশাপাশি দুখানা ঘর

পাশাপাশি দুখানা ঘর ভাড়া করে থাকে দুজন।
অবশ্য একটাই বাথরুম
একটাই রান্নাঘর, বাকি সব নিজের নিজের।
কোনোদিন এ হয়তো বললো :
ক্লান্ত, আজ রাঁধতে ইচ্ছে করছে না
আমার জন্যে একমুঠো চাল নিয়ে নিন ;
আবার কোনোদিন ও এসে বলবে :
আজ আমি ক্লান্ত,
আপনার ঘরে গিয়ে এক হাত দাবা খেলি, চলুন।
এ-ছাড়া অন্যান্য দিন, অধিকাংশ
ওদের দেখাই হয় না পরস্পরের সঙ্গে –
কাজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে
আনন্দ আনন্দ নিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

দুরূহ আঁধার লেবুবন

শিল্পী কি স্বেচ্ছায় যায়, যাবে ?
সে তো কক্‌খনো যাবে না।
খিড়কির আড়ালে মুখ গোঁজ করে বসে থাকবে ;
ডাকো–
আয় সোনা, এখানে রোদ্দুর দেবো, বাতাবি লেবুর বল, খেলা,
চলে আয়,
যাবে না সে।
ওর চোখে বিশুদ্ধ সন্দেহ, নখে মাটি,
গর্দানে নির্বোধ হিংসা –
খিড়কির আড়াল থেকে একচুল নড়বে না।
কোলে নিলে পিছলে যাবে ; গলায় বক্‌লশ ধরে টানো
ছিঁড়ে যাবে কণ্ঠনালি।
শিল্প এত সহজে নড়ে না।
ওর জন্যে চাই ধূর্ত বিড়ালীর সস্নেহ দস্যুতা
যা ওকে তড়িৎবেগে মুখে ধরে শূন্যে তুলে নেবে
মাছের টুকরোর–না না, নিজের শিশুর মতো।
তারপর
প্রকাণ্ড নিঃশব্দ লাফ :
কুয়োতলা, পাঁচিল, ছাইগাদা পার
দুরূহ আঁধার লেবুবন।
সেখানে ও বড়ো হবে নিরঞ্জন কাঁটার আদরে॥

BANGLADARSHAN.COM

সংগত

কপালে রক্তচন্দন, অঙ্গে গৈরিক বস্ত্র
শিল্পীর ডানপাশে ওস্তাদ
বসেছেন সুর ও সময়ের বিজ্ঞানী।

আঙুলে ভেঙে-ভেঙে সময়কে বসাচ্ছেন
কাচের পাত্রে বরফের টুকরোর মতো,
কখনো ছুড়ে দিচ্ছেন দূরে –
উড়ে যাক,
আবার লুফে নিচ্ছেন ক্ষিপ্রহাতে জব্দ পাখিটাকে।

ওই তো ঘোড়ার পিঠে এক দল নর্তকীর প্রবেশ
ও নৃত্য –
এবং অন্তর্ধান।

BANGLADARSHAN.COM

কিষেণ মহারাজ বাঁ-হাতে ফেলে দিলেন মুহূর্ত,
আবার ডান হাতে কুড়িয়ে নিলেন,
তেহাই।
সুরের মধ্যে সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কিছুক্ষণ,
জেগে উঠলো চন্দ্রার্কপরিধি॥

কেন তুমি

কেন তুমি হঠাৎ ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে ?
এত ক্রোধ
ভালো নয়, নেহাত নির্বোধ, সে-ও জানে।
কেন তুমি কণ্ঠ থেকে যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে
ভাসালে গঙ্গায় ?

যা কিছু তোমার পাশে যায় আসে
সবই তার তোমার রচনা, ইচ্ছাধীন ?
তা তো নয়।
একা তুমি কতোটুকু পারো ?
আছে ধারে-কাছে ঢের অপ্রিয় আত্মীয় প্রতিবেশী
সম্ভবত পরার্থবিদ্বেষী, হীনমন্য, কিন্তু তুমি তাই বলে
ক্রোধী হবে, আরো ক্রোধী হবে ?
মানুষ কী অনন্য বিষণ্ণ জীব
কী পরনির্ভর
তুমি পূর্বেও দেখেছো, দেখো নাই ?

তবে কেন হঠাৎ ক্ষমার শিক্ষা ভুলে গেলে ?
কেন তুমি কণ্ঠ থেকে যজ্ঞ-উপবীত ছিঁড়ে ফেলে
ভাসালে গঙ্গায় ?

BANGLADARSHAN.COM

পরমান্নের বাটি

শিউড়িতে এই সেদিন এক সাঁওতাল বালিকা
মেলার মধ্যে জেগে উঠলো—মাথায় শাদা পরমান্নের বাটি,
তাই না দেখে মেলা ভাঙলো, আকাশে সব জ্বানলা গেলো নিবে
গৃহস্থেরা ছুটে ফিরলো বাড়ি :
অন্ধকারে জেগে রইলো লজ্জাহীন বিশাল বালিকাটি।

ওরা বললো, চাঁদ,
মেলার মধ্যে কবি-ধরার ফাঁদ :
আমরা, যারা শহুরে লোক, বালিকাটিকে ফুসলিয়ে আনলাম,
জেনে নিলাম রাতিয়া তার নাম—
তারপর এক ভেলার মতো ভাসতে লাগলো
অনুচ্ছিষ্ট পরমান্নের বাটি॥

BANGLADARSHAN.COM

যে আছে সিংহের বামপাশে

কে কে ওই তিনটে কুকুর
বসে থাকে সিংহদরোজায় ?
কে আদেশ করলে তেড়ে আসে
কে আদেশ করলে ফিরে যায় ?

একজন যম, ওকে চিনি –
জীবনের অঙ্গাঙ্গী শরিক
গৃহে থাকে, পর্বত চূড়ায়।
দ্বিতীয়টি শত্রুর প্রতীক ?

কৌতূহল অন্যটিকে নিয়ে
যে আছে সিংহের বামপাশে,
সে কি দুঃখ, –তোমার প্রণয়ী
ডাকার পূর্বেই চলে আসে ?

BANGLADARSHAN.COM

পোলট্রি

মোরগ বললো, ‘আগে শুনি –তার ডিম
তা দেবে কোথায় ? বাচ্চাটা হবে কার ?
নাকি ডিমটাই উঠে যাবে কারো প্লেটে ?’

‘কার প্লেট ? সে কি সিদ্ধ খাবে, না ভাজা ?
শাদা না হলুদ ? নাকি দুটি ভাগ ফেঁটে
লবণ এবং লঙ্কার রক্তিম
মিশিয়ে করবে ওটি সদ্ব্যবহার ?’

‘কেন সে-ই খাবে ডিমটা, অপরে না।
কেন অমলেট ? সিদ্ধ তো সুস্বাদু।
তা ছাড়া প্রশ্ন : কেন এই ভ্রূণনাশ ?
পৃথিবীর আলো কেড়ে নেয় কোন্ রাজা ?’

BANGLADARSHAN.COM

‘উত্তর চাই’ –মোরগ বললো, ‘আছে ?
না পেলে কিছুতে যাবো না প্রিয়ার কাছে !’

ইচ্ছে ঝরে পড়ে যায়

দেখো, কী সহজে লোকটা তুলে নিলো লেবু,
কী ভীষণ নির্বিকার তার দুটি আঙুল ঘোরানো !
ও যেন পরের নারী, লেবু নয়, যেন
ফোঁটা-ফোঁটা ইচ্ছে ঝরে পড়ে যায়
মধ্যেকার দুর্গগুলি থেকে।

‘তোমার অভ্যেস আছে’—আমি বলি,
‘আঙুলও ভেজে না !
তুমি কি প্রোষিতভার্য, দীর্ঘকাল আছো
দীর্ঘকাল এ ক্রূর শহরে ?’

BANGLADARSHAN.COM

তিনটে শালিক

সাত সকালে ঘুম-চোখে ফুল তুলছে তিনটি মেয়ে।
জলের মতো কথা বলছে –নতুন-শেখা কোনো গোপন কথা,
আমি আসতে চুপটি, যেন থমকে থামে তিনটি চোরা শালিক,
সাজি ভরতি সদ্যহত মাধবী, জুঁই এবং কলরব।

ওদের মধ্যে নীল-জামাটা একটু দিদি, তাকেই ডেকে বলি :
‘সদ্যফোটা ফুলগুলোকে ছিঁড়লি কেন তোরা
ওদের বুঝি কষ্ট হয় না –’
‘গাছের আবার কষ্ট !’ –বলে নিচের ঠোঁট ছড়িয়ে উলটিয়ে
আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকায়,
যেন গাছের দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

এবার আমি সত্যি রেগে গেলাম।
নীল জামাকে বলি :
‘কেমন লাগে যদি তোমার সদ্যফোটা কুঁড়ি –
এমনি করে ছিঁড়ি দু-নখ দিয়ে ?’
‘কী অসভ্য’ –বলে হঠাৎ তিনটে চোরা শালিক
আমাকে ভুল বুঝে
পালিয়ে গেলো পাঁচিল টপ্‌কিয়ে।

আমি এখনো জানি না

আমিও প্রথমবার মন্দিরের দরোজা পর্যন্ত
গিয়েছি মাথায় নিয়ে এক ঝুড়ি ফল
ভক্তের সম্বল, দিতে দেবতার হাতে –
ফলের ভিতরে ছিলো গোপন দুঃখের মতো কীট,
আমি সেই কীটসুদ্ধ ফল নিয়ে গিয়েছি মন্দিরে।

দেবতার দেহরক্ষী পূজারী ছিলেন বসে নামাবলী গায়
কপালে চন্দন। হাতে উদ্ভাসিত প্রদীপশিখায়
দেখালেন বিগ্রহের মুখ,
দেখালেন শিরে তাঁর উজ্জ্বল কিরীট ;
আমার ঝুড়ির মধ্যে ফল আর গোপন দুঃখের মতো কীট
তিনি ফিরিয়ে দিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

মন্দিরে কোথাও ঠিক দেবতা আছেন !
আমি তাঁর ঘণ্টাধ্বনি শুনে, তাঁর গন্ধ পেয়ে
দরোজা পর্যন্ত –
কিন্তু কই ?...
বিগ্রহের মধ্যে তিনি ?
বিমুখ পূজারীটির চক্ষুপ্রান্তে ?
অথবা ফলের মনে গোপন দুঃখের মতো কীট হয়ে
লুকিয়ে ছিলেন ?
আমি এখনো জানি না।
শুধু জানি, আমি আর মন্দিরে যাবো না কোনোদিন।

নালিশ

তখনও ট্রেনের কিছু দেরি আছে দেখে
আমি বিরক্ত হয়েছি।
মিথ্যে এতো ছুটোছুটি
রিকশাওয়ালাটার কাছে খুচরো পয়সা নেওয়াই হলো না।
তখনও ট্রেনের কিছু দেরি ছিলো তাই আমি 'মাষ্টার মাষ্টার,
নালিশ লেখার খাতা দাও' –
বলে তার আপিশে ঢুকেছি।

বিশাল খাতার মধ্যে দ্রুত লিখে ফেলি :
'কেন যে ট্রেনেরা রোজ দেরি করে আসে, –ক্ষতি হয়।'
শুধু এই ?
শূন্য গ্যালারির মতো রুলটানা প্রকাণ্ড কাগজ
অথচ এসেছে মাত্র কটি মৃদু কথা এক কোণে ;
'ক্ষতি হয় !'
ভেবে একটু লজ্জিত হলাম।
আসলে, নালিশ ছিলো যথেষ্ট জোরালো
রেলকর্তৃপক্ষ কিংবা বিধাতা, সমাজ, রাজনীতি
জীবিকা, বন্ধুত্ব –সব কিছুর বিরুদ্ধে ছিলো বিষম বিক্ষোভ।

অথচ কলম খুললে হিংসা চলে যায়। মনে হয়
ক্ষতি যা হবার তা-তো হয়ে গেছে
ক্ষতি হলো খুব,
নষ্ট সময়ের স্তূপ ভেঙে তবু শব্দ আসে তার,
একেবারে না-আসার চেয়ে সে কি ভালো নয় !

বিশাল খাতাটা পড়ে থাকে –
দেরি করে যে এসেছে, ইচ্ছে করে ভালোবাসি তাকে।

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে

‘উদ্ধার করো’ –তোমাকে বলেছি কবে,
তুমি বলেছিলে, ‘হবে একদিন হবে,
আপাতত নাও গোলাপের চারা দুটি,
ফুল হলে যদি অনুরূপা-নামে ফুটি।’

বাগান পাই নি, গোলাপ বাঁচে নি মোটে
টব ছিলো দুটো, পুঁতেছি রজনী-জুঁই,
এখন সেখানে নিরাপদ ফুল ফোটে –
শাদা ফুলগুলি পাশে রেখে রোজ শুই।

দেখা হয় প্রায়, থাকো তুমি কাছাকাছি,
জেনে যাও, সেই গাছ নেই, আমি আছি।
তুমি বলেছিলে, ‘হবে, একদিন হবে’,
আমি তো প্রশ্ন করি না, ‘কখন, কবে ?’

BANGLADARSHAN.COM

এক অদ্ভুত শ্মশানে

আমরা চারজন সেই রাতের অন্ধকারে গিয়ে পৌঁছোলাম
এক অদ্ভুত শ্মশানে–
সিমেণ্ট-বাঁধানো সিঁড়ি,
কংক্রিটের ব্রিজ লাফ দিয়ে উঠেছে গোল হয়ে, কিন্তু ততক্ষণে
যমুনা সরিয়ে নিয়েছে তার জল।
মৃতদেহ খুঁজতে খুঁজতে আমরা চারজন পেয়ে গেলাম একটা ক্ষীণ সরু চিতা
সম্ভবত কোনো বালকের, –শরীরে যার আগুন ছিল না ;
একজন যুবতী বাকি তিনজন যুবাকে প্রশ্ন করলো :
এই নৃশংসতা তোমরা সহ্য করো ! এই আগুন ঘিরে যাদের ছায়ামূর্তি
তারা কি আত্মীয়, না পিশাচ ?
বললাম : তাহেরে, তোমরা মাটির নিচে শুয়ে শুয়ে পচে যাও,
কী করে বুঝবে এই আগুন মানে কী আরাম। চলো,
জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে তোমায় একটা সিগারেট ধরিয়ে দিই,
দেখবে, কেমন নেশা ধরে যাবে এক টানে।
আসলে, সব নেশাই তো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু
মৃত্যু, মৃত্যুর দৃশ্য নিজেই একটা প্রচণ্ড নেশা –
না হয়, অপেক্ষা করো কিছুক্ষণ। আমরা চারজন এই ব্রিজের ওপর
একটু ফষ্টিনষ্টি করি, তাস খেলি, তারপর আগুন নিবে গেলে
ওই বালকের নাভি চুরি করে আনবো।
বললাম : মানুষের সমস্ত দেহ পুড়ে যায় –
হাড়গোড়, কঙ্কাল, মাথার খুলি, হৃৎপিণ্ড, অণ্ডকোষ
স্মৃতি বিস্মৃতি, স্বপ্ন ও কল্পনার কৌটো, কিন্তু একটা তৃষ্ণার্ত
নাভিকুণ্ড শুধু জলের জন্য পড়ে থাকে।

বললাম : যমুনা সরে গেছে যাক্, আমরা তো আছি,
বল খেলার মতো পায়ে ঠেলতে ঠেলতে ওটাকে জলে পৌঁছে দেবো
তবে তো বালকের নিষ্পাপ আত্মার বেহেশ্‌ত লাভ হবে।

BANGLADARSHAN.COM

তাহেরে, আমাদের মধ্যে একজন মাত্র মেয়ে, যুবতী,
হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো : না, না, তোমরা যাবে না আগুনের কাছে,
তোমরা বালকের নাভি নিয়ে লোফালুফি খেলবে না,
তোমরা নিরাপদে আমায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, কথা দিয়েছো।
এই অন্ধকারেও
তোমাদের চোখে কবিত্ব ও নৃশংসতা লিকলিক করছে কেন ?
তোমরা বুঝতে পারছো না, আমারও নাভির চারদিক
একটু একটু পুড়ছে, জ্বালা করছে। যেন ওই বালকের চিতার কাছে
কেউ লাটাই ঘোরাচ্ছে আস্তে আস্তে, আর আমি
একটা পড়ে-যাওয়া ঘুড়ির মতো, এই ব্রিজের ওপর ঘষ্‌টাচ্ছি।
দেখতে পাচ্ছো—একটা কালো সুতোয়
আমার আর ওই জ্বলন্ত বালকের মধ্যে টান পড়ছে, প্রচণ্ড !

আমরা তিনজন যুবা হঠাৎ হতবাক। ফষ্টিনষ্টি ভুলে
তাহেরে নাম্নী একজন মুসলমান যুবতীকে
টানতে-টানতে ব্রিজ থেকে সিঁড়ি
সিঁড়ি থেকে রাস্তা
রাস্তা থেকে ট্যাক্সিতে ওঠার সময়
টং করে একটা শব্দ—
আর তাই শুনে চারজনই হাসতে হাসতে
লুটিয়ে পড়লাম।

BANGLADARSHAN.COM

কাঁটাকে

নিজের হাতে গাছ পুঁতেছি, নিজে দিলাম জলটা
বাবলা বলো—অ্যাকেশিয়া—ফল ফলেছে, ফলটা
নড়তে-চড়তে বেঁধে, কিন্তু বেঁধাটা নয় যুদ্ধ
মুঠোয় কাঁপে, রক্তে ভাসে ফলটা মুঠোসুদ্ধ !
পরস্পরের স্পর্শ মাখা —গ্রীষ্মে যেন পশমি,
এ-আরাম নিজস্ব, প্রিয়, ভালোবাসার রশ্মি।

সত্যি, আমার কষ্ট হয় না, হলফ করে বলছি —
নিজের ভেতর গাছ উঠেছে, দেখবে কেমন ফলছি ?
ফল না, হাতে গোলাপ কুঁড়ি —তোমায় দেবো, ইচ্ছে,
পাঁজরা ফুঁড়ে বেরোও কাঁটা, মনটা নাড়া দিচ্ছে।

BANGLADARSHAN.COM

নিমিত্ত

মালাটা তুমিই পরো।

আসলে তোমারই জন্যে এই
উৎসবের উদ্যোগ হয়েছে,
আমি শুধু শব্দ আর প্রতীক সাজিয়ে
প্রদীপ জ্বেলেছি মাত্র।

মালাটা তুমিই পরো,
যে-হেতু তোমার পাশে থেকে
পেয়েছি দুঃখের পাঠ –
ফুলের তেলের গন্ধে বিষণ্ণ হয়েছে অভ্যন্তর।
বাকি সব
শব্দ আর বাক্যবন্ধ অযত্নে সাজানো।
মালাটা তোমার প্রাপ্য, তুমি পরো,
আমি চেয়ে দেখি॥

BANGLADARSHAN.COM

অপরাধ

পাপ বলে কিছু নেই, অপরাধ আছে
যা কষ্টদায়ক।
আছে পুণ্য অর্থাৎ আনন্দ।
পুণ্য তো করেছি ঢের,
অপরাধ দুটো-একটা।

দিন গেলে পুণ্যেরা শুকোয়
বাসি বকুলের মতো।
অপরাধই
মাধবীলতার মতো বেড়ে ওঠে
পিঠ থেকে কাঁধে :
একদিন ফুল ফোটে সে-লতায়
গন্ধে তার
কোথাকার পাপপুণ্য সব একাকার হয়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

খুশী

রোজ সকালে বেরিয়ে এসে দেখি
বারান্দায় দুটো খবরের কাগজ
আর একটা চিঠি।
চিঠিতে : 'আজও এলাম,
তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যাই।'

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি—কই
কেউ নেই।
শুধু উপুড় রাস্তাটার পিঠের ওপর
শীতের ফুলকাটা শালের মতো
রোদ পড়েছে॥

BANGLADARSHAN.COM

নিমন্ত্রণ

নিজের বাগানটা নিয়ে দিন কেটে যায়।

ঘুরে ঘুরে জল ঢালি মূলে
কামড়ে ধরা মাটি খুঁড়ে ঢিলে করি, দিয়ে দিই আরাম,
ওপ্‌ড়াই পরগাছাগুলো
ছেঁটে ফেলি যত মরা পাতা–
তা না হলে নিশ্চিন্ত সহজে পাপড়ি মেলে না ফুলেরা।

এ বছর ফুটেছিলো অঢেল গোলাপ
কী তাদের রঙ !
মস্ত খোঁপাসুদ্ধ মাথা নেড়ে চন্দ্রমল্লিকা ডালিয়া
প্রশ্ন করেছিল আমি খুশী কিনা।
এখন ফুটেছে জুঁই–এক ঝাড় নক্ষত্র বাগানে।
নিজেদের মনে ওরা ফোটে
আমি দেখে নিলে ঝরে যায়।

একদিন চলে এসো, দেখে যাও বাগানটা আমার ;
না না, সে কি, আমার ফুলের দলই তোমাকে দেখুক।

BANGLADARSHAN.COM

হে শাসক

প্রথমে সর্বস্ব কাড়ো, কেড়ে নাও যা আছে সম্বল –
অতুষ্ট কৃতঘ্ন যতো মুখাপেক্ষী জনসাধারণ
ওরা একবার জানুক
নিঃস্ব হওয়া কাকে বলে, যথার্থ নগ্নতা কার নাম।
বড়ো দীর্ঘকাল ওরা নিরাপদ নিঃশঙ্ক রয়েছে।

যখন শহরে গ্রামে, কারখানার ধূমল আকাশে
মুছে যাবে প্রতিরোধ,
জেগে উঠবে দন্তহীন আর্তনাদ, কান্নার কোরাস ;
‘দাও দাও’ করুণ প্রার্থনা –
তখন ওদেরই শস্য বস্ত্রখণ্ড, সিঁদুর-মাখানো সিকি, টাকা
ছুঁড়ে দিও টুকরো করে, হে শাসক, দেখো
লক্ষকণ্ঠ উল্লাসে হৈ হৈ করে উঠবে –‘জয়,
জয় তব বিচিত্র আনন্দ জয় তোমার করুণা।’

BANGLADARSHAN.COM

অবাধ্য বালক

কী করছে ওখানে বসে মলয়
বা মলয়ের মর্মর ফলক ?
রোদ খাচ্ছে শীতে ?
নাকি তার রেখাশূন্য শাদা হাত
আমাদের বোঝাচ্ছে ইঙ্গিতে –
আয়ু যশ ভাগ্য বলে কিছু নেই
আছে ক্রোধ
উজ্জ্বল, নির্বোধ।
আর আছে প্রতিহিংসা
দমিত রক্তের জন্য দমিত রক্তের তৃষ্ণা।
বলছে : ‘ওহে ভদ্রলোক,
প্রতিদিন ক্ষৌরী হও
প্রতিদিন উখো দিয়ে নখ
করেছো মসৃণ, করো উল্‌টোনো বঁটির মতো থাকো
কাৎ হয়ে।
বৃদ্ধ জরাগ্রস্তদের মধ্যে আমি অবাধ্য বালক
চন্দ্রবিন্দু নিয়ে খেলা করি।
উনিশ-শো-পঞ্চাশে জন্মে উনিশ-শো-সত্তরে
তোমাদের ঘৃণা করে মরি।’

BANGLADARSHAN.COM

এসেছিলেন কাল

বিদেশী এক সাহেব নাকি এসেছিলেন কাল
সন্ধেবেলা তখন সবে চোদ্দ ঘণ্টা পরে
নেমেছে বিদ্যুৎ।
পাখার নিচে বসে আমরা নিভৃতে চুপ করে
বাজাচ্ছিলাম রাজেশ্বরীর গান,
ওপর তলায় বৃদ্ধ ছিলেন রহস্যে আপ্লুত
টেবিল-বাতি জ্বেলে।
অচেনা সেই সাহেব নাকি ঠিকানা খুঁজছিলেন।

হয়তো বা নাম ধরে
ডেকেছিলেন কাউকে কিন্তু টি-ভিতে সেই সময়
যুবক শশীকাপুর বিষম দ্বিধাগ্রস্ত মনে
ভাবছিল, প্রেম না ঐশ্বর্য, কোন্‌টা বেছে নেবে।

BANGLADARSHAN.COM

কে তিনি ? বা, কাদের প্রতিনিধি ?
পাড়ার কেউই জানল না তাঁর কী উদ্দেশ্যে আসা
কেন বা প্রস্থান !
বিদেশী এক সাহেব কিন্তু এসেছিলেন, এমনি ফিরে গেলেন।

গত বছর এমনই জুন মাসে

আপনি আমায় দিয়েছিলেন মুঠো ভরতি বকুল
বলেছিলেন, ফুল না ওরা, কথা।
আমার কোনো কথা ছিলো না। কথা বলি নি –
গত বছর এমনই জুন মাসে।
তখন থেকে লোকে আমায় দেখতে পেলে ‘বকুল শোন্’ ‘এই বকুল’ বলে টিটকিরি দেয়, হাসে।

ওদিকে আর যাই না। ভয়।
বড়ো নিঝুম। বখাটে ছেলেগুলো।
তা ছাড়া, যদি হঠাৎ ভুলে বকুল ফুলে লাগে পায়ের ধুলো !
কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।
আপনি নিজে কুড়িয়ে দিয়েছিলেন
গত বছর এমনই জুন মাসে।

BANGLADARSHAN.COM

আমার কিছু ভালো লাগে না, আপনি ভালো আছেন ?

তিরিশ বছর পরে

দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তা, বাঁ দিকে তার বাজার।
উলটো ফুটে বেশ কিছুকাল আগে
আমরা ছিলাম
এবং একটা বটগাছ তার বিশাল ছত্র মেলতো বারো মাস।
অনেক কিছুই পালটে গেছে, যেমনটা যায়—
লোভী লোকের ভীড়।

শান-বাঁধানো বেদীর ওপর পা ঝুলিয়ে চা খাচ্ছিলো ক'জন
ছোকরা, তাদের প্রশ্ন করি : বটগাছটা কোথায় ?
ট্রানজিস্টর থামিয়ে ওরা মাথা নাড়ল ডান দিকে বাঁদিকে।
হঠাৎ একটি প্রৌঢ় খোঁড়া ভিখিরী তার শক্ত যষ্টিটিকে
উঁচিয়ে দেখায় গোল বেদী যেইখানে :
"বটগাছ না, অশ্বত্থ,—ওই, স্মৃতি,"
বলে ঈষৎ হাসল—যেমন দু-একজনই হাসে
মরার চেয়ে যারা
খঞ্জ হয়ে বেঁচে থাকতে অধিক ভালোবাসে।

BANGLADARSHAN.COM

যে থাকে দূরত্বে

জয় করি না তাকে
যে বসে নিরবচ্ছিন্ন দূরত্বে আর ডাকে।
না, ডাকে না, দেখায়
যেমন কাঠচাঁপা তার হলুদ
পুঁইডগা তার ফিতে,
শেষ মাঘে আমগাছের মুকুল যেমন ভুজুং দিতে
গুজব ছড়ায়
চাকরি ছাড়ো, চাকরি ছাড়ো সাধন।
ভাসন্ত মেঘ উড়ন্ত চিল ফুটন্ত ফুলগুলোয়
মুক্তি—সে তো আমিই, যখন ইচ্ছে করে, দেখি,
নয়তো জানি, স্বাধীন মানে বড়ো মাপের বাঁধন।

BANGLADARSHAN.COM

মাঠ ভরা ধান, মুখটি ফঙ্গবেনে
ওদের মধ্যে দুধ কে দিল এনে ?
ফড়িং কি গয়লানী ?
আমার ইচ্ছে করে, জানি !
কে যে সবই দোলায়—
তারের ওপর ফিঙের মতন
দেয়ালঘড়ির স্প্রিং-এর মতন
বন্ধ এবং খোলা যে তার চরিত্রময় ক্ষমা।
জয় করা যায় তাকে ?
কাক চিরদিন কাঙাল, তাই সে চান সারে নর্দমায়,
মাছরাঙা এক ডুবে
পায় যুগপৎ অবগাহন এবং ভূরিভোজন।
সূর্য ফিরি করেন কিরণ গ্রাম-শহরের পথে,
ছবি তোলার জন্যে দাঁড়ান সমুদ্রে-পর্বতে।

এ যে বড়ো মাপের বাঁধন।

ওদের বন্ধুত্ব হোক

পার্কে তো ঘনিষ্ঠ ছিল
বেরোতেই
কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।
মেয়েটি চুপচাপ, তার
পিছনে কৌণিক হয়ে ঝুলছে লাল দুর্বোধ্য চাদর,
ছেলেটার মুখভর্তি সাবালক দাড়ি, অন্ধকার,
দুহাত পকেটে, যেন অপ্রস্তুত।

গরজ কিসের ? ওরা
আমার সন্তান নয়, তবু
কখনো নিজের জন্যে যা করি নি :
আকাশের দিকে ত্রস্ত চক্ষু তুলে – 'ভগবান
ওদের বন্ধুত্ব হোক। ওদের বন্ধুত্ব হোক।
আর কিছু চাই না জীবনে।'

BANGLADARSHAN.COM

দৃশ্যের উপরে ধৃত

শরীর, তোমাকে ছুঁয়ে আজ বড়ো অভিভূত হয়েছি হঠাৎ।
এতো কাছাকাছি থাকি সর্বক্ষণ, তবু
আমাদের কথা হয় না –
প্রতিবেশী–কেন, প্রায় আত্মীয়ের মতো।
তুমি বোঝ
আমি ঠিক অন্য সকলের মতো নই
নিভৃতে চুপচাপ থাকতে ভালোবাসি,
বইপত্র, জানলা আর বাইরের আকাশটুকু নিয়ে ব্যস্ত
মগ্ন, অন্যমনস্কও বটে।

কেমন নীরবে তুমি কাজকর্ম সারো।
কেউ জানতেই পারে না তুমি আছ
আত্মীয় ও অন্তরঙ্গ, আমার আধার তুমি
অনিবারণীয় হয়ে আছ।
আসলে, আমি কি বুঝি
অতীব গোপনে তুমি কীভাবে সাহায্য করে যাও,
দৃশ্যের উপরে ধৃত পর্দার মতন তুমি
আমাকে আড়াল কর,
মশার মতন ধীরে গান গেয়ে
বেদনা সহার কথা বল।

শরীর, তোমাকে ছুঁয়ে অভিভূত হয়েছি হঠাৎ।
ব্যথা হয়ে আছ আজ
নয়তো খুব অভিমানে টাটিয়ে উঠেছ।
আমার শুশ্রূষা নাও
একটু দেরি হয়ে গেল, তবু আমি এখন তোমায়
ছুঁয়ে থাকি। এখন সমস্ত কাজ, লেখালেখি
আকাশে মাছের মুদ্রা

BANGLADARSHAN.COM

স্থগিত থাকুক। আমি ক্ষমা চেয়ে নিতে
মুখ ফিরিয়েছি,—যেন বিমুখ করো না।

BANGLADARSHAN.COM

সবই আছে

সবই আছে, দেখো, দুটি চক্ষু মেলে দেখো।
শেল্‌ফে একরাশ বই, কতই তো পড়া হয় নি আজও,
ঋতুবদলের খেলা দেখা হয় নি। নতুন পাতায়
ফুলে উঠল গাছগুলি কেমন নিঃশব্দে, কিন্তু
ঝরার সময় ওরা শব্দ করে কাঁদে।
গত বছরের নীড়ে নতুন পাখিরা এসে বাসা বাঁধল
পুরনো পাখিরা
বিদায় জানিয়েছিল জানলার গরাদে ঠোঁট ঘষে
লক্ষ করেছিল ?

সবই আছে, দেখো, দুটি চক্ষু মেলে দেখো।
পার্কের ও প্রান্তে আয়া প্র্যাম ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কাকে ?
সে কি দেবদূত ?
দু'হাজার সালের সে কি প্রথম ব্যাঙ্ক-ডাকাত ?
ওকে কোলে তুলে নাও, ওকে
বিশ্বাস রাখার কথা বলো।
এখনই জানিয়ে দাও, সবই আছে, সবই পাওয়া যায় –
আমরা এ নমনীয় পৃথিবীর স্থিতিস্থাপকতা ঠিক ফেরাতে পারি নি,
হৃদয় সংকীর্ণ ছিল, যাবার সময় তাই হাহুতাশ।
ওরা যেন বোঝে – ওই অবোধ শিশুরা
কৃপণের মত দুঃখী কেউ নেই
ওরা যেন কাঁঠাল গাছের কাছে শিক্ষা নেয় –
কী খুশী কাঁঠালপাতা, দেখো, দেখো
উৎসুক কাঁঠাল ফল গাছ ভেঙে নাগালে ঠেকেছে।

BANGLADARSHAN.COM

বইমেলায় রবিবার

ক্রমবর্ধমান মহাবিশ্বের মতো এই বইমেলায়
আমি তোমাকে খুঁজছিলাম।
ন্যাড়া নগ্ন গাছে টুনি আলো
অসংখ্য মানুষের পায়ের ধুলো উড়ছে কপাল ছাপিয়ে
স্টলে স্টলে অসচ্ছল প্রাণ, বই,
স্তম্ভিত ক্রয়ক্ষমতা।
ব্যস্ত-সমস্ত প্রকাশক সাঁতার কাটছে ধুলোয়
মলাট মাড়িয়ে ছুটছে চায়ের সন্ধানে, বই,
দেখলাম, হাতে রোল, পাকানো পরোটা
তার মধ্যে গুটিকতক লেখকের মাংস –
আমি তোমাকে খুঁজছিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

ওই ওখানে কিসের ভিড় ?
দেখো, দেখো, অটোগ্রাফ দিচ্ছে সফলতা
কলম আছে ? কলম ?
নেই, শুধু তর্জনী তার সম্বল, বই,
জিজ্ঞেস করলাম, মুজতবা আলী এসেছেন ?
বুদ্ধদেব বসু ? প্রমথ চৌধুরী ?
জিজ্ঞেস করলাম, শংকরকে মনে পড়ে ? দীপেনকে ?
অবাক চোখ, হেঁটে যায় পাশ দিয়ে, বই,
হাসে
যাদের হাতের মুঠোয় ছাত্রপাঠ্য র্যা পিড রীডিং,
কেউ শুনছে না ওই যুবকদের লাল সবুজ চিৎকার
এক টাকার চটির মধ্যে তাদের সমূহ বিদ্রোহ
অহঙ্কার
অধীনতাকামী দুঃখ।

আমি তোমাকে খুঁজছিলাম।

তুমি এলে না এ-বছর তবু দেখা হল
পুরোনো বান্ধবীর সঙ্গে, মোটাসোটা, বই,
দেখা হয়ে গেল মানিকবাবুর কন্যাজামাতার সঙ্গে
অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে
মাধবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কুড়ি বছর পর।
ধুলো উড়ছে।
ন্যাড়া নগ্ন গাছে টুনি আলো।
বই, বই, এক লক্ষ মৃত মানুষের কীর্তি
তাকিয়ে দেখছে এক লক্ষ
ম্রিয়মাণ মানুষকে।

BANGLADARSHAN.COM

মৌন কিছুক্ষণ

রূপসী গণিকা, তার ভারি অহংকার
তারই ঘরে ভিড়
সারা রাত্রি লোকজন হুল্লোড় অসভ্য নাচগান।

দিনে স্নান, কিছুক্ষণ
বিশ্রাম, আচমকা বিষণ্ণতা
মৌন করে রাখে
যেহেতু আত্মায় ওর একটু অপমান
লেগে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

স্লাইড

দশতলার বারান্দায় গেঞ্জিপরা একটা লোক
হাওড়া ব্রিজের দিকে, ন-তলায় টেরিকটের শার্ট একা দুলছে
সাততলায় শান্ত স্বামী-স্ত্রী, চায়ের কাপ,
কাঠের টবে গুল্মলতা।
সন্ধে হয়-হয়।
ছ-তলাটা খাঁচার মতো, বাচ্চারা মারপিট করছে
পাঁচতলার চাকর পাশের ফ্ল্যাটের ঝিয়ের সঙ্গে
হেসে হেসে, চারতলায় এখনও ঝুলছে মেরুন শাড়ি।
সন্ধে হয়-হয়।
তিনতলার বারান্দাও মেরুন শাড়িতে ঢাকা
দোতলার গিন্নী চুল বেঁধে চুলের গুটি
উড়িয়ে দিলেন হাওয়ায়,
একতলায় ব্যাঙ্ক, আজ বন্ধ।

BANGLADARSHAN.COM

আটতলার কথা বলা হল না,
ওই স্লাইডটায় কোনো ছবি নেই
শুধু সন্ধে হয়-হয়।

পনেরোতলায়

রোদ্দুর আড়াল করে উঠছে সারি সারি
বারো কি পনেরো-তলা বাড়ি।
যারা বাস করছে, তারা গোঁফদাড়ি চাঁচবে, কিন্তু
ধুলো বা জীবাণু
অন্তরে নেবে না, শুদ্ধ হবে, সাধ।
ময়লা ডিসেম্বর, ধোঁয়া, কলকাতার টেকো মাঠে হিম,
কাগজের টুকরো, পাতা, আইসক্রীম-কৌটোর মোজেক, –
অন্য সব মানুষের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ প্রমাদ
সব নিচে।
কতখানি রোদ্দুর কেড়েছে ওরা ? কতটা শুদ্ধতা ?
কাক যায় ? মাছি ওড়ে ? পনেরো তলায় মনে
দুষ্টবুদ্ধি জাগে ?
নাকি, সাবানের বাক্‌শে গোল চাঁদ ধরে রাখতে গিয়ে
বিচ্ছিন্ন বার্ধক্যে হাত লাগে !

BANGLADARSHAN.COM

কবি

ভালেরি গেছেন বন্ধু মালার্মের গ্রামের আবাসে
তখন গ্রীষ্মের শেষ, আকাশে হিমের স্পর্শ মৃদু
আলপথে হাঁটতে হাঁটতে মাঠ ভরতি সোনালি ফসল
দেখে মুগ্ধ, শুধোলেন, এই দীর্ঘ তৃণের কী নাম ?
ঈষৎ বিস্মিত, হেসে স্তেফান বললেন, সে দু ব্লে,
তৃণ নয়, শস্য–গম, সাধারণ মনুষ্যের রুটি,
কবিদের কাছে আছে অবশ্য আরেকটি পরিচয় :
আসন্ন শীতের পূর্বে হেমন্তের হাস্যের প্রতীক !
এর পরও উভয়ের সৌহার্দ্য বজায় ছিল কিনা জানা নেই।

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বরের প্রতি

তোমার সম্পর্কে ওরা কত কথা বলে।
ক্রমবর্ধমান এই বিশ্ব তুমি রচনা করেছ,
নাকি এই বিশ্বের মানুষ
তোমাকে করেছে সৃষ্টি ?
তুমি কোন্ দলে ?
ধনী—যারা প্রাপ্যের অধিক নিয়ে
ছিটেফোঁটা ছুঁড়ে দেয় দরিদ্রের দিকে, আর তোমাকেও দেয় ?
নাকি দরিদ্র—যে আশা করে তুমি সব ওলটপালট
করে দিতে পার ? কিন্তু কখনো কর না।
যুদ্ধের সময় তুমি বিজেতার পক্ষে ব'সে থাক।

নীট্‌শে বলেছেন, তুমি মৃত।
প্যাসকাল বলেন, তুমি আছ কিনা অনিশ্চিত, তবে
অবিশ্বাস করে ঠকা বিশ্বাস করার চেয়ে শ্রেয় নয়।

এ সব গভীর তত্ত্ব বড় শক্ত বোঝা, আমি দেখি
পেছনে অরণ্য আর সামনে মরুভূমি
মাঝখানে মানুষ, জনপদ।
গরুর গাড়িতে করে গোমাংস চলেছে প্রতিদিন।

BANGLADARSHAN.COM

সিকি

অন্ধ ভিখিরীর কোলে হারমোনিয়ম, তার মুখ
চাতকের মতো
ফাঁক ও উদ্‌গ্রীব, মুখে
হরেকৃষ্ণ গান শুধু হরেকৃষ্ণ, মেঘলা ভোরবেলা।

ভিখিরী-বিষয়ে আর পদ্য নয়। তবু
যেতে-যেতে থমকাতেই হয় ;
কী সবুজ অট্টালিকা, লন
কী সবুজ গেট,
দোতলায় পুরুষ রমণী
তিনতলায় প্রৌঢ় ও যুবতী
চারতলায় একা বৃদ্ধ, চোখে ঘুম, অব্যর্থ নিশানা।
উদ্‌গ্রীব মুখের স্লটে সিকি পড়ে –টপ টপ
পাপ পড়ে, পাখির বিষ্ঠার মতো
অপরাধ লালাসিক্ত–
আমার শাটার নড়ে, মুভি-ক্যামেরায় ছবি ওঠে।

BANGLADARSHAN.COM

ওই আমি

কলকাতা সফরে এসে রাষ্ট্রপতি
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলে গিয়েছিলেন,
মহারাজা রঞ্জিত সিং এর তরবারি কোমরে
বুকে গোলাপ, তাঁর ছবি বেরিয়েছিলো কাগজে
মনে পড়ে ?
পেছনে একটু দূরে কয়েকজন দাঁড়ানো
একজনের চোখে চশমা, মনে পড়ে ?
ওই আমি।

আমার প্রচণ্ড কৌতূহল
ঘটনা কী করে সংবাদ হয়
কী করে সব সংবাদকে ছাপিয়ে একটা সংবাদ
এগিয়ে যায় প্রথম পাতার দিকে
দেখতে ইচ্ছে হয়।
মুখ্যমন্ত্রী সেরে ওঠার পর
তাঁর ছবি যখন আবার বেরোতে শুরু করলো
মোটাসোটা, একটু ক্লান্ত কিন্তু সুন্দর,
আমি ডানপাশে ছিলাম
কোমরে বেল্ট চোখে চশমা, হাত দুটো
পেছন দিকে মোড়া, মনে পড়ে ?

না, না, আমি বেকার যুবক নই
বা গোপন সন্ত্রাসবাদী—কিংবা গুপ্তচর।
ঘরে আমার স্ত্রী পুত্র আছে, আমার জীবন
যাকে বলে শান্তিপূর্ণ। বেশ শান্তিপূর্ণ।
কিন্তু ঘটনা কী করে প্রথম ঘটে
তারপর কী করে ফুলতে ফুলতে সংবাদ হয়
সংবাদ কী করে আর সব সংবাদকে ছাপিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

প্রথম পাতার দিকে দৌড়তে থাকে –
এই ব্যাপার জানার কৌতূহল আমায় তাড়িয়ে বেড়ায়।

প্রধানমন্ত্রী তো কলকাতায় আসেনই না।
এবার যখন তাঁর পূর্ণচন্দ্র মুখচ্ছবি
কাগজের প্রথম পাতায় দেখবেন –
ময়দানে গিশগিশ জনতার সামনে, প্রথম সারিতে,
চোখে চশমা, মাথাটা সামনের দিকে একটু তোলা –
ওই আমি। ওই আমি।

BANGLADARSHAN.COM

আসামী পাঁচজন

ঘরে ছিল অরক্ষিত ঘড়ি
পকেটস্থ করার পূর্বেই
ধরা পড়ে গেল অনভ্যাসে –
জেল খাটছে এখন ছ'মাস।

জেলখানার মাঠের চত্বরে
ঢোলা-জামা আসামী পাঁচজন
কুচকাওয়াজ করছে ভোরবেলা।

দ্বিতীয়টি ঘোর প্রবঞ্চক,
অর্জন করে নি কপর্দকও
বলতো, কাল, পরশু, প্রতিদিনই
কর্জ ও কুসীদ শুধে দেবে।

BANGLADARSHAN.COM

পরবর্তী–দেখতে ছোটোখাটো
কুচক্রী ও ভীষণ শয়তান,
গৃহস্থবাড়ির কিশোরীকে
ফুসলিয়ে পালায় জলন্ধর।

চতুর্থটি যথার্থ ই খুনী
জামায় রক্তের দাগ ছিল,
"কার রক্ত ?" এই প্রশ্ন তুলে
অল্পের ওপর রক্ষা পায়।

জেলখানার মাঠের চত্বরে
একরকম পোশাকে পাঁচজন
কুচকাওয়াজ করছে ভোরবেলা।

ফর্শা রোগা পঞ্চম যে জন
বাধা দেয় নি, দেখেছে সবকিছু –

শুনছি নাকি ফাঁসি হবে তারই
চুপচাপ থাকার অপরাধে।

চুপচাপ থাকার অপরাধে॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রাহা ১৯১৭

নয় আগস্ট ভোরে কাশতে কাশতে খুব রক্তপাত হল,
তারপর থেকে ছুটোছুটি, ডাক্তার, বিশেষজ্ঞ, সকলের কী উদ্বেগ –
জানা গেল যক্ষ্মা–দুটো ফুসফুসেই।
চিঠি দিতে দেরি করার এই কারণ, কিছু মনে করো না।
প্রেমিকাকে লিখছেন, জানো, এখন আর অনিদ্রা ও
মাথা ধরার কষ্ট নেই,
ওগুলো আমার রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে।
দীর্ঘ দিনের ছুটি দিয়েছে আপিশ, তবে
ডেকচেয়ারে শুইয়ে রেখে সারিয়ে তোলার অসুখ আমার নয়।
মন আর ফুসফুসের মধ্যে চুক্তি
আমি টের পাইনি–
মন বলে আসছিল, এভাবে আর কতদিন ?
পাঁচ বছর পর ফুসফুস জানিয়েছে, সে একমত।
হায় ফেলিস, আমাদের এতদিনের ঘনিষ্ঠতা –
এই তার পরিণতি।

মিথ্যে কথা।
শেষ লাইনে দেখছি মুক্তির আনন্দ
উদ্ভাসিত,
প্রেম চাকরি ও সমাজের প্রত্যাশা থেকে পরিত্রাণ
চেয়েছিলেন কাফকা,
যক্ষ্মা তাঁকে পবিত্র মুক্তি এনে দিয়েছে।
কেউ ছোঁবে না এখন
কেউ তাঁকে কর্তব্য শেখাতে আসবে না, একা, এখন
তাঁর হাতে অস্ত্র –
এর পর পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে অসুখ।

BANGLADARSHAN.COM

বেহুলার প্রতি অর্ফিয়ূস

দেখালে অপূর্ব নৃত্য। দেবসভা বিস্ময়ে অবাক।
নূপুরে স্পন্দিত প্রাণ, ধৃত সাপিনীর মতো বেণী
ছটফটায় পিঠের দুপাশে শূন্যে। যেন রূপ, ছন্দের বিক্ষোভ
বিচ্ছুরিত হয়েছিলো কমনীয় দেহ থেকে, তোমার বালিকাদেহ থেকে।
সদ্যবিধবার চোখে সে কী চঞ্চলতা, সে কী আলো !
মুখে সে কী হাসির ঝিলিক, ফুর্তি ! নাসার বেশরে
রত্নবলয়ের অগ্নিকণা !
কিছুটা উদ্‌গ্রীব গ্রীবা, কিছুটা তঞ্চক।
সুদীর্ঘ যাত্রার ক্লেশ, পথকষ্ট, শোক, যেন ত্রিবেণীসঙ্গমে
অবসিত, স্নিগ্ধ, আত্মপ্রত্যয়ে সুস্থির।
বদ্ধপরিকর নারী ভালো জানে নির্ভুল নৃত্যের অভিনয়।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু তাই-ই নয়
দেবতার বরে তুমি ফিরে পেলে লখিন্দর।
মামীর প্রণয়ী সেই স্বামী
কাব্যে উপেক্ষিত, অপদার্থ
উত্তেজনাময় মঞ্চে নিহত সৈনিক, নির্বিকার।
পচা হাড় মাংসের ভিতরে এলো প্রাণ,
সর্পদংশনের বিষমুক্ত সেই বয়স্ক চরিত্র একবার
হাই তুলে চোখ কচলে প্রশ্ন করেছিলো :
“বেহুলা, জীবিত আমি ? চিমটি কাটো, দেখি।”
বলেছিলো “এ কোন্ বন্দর ?
অকূল সমুদ্র সামনে, চম্পাইনগর থেকে এই জল কতো ব্যবধানে ?
নৌকা-ডিঙা নেই ?”
“সবই আছে।” তুমি চরিতার্থ হাসি হেসেছিলে।
অতৃপ্ত বাঙালী নারী, তোমার প্রত্যাশা সীমাহীন,
তুমি চাও

তোমার নৃত্যের মূল্যে সমস্ত ক্ষতির প্রত্যাহার। তুমি চাও
নর্তকীসুলভ ভঙ্গিমায়
শ্বশুরের ছয় পুত্র শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙা, সমৃদ্ধি ভাসাতে।
এবং সার্থক দেখি তোমার উচ্চাশা, তাই প্রশ্ন, হে বালিকা –
বেহুলা নাচনী, তুমি প্রকৃত প্রেমিকা, নাকি অসামান্য লোভী ?
যথার্থ বণিককন্যা ! সদাগরবধূ !
বেহুলা, তোমার জয়, অবিমিশ্র জয়, দেখে হতভাগ্য কবি
এই বীণাবাদকের দুঃখ হয়।
আমিও করেছিলাম প্রেয়সীর জীবন প্রার্থনা
দেবলোকে গিয়ে।
সে ছিলো নির্বোধ,
ইউরিদিস, নিষ্পাপ বালিকা, রোগা, ভীতু,
তোমার মতো না।
ধূর্ত বদমাশের চোখ ছুঁয়েছিলো তাকে। অন্ধকারে অসতর্ক
পালাচ্ছে বেচারি–দেখতে পায়নি, পথে শুয়েছিলো সাপ।
সাপ–যে নিরীহ সৎ লাজুক অথচ ক্ষমাহীন,
সাপ–যে আঘাত বোঝে প্রতিহিংসা বোঝে–
মরেছিলো সর্পাঘাতে আমার প্রেয়সী।
হতভাগ্য কবি, হাতে দেবদত্ত বীণা
আমি অর্ফিয়ুস–গ্রীক–বীণাবাদনের বিদ্যা ছাড়া
আর কিছু জানি না,
সুরলোকে তাই নিয়ে গেছি !
আমারও যাত্রার পথে বাধা ছিলো, প্রতিবন্ধ ছিলো
অর্থাৎ পরীক্ষা,
ছিলো অনিচ্ছুক মাঝি
ত্রিমুণ্ড কুকুর ছিলো অতি হিংস্র ; বিষাক্ত আগুন তার মুখে,
দ্বাররক্ষী ভৃত্য যথারীতি।
গান শুনে কর্তব্য ভুলেছে তারা, সরে গেছে
যেভাবে শিল্পের স্পর্শে মলিনতামুক্ত হয় মন।

BANGLADARSHAN.COM

সমব্যথী বৃক্ষ ও পর্বতশ্রেণী মুগ্ধ হয়ে অনুসরণ করেছে আমাকে,
সুরলোক
মথিত হয়েছে কষ্টে, বেদনায়।
আমার প্রিয়ার মৃত্যুশোক থেকে ওঠা
সুরের ঝংকার—চুপ ;
স্তব্ধ করে দিয়েছিলো নরকের তীব্র আর্তনাদ ক্ষণকাল
দ্রব করেছিলো দেব-পত্নীর হৃদয়। তিনি
“ওকে নিয়ে যেতে চাও, যাও মর্ত্যলোকে,” বলেছেন।
ইউরিদিস পেয়েছিল প্রাণ।
বেহুলা, আমারও জন্য শর্ত ছিলো, তাতে
দুর্নীতি ছিলো না,
সম্পদের চাকচিক্যে পৌরুষের অপমান লুকোনো ছিলো না।
ছিলো নিয়ন্ত্রণ
নির্বোধ প্রণয়ীদের অধীরতা রোধের শাসন,
কিছুটা কৌতুক।
দীর্ঘপথ আমি আগে আগে
হাতে বীণা
ইউরিদিস অদূরে পিছনে।
সেই পথ, যে-পথে এসেছিলাম পূর্বে ; একা, উদ্‌ভ্রান্ত পাগল
ভয়ংকর বিপদ অগ্রাহ্য করে,
যেহেতু তখন
একমাত্র লক্ষ্য ছিলো সুরলোক, একান্ত প্রার্থনা ছিলো প্রেয়সীর প্রাণ,
ছিলো জিদ।
ফেরার সময় অন্ধকার।
ইউরিদিস অদূরে পিছনে, আমি তাকাতে পারি না।
দেবীর নির্দেশ :
“মর্ত্যের আলোয় এলে মুখোমুখি হবে !”
সে যে কী উদ্বেগ আর আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব ! মনে হয়
এ অসহ্য—দেখি,

BANGLADARSHAN.COM

এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা সম্ভব নয়
যদি আছে, দেখি
হাত ধরি, ও যে ভীতু, অল্পেই কাতর ! মনে
অহেতু সন্দেহ জাগে—ও কি আছে ?
পিছনে আছে তো ? স্বপ্ন নয় ?
'ওকে নিয়ে যাও কবি' —স্পষ্টত শুনেছি, তবু অহেতু সন্দেহ !
আমাকে দাঁড়াতে দেখে, পিছনে তাকাতে দেখে
দেবী হেসেছেন :
হায়, মানুষের অবিমৃষ্যকারিতার অন্ত নেই !
ভীতু ও নিষ্পাপ
ইউরিদিস পৃথিবীর আলোয় এলো না !
আজ আমি, অর্ফিয়ুস, ছিন্ন দেহ, জলে ভাসি একা।
আমার সর্বস্ব গেছে
দেবদত্ত বীণা গেছে, প্রেম গেছে, তবু
গান গাই
যুগযুগান্তর ধরে পৃথিবীর নরনারীদের
বেদনা সহার কথা বলি।
এ জীবন বেদনায় বেজে ওঠে বীণার মতন। তাই বলি।
বেহুলা, তোমার জয়, স্থূল সফলতায় গৌরব
শিল্প নয়। তুমি
মানব চরিত্রে কালো কলঙ্ক এঁকেছো
দেবতাকে মহৎ করো নি।
চম্পকনগরে আজ সুখসিন্ধু, কেন সে সিন্ধুর জল
বিস্বাদ, অপেয়, তুমি জানো।

নাচনী, তোমার জন্য বীণাবাদকের দুঃখ হয়।

BANGLADARSHAN.COM

বিরাজমোহন

বিরাজমোহন আজ ভাবছে ওর জীবনের ব্যর্থতার কথা।
জুলাই মাসের ভোর, গম্ভীর আকাশ
ওই সন্দিগ্ধ শিরীষ নিম
নির্জন দুধের ভ্যান কর্তব্যে নেমেছে।
কাক ডাকে যেমন প্রত্যহ,
পাশের বস্তির কেউ অনর্গল কাশছে সেই থেকে ;
বিরাজমোহন ভাবছে, বাহুবলে যা কিছু পাবার
পাওয়া হল,
যা কিছু হাতানো যায় কৌশলে, সেসব
আয়ত্তে এসেছে ধীরে ধীরে,
গ্রামের জমিতে ধান রোয়া শেষ
গোয়ালে সম্পন্ন গাই, উচ্ছল বাছুর লম্ফমান।
এখনই কি প্রশ্নের সময় ! ওর মনে হয়
জীবন কি দেখা হল ? যথেষ্ট খুঁটিয়ে দেখা হল ?
কোথাও পুরনো ক্ষত লেগে আছে ?
ভুলভ্রান্তি সংশোধন—নাকি তার প্রয়োজন নেই ?

পাশের বস্তির কেউ অনর্গল কাশছে ভোরবেলা –
বিরাজমোহন তার জীবনে প্রথম, আজ
ভাবছে ওর ব্যর্থতার কথা।

BANGLADARSHAN.COM

বঙ্গভূম

ত্যামুন দিন কবে আসবেক
যখুন গরুড় বাহনে চড়ি আকাশে যেতি যেতি মা-লক্ষ্মী শুধাবেন
উদিকে উটা কী দেশ গ' ;
লদী ভরি জল টমটম করে, মাঠ ভরি ধান
কাল-কাল মানুষগুলান খিলখিল করি হাসে !

অন্তরযামী, লারায়ণ মিটিমিটি হাসবেন।
শুধাবেন, 'তুমার মনে লাই
কতবার এইচ ইদিকে, তুমার মনে লাই
কত পূজা লিউচ
ই হল বঙ্গভূম।
বান হইছিল, উরা বাঁধ বাঁধল
লদী শুকাইছিল, এখুন কেলান হইচে,
বচ্ছরে তিন-তিনবার ধান উঠে। দেখ ক্যানে
লতুন দালান হইচে কত। উদের আর কষ্ট লাই।
বিকালের সোনার পারা লহর
উই শুন—টিকটিক টিকটিক করি শব্দ উঠে—
বল দিনি, উ কিসের শব্দ ?'
'কী জানি।' মা-লক্ষ্মী অবাক হই তাকান।
'মানুষ এখুন কাজ করি ফিরছে।
শিশুরা পড়া করি ফিরছে।
উ মুড়ি খাওয়ার শব্দ বটে ; দুধে ভিজাই মুড়ি খায়
বঙ্গভূমের মানুষ !'
হায়, ত্যামুন দিন কবে আসবেক গ' ? কবে আসবেক ?
দুধ পাবেক, পেট ভর মুড়ি পাবেক পোড়া দেশের মানুষ।
ত্যামুন দিন কবে আসবেক গ' ?

BANGLADARSHAN.COM

রসুলপুর

মাঝে মাঝে একটা নাম আমার মনে পড়ে যায়।
এক গ্রীষ্মের বিকেল, নাকি দুপুর ছিল সেটা ?
ট্রেন থামল, অনেক ধোঁয়া ছেড়ে ঘষটাতে ঘষটাতে
দাঁড়িয়ে পড়ল ইনজিন–রসুলপুর।

ইনজিনের বাষ্প হিসহিস করছিল...
কে যেন কাশল খুব শব্দ করে
কেউ নামল না ট্রেন থেকে, কেউ উঠলও না।
দেয়ালের গায়ে হলুদ ইঁটের ওপর বড় বড় অক্ষর
শুধু একটা নাম–রসুলপুর।

খুব ছোট স্টেশনের ঘরখানা, সামান্য প্ল্যাটফর্ম, ধুলো,
বাইরে আধমরা ঘাসের জঙ্গল, সেগুনগাছ
ধুলোমাখা বড় বড় পাতা
গুচ্ছ গুচ্ছ ছোট শাদা ফুল ধরেছে।
নির্জন নিঝুম জায়গাটা–মাথার ওপর আকাশ
টুকরো টুকরো মেঘ।

ট্রেন ছাড়ার আগেই কোথা থেকে একটা পাখি
ডেকে উঠল, কুরর, কুরর।
আর তাই দেখাদেখি
অনেক পাখি–রসুলপুরের সবাই
নাকি পরিব্যাপ্ত বাঁকুড়া বীরভূম পুরুলিয়া জেলার
সমস্ত পাখি একসঙ্গে ডেকে উঠল, কুরর, কুরর, কুরর, –
ট্রেন ছেড়ে দাও, ট্রেন ছেড়ে দাও।

BANGLADARSHAN.COM

পাখি ও ছাতিমগাছ

একটি পাখি
সারা সকাল উড়ে বেড়িয়েছে,
কাড়াকাড়ি, মারামারি, চুরি, ছিনতাই
ছোটখাটো লুঠতরাজ সেরে, দেখো
নির্জন দুপুরে ছাতিমডালে ঠোঁট ঘষছে,
আপন মনে গুমরোচ্ছে অনুশোচনায়।
আর ছাতিমগাছ
তার সহজ বাহু তুলে, দুলে দুলে, দেখো
ফিসফিস করে বলছে
ক্ষমা, ক্ষমা। ক্ষমা।

BANGLADARSHAN.COM

অপসরণ

ম্রিয়মাণ মানুষের সামনে খোলা বই পড়ে আছে।
যুদ্ধ কীর্তি সফলতা –অর্থহীন আস্ফালন সব
দুর্ভেদ্য জীবন থেকে দূরে। স্থির সত্য তার কাছে
অপূর্ণ জলের গ্লাশ, দরোজায় পর্দার সংস্রব।

ওই পর্দা ঠেলে আসবে নার্স, বন্ধু, অক্ষত রেফারি
কোনো সুস্থ দেশ থেকে মুহূর্তের ছুটি কর্জ করে,
তৃণের মতন ঠোঁট–হাসিময় প্রিয়ংবদা নারী
শেখাবে বিশ্বাস আস্থা প্রসন্নতা দুরারোগ্য ঘরে।

মৃত্যুকে সে একটিবার দেখেছিল সামান্য আনত
উৎসুক ও ঠাণ্ডা, কিন্তু ভয়ংকর হল না তো মনে,
আদিবাসিনীর মত পুষ্ট ঠোঁট ফুঁ দিতে উদ্যত –
হঠাৎ কী ভেবে থমকে সরে গিয়েছিল অন্য কোণে।
সে আবার আসতে পারে। সামনে খোলা বই। নির্বিকার
বাটিতা দপদপ করছে। ইচ্ছে করছে আর একটু বাঁচার।
অর্থহীন যুক্তিহীন পাখিটা ছটফট করছে বুকে।

BANGLADARSHAN.COM

রাখীবন্ধনের দিন

খুব হই হই হল সেদিন
রঙিন কাগজের শেকল পাখার হাওয়ায় দুলছে
বেলুন ফেটে যাচ্ছে বাচ্চাদের হাতে
আর দমকে দমকে হাসি।
কত যে মজার কথা হচ্ছিল, এখন আর মনে পড়ছে না।
কিন্তু সব কথা ছাপিয়ে
আফ্রিকার জঙ্গলের গল্প বলছে সুনন্দ
মানুষের চেয়েও ভয়ানক সব সাপ ও বিছের গল্প
আমরা অভিভূত হয়ে শুনছিলাম।
আর গেলাশে গেলাশে মদ ঢালছিল টমাস
নুন-মরিচ রঙের দাড়িতে মুখখানা নির্বিকার।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি কিচ্ছু শুনছিলে না
তোমার চোখের পাতায় জল ছিল।
ভাবছিলে, মাঝে মাঝে হেসে উঠলেই বুঝি সব চাপা পড়ে যায়,
সাপ ও বিছের চেয়েও ভয়ানক ঠাণ্ডা মানুষের নিশ্বাস
উৎসবের হট্টগোলে
টের পায় না কেউ।
ভুল, ভুল,
আমরা প্রত্যেকে দেখেছি আর চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি
তোমার নালিশধোয়া চোখের পাতায় জল ছিল।

শাসন মানে না

আমি ওকে ঠেশে রুখে রাখি।
বলি, চুপচাপ কোণের দিকে বসে থাকো, দেখে যাও,
উত্তর করো না,
প্রশ্ন যদি কিছু থাকে, পরে হবে, যাও।

ভারি সৎ ও বন্ধুবৎসল।
অথচ মুশকিল, এত অনভিজ্ঞ অধৈর্য খ্যাপাটে
যে, ওকে লোকের মধ্যে ডাকতে ভয় হয় –
ও যে ভব্যতা শেখেনি
মানুষের সঙ্গে হেসে দুটো কথা বলতে যাই
হাতা ধরে টানে,
‘পরশু দেখা হবে’, বলে হাত তুলে এগিয়ে দিচ্ছি বন্ধুকে, তখনই
ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেলবে, এমনই অসভ্য।

BANGLADARSHAN.COM

আমি জানি, আশকারা দিলেই ওকে সামলানো যাবে না।
মধ্যরাতে সাইকেল চালিয়ে ছুটবে সল্‌ট লেক
সল্‌ট লেক থেকে জলদাপাড়া,
এক ঘর লোকের মধ্যে মশারি টাঙাবে আচমকাই।
তাই ওকে বকি :
যাও, চুপচাপ কোণের দিকে বোসো।
যতক্ষণ জেগে থাকি, চোখে-চোখে রাখি, কথা শোনে।
উশখুশ করলেও কথা শোনে।

এক সময় ক্লান্তি আসে, জুতোমোজা খুলে
পা ধুয়ে শুতেই হয় বিছানায়,
আমার অভ্যেস, মাথা বালিশে ঠেকলেই গাঢ় ঘুম।
ওই যে অবচেতন, যার কথা বলছিলাম, সে তখন
আর কোনো শাসন মানে না।

যা কিছু হবার নয়, যা কিছু চুকিয়ে ফেলা হল
যা কিছু হলেই ভালো হত
অর্থাৎ জীবন যা-যা গ্রহণ করে নি
একটি একটি করে কুকুরের মত তা-ই মুখে করে আনে
আমার পায়ের কাছে স্তূপাকার।
স্বভাবত, ঘুমের মধ্যেও লজ্জা হয় –ছি-ছি, এত কেন,
আমি ওর মুখে কিন্তু বিকার দেখি না কোনোদিন।

BANGLADARSHAN.COM

স্ট্রেস সিরিজ

১

হালকা গোলাপী আলোয় আঙুল তুলে আমার সঙ্গে কথা বলো কেন। তোমার অস্বাভাবিক উঁচু নাক আমায় তাড়া করে ঘুমের মধ্যে। তর্ক করি না, তবু তোমার অকরুণ প্রশ্ন, উচিত কথাগুলো আমি বলেছি, সত্যি ? না ভীতু কাপুরুষ, চুপ করে মেনে নিয়েছি অপমান ? বিব্রত করো কেন শংকরপ্রসাদ, আমি লজ্জায় কুঁকড়ে যাই।

রাজগীরে নিসর্গ সামনে, আমার অতীত নোটবুক খুলে দেখাও। তুচ্ছ দানখয়রাতের তালিকা মেলে ধরো। বই কিনি, পড়ি না, শুধু পেজমার্ক দিয়ে রাখি কেন জানতে চাও। কতোকাল আগে খেলতে খেলতে আমার ভাইয়ের সামনের দাঁত—মনে হয় পেছনে থেকে ঠেলেছিলাম—আমি ভুলতে চাই।

BANGLADARSHAN.COM

কাত হয়ে শুয়ে থাকি। তুমি আমার ওপর তারের খাঁচা চেপে ধরো। শিক দিয়ে খোঁচাও। শান্তি নষ্ট হয়। চোখ বাঁচাতে লেজ বেরিয়ে পড়ে, আমার কষ্ট হয়। লোম ফুলিয়ে ভয় দেখাতে চাই, কিন্তু গলার কাছে ধুকধুক করে প্রাণ।

সাম্রাজ্য ফিরে পাবার আশায় কতো শাহেনশা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সাম্রাজ্যের লোভ নেই আমার। ঘুমোতে দাও শংকরপ্রসাদ। আমি মহৎ নই, সাহসী নই। আমি লেখাপড়া কিছু শিখিনি।

নারকোলগাছের ওপর মলমের মতো জ্যোৎস্না পড়েছে। ব্যানডেজ বাঁধা শাদা বাড়িটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, একলা। তুমি যাও। আর একটু পরে আলো ফুটলে শান্তি। বসিরহাট বারুইপুর থেকে কলকাতায় ঢুকবে সারি সারি ট্রাক বোঝাই আরাম।

২

আজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় ভুল জগদীশবাবুর খোঁজে টেলিফোন এসেছিল।

সেই থেকে শুরু। ছ'টা পঁচিশে দরোজায় ঘণ্টা, কাগজ, সাতটায় ঘণ্টা, ঠিকে ঝি, সাড়ে সাতটায় দুধের প্যাকেট। তারপর সারাদিন ধরে বারবার ঘণ্টা বাজিয়ে লোকজন এসেছে, শংকরপ্রসাদ, ওদের সকলকে আজই আমার দরকার ছিলো না। আমি মিহির, আমি শিশির, আমি পল্টু। দেখতে এসেছিলো ফোলা তোবড়ানো চেহারায় ওদের চিনতে পারি কি না। ফেলে দেওয়া অসহ্য দিনগুলোর স্মৃতি কাঁকড়ার মতো হামা দিয়ে উঠে আসছিলো ওদের ছিপে। কতোকাল দেখা হয় না, ওদের অভিযোগ। আমি কিন্তু দোতলা বাস থেকে ট্যাক্সি থেকে ওদের হাঁটাহাঁটি আর বুড়ো হয়ে যাওয়া দেখেছি।

তবু শংকরপ্রসাদ, ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে আজ ওরা মনে করিয়ে দিয়ে গেলো, আরো কাছ থেকে আরো ভনিষ্ঠভাবে আমাদের দেখাদেখি হওয়া দরকার।

৩

সকাল থেকে একটা শব্দের জন্যে ছুঁকছুঁক করছি, শংকরপ্রসাদ, দিলে না। দু-টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে কবিতা, মাঝখানে শব্দটা দাও।

BANGLADARSHAN.COM

খানা জংশন থেকে ভূখণ্ড দুভাগ হয়ে গেছে দেখে ফিরে এসেছিলাম। ওদিকটায় বিশাল বিশাল লোহার মানুষ মাঠ ভেঙে বিদ্যুৎ টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো, কেউ বাধা দেয়নি।

সেদিন আমরা ভিয়েনায় চুক্তি করে এলাম –জোড়া লাগবে। পৃথিবীতে স্থিতাবস্থা থাকবে, জ্যোৎস্না থাকবে। উদারায় কথা বলবে মানুষ। বলতে বলতে পেয়ে যাবে। শব্দ পেয়ে গেলে আর কোলাহল থাকার কথা নয়।

কই সারা সকাল যে তোমার উদ্দেশে কথা বলে যাচ্ছি শংকরপ্রসাদ, সাড়া নেই। এদিকে টান পড়ছে প্রচণ্ড, পঙ্‌ক্তিগুলো গরম হয়ে উঠছে বিছানায়।

সময় নেই। তোমার মেঘরঙা পর্দা তুলে নাও এবার।

৪

বাতাসে কার্বলিকের গন্ধ। শংকরপ্রসাদ, তুমি বেঁচে আছো তো। তিন সপ্তাহ দেরি করে মনসুন এল এবার। তাই খরা। যেতে দেরি হলে বন্যা

হবে। যানবাহন সময়মতো চলছে না।

বুড়িমাটির বুক এখন সবুজে সবুজ। সারা ঢালা হয়েছে খুব, তাই উত্তেজিত। কীটনাশক জীবাণুনাশক-এর প্রসাধন চালানো হচ্ছে। কার ঘরে ফসল উঠবে সে বিষয়ে তর্কাতর্কি শুরু হয়নি এখনো।

মানুষ মারার কাজ আপাতত স্থগিত। ব্লাড ব্যাংক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। দুর্বল সবল কারুর মনে শান্তি নেই।

অথচ বাতাসে কার্বলিকের গন্ধ। তুমি কেমন আছো শংকরপ্রসাদ।

৫

একেবারে ভুলে যাবার আগে শেষবারের মতো স্মরণ অনুষ্ঠান হচ্ছে, শংকরপ্রসাদ, শাদা ফুল ও ছবি। বৃদ্ধার দোষ ছিল না। প্রাচীন মানুষের প্রাপ্য প্রণাম আর অবজ্ঞা তিনি পেয়েছেন।

BANGLADARSHAN.COM

রত্নের আংটি-পরা একদল সময়-নেই মানুষ বলাবলি করছে বৃদ্ধার সেবাকর্ম আর রন্ধনকুশলতার কথা। হাসাহাসি করছে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাভুমুখী সংকোচ নিয়ে, নেপথ্যচারিতা নিয়ে।

জননেতার বডি মিছিল মুখে করে আসছে দেখে আমরা ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। তুলসীপাতার নিচে আমাদের বৃদ্ধার চোখও উদ্বিগ্ন। জানতাম, ওরা স্লোগান দেবে, ইণ্টারন্যাশানাল গাইবে, সদ্য-রচিত কবিতা পড়বে কাঁদতে কাঁদতে। এদিকে মেঘ জমছিল।

ঘাটবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে দুটো বডি টপকিয়ে গেলাম। আমাদের বৃদ্ধার কী সাহস, কী উৎসাহ যদি দেখতে। যেন অতিরিক্ত একটা সূর্যাস্ত দেখার সময় নেই। যেন ট্রেন ছেড়ে দেবে এখুনি।

অন্যায় করেছি শংকরপ্রসাদ ?

৬

পুরোনো রাজবাড়ি ভাঙা হচ্ছে শংকরপ্রসাদ, আমি কিছু আসবাব কিনতে চেয়েছিলাম। রক্তের চেয়ে লাল কার্পেট একটুকরো, লাইব্রেরির দেরাজে

লুকোনো একজোড়া বিলিতি তাস। নিজের চামড়া পাহারা দেওয়া বাঘের তরল চোখ।

পেলাম না। দামী জিনিস, সেসব নিয়ে গেছে লোকে আগেই। পড়ে আছে ভয়ভরতি চিলেকোঠা। শিশুর নাগালের বাইরে পুতুলরাখার কুলঙ্গি। ধুলোচাপা অপরাধের গন্ধ।

পুরোনো রাজবাড়ি ভাঙা হচ্ছে। চৌকাঠ সমেত প্রকাণ্ড দু-পাল্লা দরোজা – শোয়ানো, তার ওপর লাফাচ্ছে একটা টুপি-পরা লোক। খাঁটি বার্মা-সেগুন, লাখ টাকা দিলেও পাবেন না।

আমি জানতাম, ওই একখানা দরোজার কাঠে আমার গোটা বাড়ির আসবাব হয়ে যাবে। ছোটো মানুষের ছোটো ছোটো জিনিস, কিন্তু মনে হলো, এখন শুয়ে আছে, যদি দাঁড়িয়ে ওঠে হঠাৎ। তখন ওর ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য আমার থাকবে না।

BANGLADARSHAN.COM

অত বড়ো দরোজা, আর কোনোদিন দাঁড়াবে না, তুমিও কি বিশ্বাস করো, শংকরপ্রসাদ ?

৭

বারবার আমায় বস্তাবন্দী করে পগার পার করে দিয়ে এসেছো, তবু ফিরে আসি। সুটকেসটা ফেলে এলাম। ট্রেন ছেড়ে দিলো। চেনামুখ দেখে প্লাট-ফর্মে নেমেছিলাম শংকরপ্রসাদ, উদ্‌ভ্রান্ত। হঠাৎ এমনি করে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

বারান্দায় তুমি আমি আর মাঝখানে হাইফেনের মতো রেলিং। দেখছি দুধের ডিপোর সামনে লাইন। পশ্চিম দিকে খাটাল, ঘটি হাতে গৃহস্থ মানুষ। এদের প্রত্যেকের হনিমুন হয়েছিলো এক সময়।

আমাদের ছেলেবেলায় খাঁটি ঘি ছিলো। ওরা হাসে। ওই পিঠে-ব্যাগ বালকের দল। ওরা দেয়াললিখন পড়ে আর মাথা নাড়ে –ওভাবে নয়। নতুন করে লেখাপড়া শিখতে হবে আমাদের, পরীক্ষা দিতে হবে, শোনা যাচ্ছে। তা কি সম্ভব ?

দূর থেকে দমকলের সোঁদা গন্ধ। শংকরপ্রসাদ, কোথাও কি জঞ্জাল নেবানো হচ্ছে ?

৮

হাসপাতালের কাছেও রাত্রে যানবাহন পাওয়া মুস্কিল। মুখটা দেখেছিলাম একবার, ভদ্রঘরের, বলেছিলাম আপনাকে খানিকটা এগিয়ে দিতে পারি। দ্বিধা প্রত্যাশা সন্দেহ—মেয়েরা কতো রকম পারফিউম মেখে ঢাকে।

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন', বলতে কাজ হলো। দশ-পনেরো মিনিটের তো পথ গিয়ার ফেরাফেরি করতেই কেটে যায়। ধন্যবাদ, অনেক উপকার হলো, কী যে বলেন—এই সব ভদ্রতার কথা। কথাই। কতো রকমের উৎকট শব্দ আছড়ে পড়ে আমাদের সৌজন্যে।

অন্য সময় শংকরপ্রসাদ তারই চোখের কোণে কী কুটিল হাসি। ঘুমের মধ্যেও বলেছি, 'আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।' আমার চোখের সামনে ফাঁকা অপারেশন থিয়েটার, শাদা টেবিল, তার ওপর একটা গোটা চন্দ্রমল্লিকার উগ্র অ্যানাটমি। পাশ ফিরতে কষ্ট, চারপাশে টান।

BANGLADARSHAN.COM

টের পেলাম ফুশফুশের ওপর টপটপ করে রক্ত পড়ছে। শংকরপ্রসাদ, তা বলে মানুষ মানুষকে সাহায্য করবে না, এ কেমন কথা।

৯

একটা বড়ো কালো কুকুর বুলেটের মতো গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেলো। একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম। তাকিয়ে দেখি প্রকাণ্ড লোহার গেট সামনে, আর ওপরের বারান্দায় গোলগাল একটি মেয়ে চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছাড়াচ্ছে।

আমি বললাম, কুকুর সরান। সে বললো, ও তো দুষ্টু, কিছু বলবে না। ভেতরে ঢুকতেই একটা ছোটো শাদা কুকুর আমার হাত কামড়ে দিলো। একটুর জন্যে রক্তারক্তি হয়নি। এবার আমি রেগে গিয়ে বললাম, আগে কুকুর সরান।

সে বললো, ও তো মিষ্টু, কিছু বলবে না।

ততক্ষণে আমি পাশের ঘরটায় ঢুকে খিল এঁটে দিয়েছি। দপদপ করছে

কণ্ঠনালী। মেয়েদের বিশ্বাস করি না, কুকুর বিশ্বাস করি না। আর একটু হলেই ওরা আমায় মেরে ফেলতো।

শংকরপ্রসাদ, সকাল হলেই তুমি চলে এসো। এখান থেকে আমায় নিয়ে যাও।

১০

পলিথিনের বালতি এসে গেছে, নাইলনের মশারি, ট্রানজিসটরে মহম্মদ রফির গান। তবু গ্রাম। দূরে শুয়ে-থাকা বিশাল রমণীর মতো পাহাড় রোদ খায়। সূর্য হেলে গেলেই এক আকাশ পাখি ফিরতে শুরু করে। আলো মানে আলো, অন্ধকার মানে অন্ধকার।

রাখা মাইনস থেকে সারাদিন কত ট্রেন আসে। কত ট্রেন শব্দ করে চলে যায় রাখা মাইনসের দিকে। দূরে যাবো, আরো দূরে যাবো। আকুল নামের রোগা মেয়েটা কুঁজো ভরতি জল রেখে যায়, আকুলের মতো রোগা এই সুবর্ণ-রেখা নদী কত দূর যাবে শংকরপ্রসাদ ?

BANGLADARSHAN.COM

না গেল। নিজের মুখ দেখি এমন একটা আয়না নেই। অনেক দিন স্বপ্নও দেখি না। অনুভব করি, খড়ের চালে ঝুলন্ত ঝিঙে, বোরখার আড়ালে পেঁপেদের কাঁচা স্তন ও মানুষের ওপর সারারাত হিম ও জ্যোৎস্না। ভগবান থাকলে বলতাম, আশীর্বাদ।

এই গ্রাম। নেহরু ও নেরুদার মধ্যে বিতর্কিত শান্তি এত নিবিড় ছিল না শংকরপ্রসাদ।

১১

মনে করে দেখ, তুমি কার কার প্রতি অবিচার করলে। সকলে মুখ ফুটে বলে নি। সামনে টান, পেছনে টান, তোমারও দোষ ছিল না। অথচ রাস্তার পিচের ওপর ছ্যাৎরানো রক্তের দাগ শুকিয়ে রয়েছে।

কাছের জিনিশ বড়ো করে দেখতে বলেছিলে শংকরপ্রসাদ, দেখিনি। কোলের শিশুটি ছোট, শোবার ঘরটি ছোট, আমাদের চারপাশে গরু বাছুর শশা তরমুজ আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্তি সবই কেমন ছোটমাপের। ভেবেছিলাম মাটির দোষ।

বড়ো করে দেখলাম দূরের জিনিস। শুনলাম হোর্ডিং-এর পরামর্শ। দূরেই রয়ে গেল। সূর্যের কাছে, চিত্রতারকার কাছে তো যাওয়া যায় না। কিছুদূর এগোলেই সমুদ্র কেমন ভয়ংকর !

এবার মুখ ফেরাতে হবে। ভেলভেটের ওপর হাত রাখতে ইচ্ছে করছে। তুমি সঙ্গে আছো তো শংকরপ্রসাদ ?

১২

তেত্রিশ বছর পার হয়ে গেলো, না পেলাম চুনকামের গন্ধ, না পেলাম বারুদের। জানো শংকরপ্রসাদ, আমাদের ক্লাসফ্রেণ্ড শিবু আর রঘুনাথ অসুখে ভুগে মারা গেলো পরপর। ওদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হয়েছে। নেই নেই করে কাচ্চাবাচ্চা হয়েছে অনেকগুলি। ফুটপাথ দিয়ে এখন হাঁটার উপায় নেই।

মোমবাতি জ্বেলে বসলে টপটপ ঝরে পড়ে অশ্রু। গৌরবময় ইতিহাস ; খালি ট্রামের স্মৃতি। পাঁচফোড়নের গন্ধে মাকে মনে পড়ে যায়। প্রকাণ্ড রান্নাঘর, প্রকাণ্ড উঠোন।

BANGLADARSHAN.COM

ফ্রিডম ফাইটারদের কেউ-কেউ বেঁচে আছে এখনও। তাই এলাইসি কর্মী-মিছিলের মুখে ঝুলছেন বঙ্কিমচন্দ্র। হাতে বোমা—বন্দেমাতরম, বুকে গুলি—বন্দেমাতরম। শংকরপ্রসাদ, ওদের ছবি হয়ে যেতে বলো। বয়স বাড়ছে। লোকজন বাড়ছে। হাতে অনেক কাজ। ঠাট্টা মসকরা ছেড়ে এবার নেমে পড়তে হবে না ?

মুখে যখন আলো ফেলেছিল, চোখ তুলে তাকাই নি। চুল আঁচড়ানো ছিল না। চশমার কাচ ঝাপসা। ভেবেছিলাম, কৃতজ্ঞতা কিসের, এই তো স্বাভাবিক।

মুখ থেকে আলো সরিয়ে নিয়েছে ওরা। এখন চোখ তুলে দেখছি, শংকরপ্রসাদ যাদের মুখের ওপর আলো, তারা হাসছে। হাসতে হয়। ছবি ওঠে। তাদের আনন্দ দেখে আমার আনন্দ।

আলো তো স্থির থাকে না। আবার কোনোদিন মুখের ওপর পড়বে। তখনও চোখ তুলে তাকাবে না। চুল থাকবে উশকো-খুশকো। চশমার কাচ

ঝাপসা। যে আলো ফেলছে তার তো জানা দরকার, কেউ কেউ নিখিলেশের ঘোড়া।

১৪

অনেকদিন পর ছোটকাকাকে দেখলাম, শংকরপ্রসাদ। পরনে ঠিক তেমনি স্যুট, গলায় টাই, হাতদুটো পকেটে। মুখে ছলছলে হাসি –যোগ্যতার চেয়ে প্রাপ্তি যাদের বেশি, ঠিক তাদের মতো। বাঁ দিকে মাঠ, ছেলেরা কালো প্যান্ট পরে ফুটবল খেলছে ! আমাকে ওরা নেয় নি।

ডানদিকে আচ্ছাদন, নিচে কুটনো কুটছে একদল কমবয়সী মেয়ে ; "এবারেও তোমার আমেরিকা যাওয়া হোল না ছোট্কা" মেয়েদের কেউ বললো। একটা ফুলের তোড়া পড়ে ছিল শংকরপ্রসাদ, ছোটকাকাকে শট করতে দেখলাম। মেয়েরা হাসছে, আমি অস্বস্তি বোধ করছি। ছেলেবেলায় ছোটকাকা আমায় টাইমপীস ঘড়ি দিয়েছিল।

BANGLADARSHAN.COM

পরের দৃশ্য এয়ারপোর্ট। প্রভুকে সী-অফ করতে এসেছি। যাবার আগে সে আমায় নির্দেশ দিচ্ছে, নোট নিচ্ছি। গাড়ি করে বাড়ি ফিরবো। সেই গাড়ি চড়ে ছেলে আমার সিনেমা যাবে। শুনতে পাই লুকিয়ে লুকিয়ে সে ড্রাইভিং শেখে।

হঠাৎ ডানদিকে পাহাড়, শিং দেখা যায় না। বাঁ দিকে গভীর খাদ। মন্থর গতিতে ট্রেন চলেছে। কামরার মধ্যে কুয়াশা, কুয়াশায় ভেজা পাথরের গন্ধ। ট্রেনটা আটকে গেল, দেখি, সামনে ধস্, রেললাইন দুটো চুলের কাঁটার মতো শূন্যে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি এখন, চেনা দুটো ডেডবডি বার করলে সনাক্ত করবো।

১৫

ব্রিফ কেসটা ট্রেনে ফেলে এলাম। তার মধ্যে আমার যথাসর্বস্ব। হুইস্‌ল দিচ্ছে, ট্রেন ছেড়ে দেবে এক্ষুনি, আমি ছুটছি, হাঁপাচ্ছি, ভিড় –অবিনাশের সঙ্গে দেখা। অবিনাশ বললে, ওর ছেলের পোলিও। শিশুদের ঝুলে থাকা অবশ মসৃণ পোলিও আমি দেখেছি। আমার ছেলের পোলিও নেই। তবে

সে কথা শোনে না আজকাল। তর্ক করে। ছেলেবেলায় কিন্তু খুব মিষ্টি ছিল দেখতে।

এ কী শংকরপ্রসাদ, সাড়ে বারোটা বেজে গেছে, আমায় ডেকে দিলে না ? ছি-ছি, কত কাজ ছিল। কত লোক টেলিফোন করে সাড়া পায়নি। এসে ফিরে গেছে। দাও, গরম জল দাও, আমার রুমাল ? আবার ভাতের মধ্যে চুল। এ কী পা তুলতে পারছি না কেন ?

চোখের সামনে ধাবমান মানুষজন, গাড়িঘোড়া। হু হু ধাবমান গাছপালা। পার্কের সবুজ বেঞ্চিতে আমি আর একটা বিরক্ত কুকুর। ওর কেউ নেই। ওর গায়ে ঘা। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না।

চোখ খুলতে ভয়। জানলা দিয়ে লালচে আলো। কাক। মৃদু মৃদু কয়লার ধোঁয়া। ওইতো, সিলিংএ স্থির পাখা। দেয়ালে ঠিকঠাক দম্পতি। চায়ের টুংটাং, ঘরময় ঠিকঠাক চায়ের টুংটাং।

BANGLADARSHAN.COM

১৬

দিন কয়েকের সফরে বাইরে যাওয়া। একটা হাতব্যাগ, কিছু খাবার, জলের বোতল। ওভারব্রিজ উঠতে গিয়ে ঠক্ করে লাগলো। বুঝলাম বোতলটা ভেঙেছে। তবু চুপচাপ হাঁটছিলাম। পা চালিয়ে যাওয়া দরকার। তেষ্টা পাচ্ছে। এমন সময় চেঁচিয়ে উঠলো, ওমা একী, দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনার কপালে রক্ত, জামায় রক্ত।

চেয়ে দেখি শংকরপ্রসাদ, রিজেন্টের শোয়া মেয়েটা উঠে বসেছে। ওর পাশে কেউ নেই। আমার মনে হলো ওর নাম শোভা হওয়া উচিত। অনেকক্ষণ ধরে শোভা আমার মুখের ওপর থেকে খুঁটে খুঁটে কাচের টুকরো তুলে দিলো। তুলো দিয়ে মুছে দিলো রক্তের বিন্দু। পা দুটি ভাঁজ করে একা ওর বসে থাকার ভঙ্গী মানুষকে কৃতজ্ঞ করে।

আমি শোভার হাঁটুর ওপর হাত রাখলাম। ও বললো, দুষ্টুমি হচ্ছে ? শোভার চোখের দিকে তাকালাম। কাশ্মীরী কনের মতো কটা চোখ, তার মধ্যে শংকরপ্রসাদ, দেখলাম, প্রকাণ্ড উঁচু সব পাইনগাছ সারি সারি, কুয়াশা,

আমরা ঘুরে ঘুরে গান করছি। ওভারকোট পরে আমরা কথা বলছি ফিশফিশ করে। হোর্ডিং-এর কাজ ওর পছন্দ না, শোভা বললো, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কতোদিনের ছুটি ?

তাই তো ! দৌড় দৌড়। পালা পালা। ওই তো রাস্তার মোড়ে ভিড়, কাক ডাকছে, সেল-সেল, ডিম ভাজার গন্ধ। অনেক দূর ওই তো শোভা খুব শান্তভাবে শুয়ে আছে। ওর পাশে পাইনগাছের মতো একটা রোমশ বাহু।

বলেছিলে, হোর্ডিং এর কাজ তুমি ছেড়ে দেবে। বলেছিলাম, সিগারেট খাওয়া আমিও ছেড়ে দেবো। মিথ্যুক মিথ্যুক।

১৭

স্বপ্নের জগতে আমার একটি সংসার আছে। গৃহকর্ত্রী সেখানে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। অনেকগুলি সন্তান-সন্ততি। অভাবের সংসার। ছোটো ছোটো ঘর। পিঁড়ি ও মোড়া ছাড়া আসবাব নেই।

BANGLADARSHAN.COM

আমি বলি, তাড়া আছে, ওরা শুনতে চায় না শংকরপ্রসাদ। আমাকে ঘিরে ওরা গল্প জমিয়ে তোলে। চা আসে, কানা-ভাঙা প্লেটে রোল্‌ডগোল্‌ড রং-এর ডিমভাজা আসে। যে-সব রঙ্গ ও রসের কাহিনী উৎসাহের অভাবে কখনো বলতে পারি না, শংকরপ্রসাদ, সেগুলি বোকার মতো অনর্গল বলে যেতে থাকি।

লোকে হাসে। হাসতে হাসতে আমিও কামড় দিয়ে ফেলি ডিম-ভাজায় – আর অমনি পেছন থেকে গর্জন শুনতে পাই। সরিয়ে রাখি প্লেট, বলি খিদে নেই, পাছে ভেঙে যায় স্বপ্নটা। ছেলেপুলেরা কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দেয়। গৃহকর্ত্রী কাজের ফাঁকে ওদের ভর্ৎসনা করে। আমি আড়চোখে দেখি, বিছানায় ফর্শা চাদর পাতা হচ্ছে।

বাস্তব জগতে ছোটোখাটো সংসার আমার। যেমনটি ফ্যাশান। সচ্ছল ও শান্ত। পরিজন প্রতিবেশী সকলেই বিবেচক ও প্রাপ্তবয়স্ক। ভোগ্যবস্তু যথেষ্ট, কিন্তু আমার অভিরুচি কম।

মায়ায় আবদ্ধ জীব আমরা, স্বাধীন ভ্রমণের সাহস নেই। অথচ শাস্ত্রে বলে,

প্রেম থেকে হয় মুক্তির চেতনা। স্বপ্নের সংসারে এলে আমার অপরাধবোধ হয়। ওরা থেকে যেতে বলে। মোড়া থেকে উঠে পা ধুই, বিছানায় গিয়ে বসি। আরাম করে একটা সিগারেট ধরাই –আর অমনি কাশির দমক ওঠে, শংকরপ্রসাদ। পাছে অন্যদের ঘুম ভাঙে, আমি দ্রুত বাথরুমে ঢুকে পড়ি। জল খাই, জলের ঝাপটা দিই, আর আয়নায় নিজের মুখে দেখতে পাই ভ্রমণের ক্লান্তি।

১৮

স্বপ্নের মধ্যে গেলেই যদি আমার এত হয়রানি, শংকরপ্রসাদ, আমি স্বপ্ন দেখবো না। দেরি করা আমার স্বভাব নয়, তুমি জানো, হাতে টিকিট, তবু সামনে পাঁচিল। কেন বেয়ে বেয়ে ওঠা, হাঁটু ছড়ে যায়, হাঁফ ধরে, জামাভরতি ধুলো। লাফ দিয়ে নামলাম, তখন খেলা শেষ। লোকে হৈ হৈ করতে করতে ফিরছে।

আমি শিমুলতুলো উড়ে যাওয়া দেখে বুঝতে পারি বাতাস কোন্ দিকে। টের পাই কবিতা পড়ার জন্য উশখুশ করছে মানুষ। তবু কেন মিনিবাসে ঘাড়গোঁজা লোকজন। ঘাম ও অডিকোলনের গন্ধ। হাতে দর্পিত ব্রিফকেস, তার মধ্যে ছোট ছোট অপমান।

BANGLADARSHAN.COM

ছিল ভেলভেটের বাক্সে ছিলেকাটা উজ্জ্বল পাথর। কতকাল জ্বলজ্বল করেছে একা একা। এখন ক্লান্ত। এবার ঢাকনাগুলো খুলে দাও শংকরপ্রসাদ, ওদের চোখে সূর্যের আলো পড়ুক।

আজকাল আমার কোনো কাজ নেই। সকাল সকাল ট্রাফিক পুলিশের ক্যানোপির নিচে গিয়ে বসি। আর দেখি, পৃথিবীটা একবার ডানদিক থেকে বাঁ দিক, একবার বাঁ দিক থেকে ডানদিকে ঘুরছে।

১৯

সৌরেন এসেছিলো শংকরপ্রসাদ, সঙ্গে একটি ছোটো ছেলে। গায়ে ফর্শা পাঞ্জাবি ঘামে ভেজা। কানের পাশে ঘামের ধারা। ওকে বেশ সুস্থ ও তাজা দেখাচ্ছিল। ও বললো, প্রথম কাজ, আসতেই হবে। বাগনান আর এমন

কি দূর। আমি বললাম, সেবার বইমেলায় হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিলো, তুমি সটকাতে গিয়েও পারো নি। মনে আছে, তোমার চোখের নিচে কালি, কপালে গালে ঠোঁটের বাঁ পাশে কালো কালো ছোপ। অসুস্থ। তুমি তো মারা গেছো তারপর। শুনে লজ্জা পেলো। তারপর দেখি, নেই।

বলা নেই, কওয়া নেই, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া স্বপ্নের মধ্যে দারুণ এক খেলা। পেছন ফিরে বসে আছে মহিলা। আমি ওর স্পষ্ট কাঁধের ওপর বই রেখে ‘রুটস’ পড়ছি। ওর চুলের ঝাপটা আমার মুখের খুব কাছে। আসলে পড়ছি না শংকরপ্রসাদ, ভাবছি কী করে ওর সবুজ ভারি স্তন পর্যন্ত পৌঁছোনো যায়। তলায় হাত রেখে ওজন নেওয়া যায় বস্তুটার। মহিলা এসব কিছুই জানে না। অথচ একটা গেম হয়ে যাওয়ার পর যেই হাততালি বাজলো, সে উধাও।

উধাও মদের বোতল যেই ওরা বললো, ট্যাক্সি এসে গেছে। বেশ জমে উঠেছিলো গ্যাঞ্জাম। গান হচ্ছিলো। একটা গ্লাশ হাতে নিয়ে বসেছিলো ধ্রুব। ও বললো, আজ যাও, ফের দেখা হবে। গ্যাঞ্জামকে হারমোনিয়ামের নিচে চেপে রেখে চলে আসছি, কোথায় আমার চশমা ? না, ধ্রুব নেয় নি শংকরপ্রসাদ, ও তেমন মানুষ না। কোথাও লুকিয়ে বসেছিলো চশমাটা, আমি চলে গেলে পর গ্যাঞ্জামে ভিড়ে যাবে ওই আমার ইচ্ছের প্রতীক। স্বপ্নের মধ্যে তাকে খুঁজে পেলাম না।

BANGLADARSHAN.COM

২০

মারামারি হবে ভয়ে খেলার সময়ে মাঠে যাইনি। খেলা শেষ হবার মুখে সেপাইকে গিয়ে বললাম, আমাকে ঘোড়ায় চড়তে দেবে ? বললো, তা কী করে হয়, তোমার পাগড়ি নেই, উর্দি নেই, তুমি ডানু কিনা কী করে বুঝবো। ডাকুরাই তো ঘোড়ায় চড়ে শংকরপ্রসাদ, তবু পুরোনো অভ্যাসবশে সেপাইকে একটা আধুলি এগিয়ে দিলাম। ও সেটা পাগড়ির ফোকরে গুঁজে নিলো। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো আমায়।

ঘোড়ায় চড়া আমার ছেলেবেলার শখ। বেশ দাপাতে দাপাতে ওপর থেকে সব কিছু দেখা যায়। সবাইকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া যায়। একটা জ্যান্ত জানোয়ারের ওপর বসা তো মোটর গাড়িতে বসা নয়। সেপাই জিজ্ঞেস

করলো, কতোদূর যাবে। আমি বলি, তুমি যতোদূর। বললো, হাজারিবাগ। না, না, সে অনেক দূর, তুমি আমায় ফোর্ট উইলিয়ামের সামনে নামিয়ে দাও। ওদিকে ঘোড়া যাওয়ার পথ আছে, আমি জানি।

এই সব অভিযানের গল্প যাকে বড়ো মুখ করে শোনাতে চাওয়া, শংকরপ্রসাদ, তার আজকাল আর এসবে গা নেই। আগেকার মতো টশটশে মুখখানা ডুরে আঁচলের ফেরতায় আজও উজ্জ্বলন্ত, অথচ এতোদিনে তার নিজস্ব অনেক গল্প তৈরী হয়ে গেছে। তার যৌবনকাল ঘিরে এখন সহস্র নির্মল শাড়ির উৎসব। পরিচ্ছন্নতা ওকে নিঃসঙ্গ করে দিলো।

তারপর ? কী করে বাড়ি ফিরলে সেদিন ? তাকিয়ে দেখি রত্না। এতোকাল সে আমাকে উপেক্ষা করে এসেছে, এখন ভাব করতে চায় । আমি রত্নার সঙ্গে কথা বলবো না, শংকরপ্রসাদ, কারুর সঙ্গে কথা বলবো না।

BANGLADARSHAN.COM

মাত্রা

সবই তো অনুকরণ, শিল্প আর কতটুকু পারে ? ...
ভোরের অস্ফুট আলো সুরে ধরি কোমল পর্দায়। তবু পুরোটা পারি না।
মেঘ মুছে মুছে
শূন্যতা জেগেছে ছদ্মনীল
তাকেই আকাশ বলে বুঝে নিতে হয়। অন্যদিকে
বালকের বল গিয়ে রাস্তায় পড়েছে, তাকে বলে দিতে হয়
সাবধান, থামো।
ওদের উৎফুল্ল প্রাণ কবিতায় স্পর্শ করা যাবে না কখনো
শিল্প যে সতর্ক, সচেতন।

পৃথিবী ঘোরার শব্দে ওঁ –সে তো অন্ধই শুনেছে,
আমি কি তেমন করে অন্ধ হতে পারি ?
ভাবি, কোন ছন্দজাল
কত মাত্রা ফেলে-ফেলে নারকোল গাছের
উদ্ভিন্ন ত্রিশূল, ঝুনো ফল আর বয়স্ক পাতার
পুনরাবর্তন ধরা যাবে।
ঠাশবোনা ডালিমবীজের মধ্যে ফোঁটা-ফোঁটা রত্ন জমে আছে
সকালে তাকেই আমি 'ভীষণ' বলেছি।
আজ এই নরম বিকেলে, ভাবতে চাই,
'চমৎকার'–চারটি মাত্রায়, ঘেঁষাঘেঁষি,
ওই পেটে জায়গা পেতে পারে, কি পারে না।

শিল্প দেবতার সেবা চলছে ক্রমাগত, হায়, প্রকৃতি, জীবন
বৃত্তময়
বিকশিত হচ্ছে রোজ, মাত্রা দিতে গিয়ে
পিলুর গান্ধার বুকে ঢুকে যায় বুলেটের মতো।
হাবা চোখ মেলে দেখি, যা কিছু সরল –সবই কুঁকড়ে গেছে
খাতা ভর্তি অক্ষরের খোসা

BANGLADARSHAN.COM

এ-কার ও-কার হয়ে ছত্রখান, আর
কোটি বছরের অভিকর্ষজয়ী টিকটিকি লুকোলো গিয়ে
হাবা মানুষেরই আঁকা ছবির পিছনে।

BANGLADARSHAN.COM

বিপুলতার কাছে

চলচিত্ত মানুষেরা মন্দির বিগ্রহ খোঁজে প্রতি শনিবার,
আড়চোখে চায়,
হাই তোলে কুকুরের মতো। ওরা কেমন আতুর।
আমি একা যাই তাঁর কাছে
ছোট হয়ে বসতে চাই, দেখতে চাই
দীর্ঘকাল বাঁচা যাবে এই দৃঢ়বিশ্বাসে বিস্তৃত
শিরীষগাছের বিপুলতা।

‘শিরীষ’ না-বলে আমি কখনো-কখনো তাঁকে ‘শ্রীশ’ বলে ডাকি।
তিনি চন্দ্রাতপ মেলে দেন,
তিনি তাঁর গোড়ালি-ডোবানো ভিত ছুঁতে দেন,
দেখান, পায়ের শিরা কতদূর গেছে।
আমি যদি শুয়ে পড়ি আস্ত মোমবাতিটার মতো
দু-একটা ফুল তিনি ফেলে দেন আমার শরীরে।
বড় ও বিনম্র, তাঁকে দু-হাতেও জড়াতে পারি না –
দুঃখ হয়। দেখি
শিরীষগাছের ডাল কীভাবে সমস্ত ছুঁয়ে থাকে
বিনা ঘোষণায়। দেখি, দীর্ঘায়ু নীরোগ
দেহ তাঁকে গম্ভীর করেছে।

শিরীষগাছের গায়ে ঠেস দিয়ে মনে হয় সাহস পেয়েছি।
ভ্রূক্ষেপ না করে তবে বাঁচা যায়,
দেখা যায় ক্ষুদ্র চরাচর
গতি ও ব্যস্ততা, প্রতিযোগ। দেখা যায়
সংসারের বোঝা টেনে কচ্ছপ চলেছে ধীরে ধীরে,
উঁচুতম বিন্দু খুঁজে তুলসীগাছে বসেছে ফড়িং ;
দেখা যায়
টেবিলের উল্টোদিকে, ডিমের ওপরে যেন, বসে আছে সুভগ মানুষ

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধ চোখ, করাতের মতো দাঁত,
কাচঘরে কুমিরসদৃশ তার কেবল অপেক্ষা করে থাকা।

দু-একটি লালচে ফুল ঝরে পড়ে কোলের ওপরে।
পিঁপড়ে ঝরে পড়ে। ভয় হয়।
আমি প্রশ্ন করি : শ্রীশ, শ্রীশবাবু, এত নির্বিকার থাকা ভালো ?
সতর্ক হবার কোনো প্রয়োজন নেই ?
তিনি ঈষৎ দোলেন, আমি বুঝি,
শ্রীশ তো মানুষ নন, গাছ, তাই আত্মমগ্ন, ঘোর আস্থাবাদী।

BANGLADARSHAN.COM

পোকার শরীর

হৃষ্টপুষ্ট শিশু, দেখ, বসে আছে জানলার ওপারে।
ওর চারিদিকে কত খেলনা, কত পুতুল সাজানো
ওর গালে ইচ্ছে-মরা জল –
কী করে খেলতে হয়, ওকে যদি একজন শেখাত !

আমাদের চারিদিকে সোনার পিত্তলমূর্তি। দেখি,
ওদের বেদনাবোধ মুছে দিয়ে গেছে সফলতা –
হাঁ-করার আগে ক্ল্যাপ পেতে পেতে
উপঢৌকন পেতে পেতে ওরা চেষ্টা ভুলে গেল,
অনুভূতিহীন
ওদের জামার পাট যদি কেউ ভেঙে দিয়ে যেত !

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের ছাল থেকে অবিরল ঝরে পড়ছে ঘাম
ওই দিকে,
শ্রম-ধোওয়া ঘামের আঘ্রাণে
কাম জাগে, দেখ,
অন্ধ বেদনার মতো কাম জাগে পোকার শরিরে
রোমের ঘর্ষণে শব্দ হয়,
পোকার শরীরে থেকে পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ হৃষ্টপুষ্ট মানুষ দেখেনি।

লক্ষ্মীছাড়ার ধারাভাষ্য

আমি সব দেখে যাচ্ছি, অদ্য নয়, বাল্যকাল থেকে
কিলবিলিয়ে সংখ্যা বাড়ে, সন্ত্রাসে ইনসান উবে যায়।

মাতৃগাছে প্রথম পুরুষ্টু ফল, আমি লক্ষ্মীছাড়া,
নির্দোষের দণ্ডকথা, গোপন হিংসার কথা লিখি।

নিসর্গের মরাকান্না, রাস্তাময় স্খলিত চপ্পল –
টুকে রাখছি গোটা গোটা শব্দে এক রুলটানা খাতায়।

বাল্যকাল থেকে দেখছি, অনটনে ক্লিষ্ট কত প্রাণ
নীরবে নিশ্চিহ্ন হয়। দেহটি উর্বর হল কিসে ?

লজ্জায় সে-প্রশ্ন কেউ করল না, বা করতে ভুলে গেল
ধাক্কা দিতে দিতে তুলল খড়বোঝাই ট্রাকে সন্ধেবেলা।

BANGLADARSHAN.COM

মিথ্যা বলি নাই জ্ঞানে, অর্ধসত্য তরাসে কদাচ
আত্মরক্ষা ছাড়া কোনো অভিসন্ধি কক্ষনো ছিল না।

আজ মাতৃপিতৃহীন একলা ভাজি ভেরেণ্ডার বড়া,
দেখছি, গাঁদাপুষ্প হয়ে সাক্ষাৎ দিদিমা এসেছেন !

‘স্বর্গেও কি গাদাগাদি ? পুণ্যবলে ফুলজন্ম পেলে ?
অমরত্ব চাও ?’ বলি, ‘এক্ষুনি স্তবকে ঢোকো’, ওই

অচঞ্চল সৈন্যদল, হাঁটি-হাঁটি রাষ্ট্রপতি যান
আড়চোখে তাকান–ওরে দেহরক্ষী সটকালি কোথায় !

সমষ্টি মানুষ নড়ছে, গাছতলায় ব্যক্তি আছে খাড়া,
নিউদিল্লি শাসাচ্ছে–বেশি ট্যাঁফোঁ করলে মুণ্ডু কেটে নেবে !

ফুটপাতে শনির চিত্র, গড় করছে চেয়ারম্যানের ব্যাটা,
বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র, বিজ্ঞানচেতনা-ক্লাশে ফেল !

‘উঠতে-উঠতে মুখ থুবড়ে পড়ছে ক্লীব ইকুইটি বাজার !’
আমার হাততালি শুনে বউ বলল, ‘বাউরা হলে নাকি ?’

ডাক্তারের কাছে যাই ; সে বলে, ‘টেনশন আর ধোঁয়া
চিৎকারের সঙ্গে ঢুকে কলকব্জা নড়বড়ে করেছে।’

অগত্যা ক্যাপসুল গিলি, স্বপ্নে দেখি ক্যাপসুলের সভা :
‘বন্ধুগণ, রক্তদান, চক্ষুদান কোরো না কক্ষনো,

খোল-নলচে বদলে গেলে যা নেবার সর্বহারা নেবে
আধখানা পাঁউরুটি দেবে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির খোরাকি।’

তদ্দিন এক কোণে বসে দেখি, ওরা সালিশী চালাক
যাতে রক্ষা পায় সব দুষ্ট-শিষ্ট প্রেমিক-অপ্রেমী।

তোমরা যারা যুবশক্তি –অষ্টাদশ-দশী ভবিষ্যৎ
দিৎসা ত্যাগ করে যাও, যাও হে ভনভন করো গুড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

আপাতত গুড় সত্য, গুড় ধর্ম, গুড়াকাঙ্ক্ষা খাঁটি,
কোথা কে আঙুল চুষছে ভেবে কেন মন খারাপ করা !

এই সবই টুকে রাখছি ভয়ে-ভয়ে, কিছুটা স্পর্ধায় –
জাঙাল টপকিয়ে যদি দু-চারটি মুমুক্ষু টিকে যায়।

ভাবমূর্তি

মনীষার ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে আজ, তুমি উঠে এসো
সপ্রতিভ, হাত মেলাও, ডেকে আনো ব্যক্তিগত ঘরে,
ওকে বসতে বলো কোনো স্বাধীন ও উদাসীন সংযত আসনে।

ওর চোখে অর্ধেক কৌতুক আধা অবিশ্বাস, ওর মুখে হাসি,
প্রার্থী নয়—কুড়ি বছরের ওই সমর্থ বালক
কেবল তোমাকে একটু দেখতে চায়, মেপে নিতে চায়, রটনার

যোগ্য কিনা ; স্তব্ধ মনস্তাপ আছে কোথাও নিহিত ; নাকি নেই।
মাতৃমুখো ছেলেটিকে স্পষ্ট করে বলতে চাও, বলো :
ঢের স্বপ্ন, সম্ভাবনা হত্যা করে মানুষ জীবনে, কেন করে।

কে কার উত্তাপ পায়, কে কার সন্তান হয়ে করে স্তন্যপান !
এই সব অপচার জীবন করে না বিবেচনা —
স্নিগ্ধ চরাচর এক সুবিন্যস্ত সুপরিকল্পিত পোলট্রিফার্ম,

জীবন চলেছে রোদ বৃষ্টি পার হয়ে এক অধীর সাইকেল
হাতলে ঝোলানো গুচ্ছ একরকম দেখতে মহাপ্রাণী
বাধ্য ও ঘনিষ্ঠ, তাই অধোমুখ, পালকে খশখশ, ঘষা লেগে।

মনীষা আশ্বস্ত হোক
ফুল পাতা সকলই শুকোয় শেষাবধি, শুধু পুঞ্জিত পালক
ভাবমূর্তি নিয়ে পড়ে থাকে।

BANGLADARSHAN.COM

তিনটি ঘষা শব্দ

‘বিদায়’ শব্দটি আমি ধুয়েমুছে পরিষ্কার করি।
কাদা, কালি, ময়লা সাফ করে ওকে রোদ্দুরে রেখেছি।
এখান ওটাকে একটু তামাটে দেখাচ্ছে। দেখা যাক,
‘দায়মুক্ত’ অর্থে ওকে ব্যবহার করতে পারি কিনা।
‘বিবাহ’ শব্দটি বড়ো চটচটে বলেই
আমি কোনোদিন ওকে পছন্দ করিনি,
মেয়েরা সিঁদুর দিয়ে ওই শব্দ চুলে মাখতে চায় –
আমার অশ্লীল মনে হয়।
পণ্ডিতলোকের মতে, সামন্ততান্ত্রিক আর বিবর্ণ ‘বহন’
বিবাহ শব্দের সূত্র !
কে কাকে বহন করে আজ ? আমি ভাবি
মুকুল ফোটার আগে গাছের বিবাহ হয় ?
ডিম প্রসবের আগে কোন্ ভাইবোন পাখি
সমাজের সম্মতি নিয়েছে, জানতে চাই।
বিবাহবন্ধন ! দুই কুকুরের যৌনগিঁট হিতবাদী মানুষ চেয়েছে
ভালোবাসা শেখেনি বলেই।

‘বিদ্রোহ’ শব্দটি তুলে নেড়ে দেখি,
নেড়েচেড়ে দেখি :
সে-ও নয় তেমন ধারাল।
ছোট-ছোট কাজে
মানুষ ঘষেছে তাকে দীর্ঘকাল,
ওই চাকু দিয়ে কেউ পেনসিল বেড়েছে, কেউ ছাড়িয়েছে খোসা,
ওকে দিয়ে আর কোনো বড় কাজ হবে না এখন।
অথচ অনেক কৃত্য রয়েছে স্থগিত
দেখতে পাই,
স্বাধীন ও অনুচ্ছিষ্ট শব্দের অভাবে কত ক্রিয়াকাণ্ড স্থগিত রয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

মানুষকে বলতে চাই :

যা-কিছু বিকৃত তাকে দায়মুক্ত করো, তাকে দায়মুক্ত করো,

বিদায় জানাও।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি সব পারো

এই ত পেরেছ
আতাগাছ থেকে উড়ে সজিনায়,
সজিনার ডাল থেকে রাস্তা পার হয়ে
নিমগাছে
সুন্দর বসেছ,
তা হলে চেঁচাও কেন কাকশাবক ?

দূরে দূরে রয়েছে সবাই
তোমাকেই লক্ষ করে ওরা মুখ ফিরিয়ে রয়েছে
দেখ, দেখ।
তুমি সব পারো, সব শিখেছ এখন, সাবালক –
খুঁটে খাও, ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাও
উড়ে যাও বহুতল বাড়িটার দশতলায়,
নিজের ওপর আস্থা আনা চাই।

স্বনির্ভর হতে হবে। ওপরে আকাশ
স্নিগ্ধ প্লাইকাঠে মোড়া, অম্লময়
আবদ্ধ জীবন নীচে, মাঝখানে
কাকধর্মে নিয়তই সংগ্রাম রয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

মূর্খ

সাইকেলচালক ছেলে
কেন তুমি ঘুরে ঘুরে এ-পাড়ায় আসো ?
সমস্ত দুপুর
কালো বাঁকাচোড়া বুড়ো নিমগাছের নীচে
এক পা মাটিতে রেখে ক্রিং বাজাও ?
মুন্নি আর এখানে থাকে না।

মুন্নির চিরুনি, ফিতে
মুন্নির মাপের আয়না,
আয়নায় সাঁটানো লাল-কালো টিপ,
মন কেমন,
পড়ে আছে ও-পাশের ঘরে –
মুন্নি আর এখানে থাকে না।

BANGLADARSHAN.COM

আগামী বছর শীতে ছুটি পেলে, ওরা
ক-দিনের জন্যে এসে ঘুরে যাবে, মুন্নি জানিয়েছে।
সে তো ঢের দেরি –
সাইকেলচালক ভিতু ছেলে
কেন তুমি ঘুরে ঘুরে আসো,
অমন অধীর হয়ে নিরন্তর ক্রিং বাজাও দূরে ?

পোষা কুকুরটা

পোষা কুকুরটাকে লক্ষ করো।
গৃহবন্দী জীবনে অতিষ্ঠ, উত্ত্যক্ত,
সারাক্ষণ চেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার টান, যেন
হিংস্র পশুরা ওকে জঙ্গলে যেতে ডাকছে।

সৈনিকের প্রশিক্ষণ পায় নি ও, তবু
অনাত্মীয় গন্ধ পেলে
হুংকার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দরোজার ওপর
আর একটু হলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে শেষ করে দিত, এইরকম মনোভাব।

পোষা কুকুরটাকে লক্ষ করো। দুপুরবেলা
সামনের দুটো পায়ের ওপর পাকা পেঁপের মতো
মুখখানা রেখে ও ভাবছে :
আজকের অভিনয় বিশ্বাসযোগ্য হল তো ?
রাত্তিরের খাওয়াটা পাওয়া যাবে, আশা করি।

BANGLADARSHAN.COM

টিকটিকি

তোমার প্রপিতামহ, শাকাহারী, জাদুঘরে আমি তার কংকাল দেখেছি,
তিনঘর জোড়া এক সরীসৃপ।
বহুকাল অবলুপ্ত। দলত্যাগী তুমি
ছোট হতে-হতে টিকে গেলে। ধূর্ত
তুমি, গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে আত্মরক্ষা করো, যেন কিছুই ঘটে নি।
দেয়াল-দূরত্বে থেকে গৃহস্বামিনীর কর্ম সমর্থন করো
আমি জানি।
তুমি মানুষের মতো চাটুকার, তুমি ধর্মঘাতী–
নিজের কদর্য মুখ লুকোতে কেবল
ছবির পিছন থেকে কাজ করো, ছবির পিছন থেকে
লাফ দিয়ে ইষ্টলাভ করে ফের
ছবির পিছনে ফিরে যাও
কিছু কিছু মানুষের মতো।

BANGLADARSHAN.COM

এইভাবে টিকে থাকা আমার পছন্দ নয়, আমি তো বরং
অকৃত্রিম তিনঘর জোড়া এক দেহ চাই
ধর্মযুদ্ধ চাই, তারপর
বৃহৎ প্রাণীর যোগ্য বাসস্থান নেই জেনে এই
পৃথিবীকে মুখ ভেংচে মরে যেতে পারি।

সিঁড়ির নীচে বেরাল

চারখানা পা ছড়িয়ে
কাত হয়ে শুয়ে আছে বেরালটা –
আমি ওকে দেখছি :
একবার চোখ খুলল, ফের বন্ধ করল।
মানুষকে ভয় নেই
কারুর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়, অথচ
মানুষের উচ্ছিষ্ট খেয়েই ওর পেট চলে।

বেরালটার বাচ্চা হবে। মনে হয়
এই বাচ্চা ও চায়নি,
মনে হয়, আদর করতে গিয়ে কেউ ওকে ঠকিয়েছে।
ঘৃণা নয়, ক্ষোভ নয়, বিদ্বেষ নয়,
এখন সমস্ত জীবজগতের প্রতি
ও যেন আস্থা হারিয়েছে–
আমি ওকে দেখছি :

বেরালটা চোখ খুলল আবার।
ওর বিরক্ত মুখখানা কেমন চেনা-চেনা,
আমি বুঝতে পারি
এখন কাউকে ওর প্রয়োজন নেই,
এই সিঁড়ির নিচে ও একলা থাকতে চাইছে।

বেরালটা উঠে দাঁড়াল
ময়লা তোয়ালে মোড়া ওর আহত শরীর
খানিক গুটিয়ে, দেয়ালের গা ঘেঁষে
হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল বাড়ির পেছন দিকে।
আমি ভাবি
একলা থাকার জায়গা কোথাও আছে নাকি ?

BANGLADARSHAN.COM

ছিলে আঁশ

চুল উড়ছে শীতের বাতাসে, হালকা বিবর্ণ অশুচি
মানুষবৃক্ষের পাতা, অযত্নে অভাবে জীর্ণ সুতো
দেয়ালে কার্নিসে ধাক্কা খেয়ে খসে পড়ছে ইতস্তত
মুক্ত চুল, অবসৃত, নিরাসক্ত আর ভ্রাম্যমাণ।

বেসিনের গাত্রে ও কি ফাটল, না শীর্ণ মরা চুল ?
নালার ঝাঁঝরিতে চুল, ময়লা জল বেরোতে পারছে না।
চিন্তায় আচ্ছন্ন চুল, অক্ষর জড়িয়ে যাচ্ছে নিবে,
একটা কথা ভাবতে গিয়ে নানাদিকে ঘুরে যাচ্ছে লেখা।

চুল পড়ছে ভাতে, চুল পাতে, চুল মুখে ও মজ্জায়,
তেতো চুল, ছিবড়ে চুল, জিহ্বায় জড়ানো ছেঁড়া চুল
গলায় সরসর করছে আলুসিদ্ধ ডিমসিদ্ধ সহ –
তুমি চুল, খাদ্য নও, কেন আসো রান্নাঘরে উড়ে ?

BANGLADARSHAN.COM

তুমি ছিলে অঙ্গশোভা, নারীর শরীরে সম্মোহন,
উগ্র ও জৈবিক ঘ্রাণে ছিলে উর্বরতার প্রতীক,
ছিলে প্রসাধনে স্নিগ্ধ, সুকান্ত, শিল্পের সহযোগী,
ছিলে আঁশ, বিন্যস্ত পালক, প্রিয় জীবন্ত শরীরে।

যে-মুহূর্তে পরিত্যক্ত দেহ থেকে, তুমি আবর্জনা –
কেন লিপ্ত হতে আসো, কেবল উত্ত্যক্ত করতে আসো ?

হোমাপাখির ছানা

স্বর্গে যাবে ভেবেই ওরা রওনা হয়েছিল
তখন কেবা জানতো সেটা হবে এমন দূর !
মধ্যপথে প্রমাদ, এ যে শূন্য চারিদিকে –
শূন্যে বসে ডিম পেড়েছে হোমাপাখির বউ।

হায় সে ডিম আটকে যায় মাধ্যাকর্ষণে,
তীব্র বেগে নামতে থাকে ছিদ্র ক'রে মেঘ,
তপ্ত হয় ডিমের খোসা বায়বঘর্ষণে –
ফটাস করে বেরিয়ে পড়ে হোমাপাখির ছানা।

তখনও তার চোখ ফোটেনি, ফোটেনি তার ডানা
এইটুকুন বুকের মধ্যে এইটুকুন প্রাণ,
ভয়েই মরে বেচারি, ভুঁয়ে কী দশা হবে তার !
এ-পাশ ফেরে ও-পাশ ফেরে –শক্ত করে ঘাড়।

BANGLADARSHAN.COM

মাটির কাছে আসতে নীচে কে যেন দিল ফুঁ !
অমনি খোলে ছাতার মতো পালকবোনা মন,
আর কী চাই ! ঊর্ধ্বমুখে সেই যে দিল ছুট –
কোথায় গেল, কী করে গেল, কেউ তা জানে না।

আস্থা

তিনি কিছু দেননি তোমাকে,
তিনি কিছু দেন না কাকেও,
তিনি সব দিয়ে রেখেছেন।
মাঝে মাঝে টিপে দেখতে চান
পারো কিনা, বুঝতে পারো কিনা।

রাস্তা জুড়ে গাছ পড়ে থাকে,
ঝড়ে উলটে যায় কালো টিন,
তিনি শুধু কান্‌কো ফাঁক করে
দেখেন, টলেছ নাকি আছ
এখনও মজবুত, এই বোধে

যে, একজন সূত্রে গিঁট বেঁধে
গড়েছে যে ছত্র একখানা –
যদি তুমি যোগ্য হয়ে থাকো
সেখানে তোমারও জায়গা আছে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষণস্থায়ী

ভিস্তিওলা সারাদিন ঠাণ্ডা করে ধুলো
ঝাড়ুদার ঝাঁট দিচ্ছে নির্বিকার মাঠ।

টিকিটের লাল টুকরো, জঙ্ক ফল, ঠোঙা
নিয়ে যাচ্ছে পুঞ্জ করে পরিচ্ছন্ন করে।

সার্কাসের তাঁবু ছিল ওইখানে, গ্যালারি
সাহসী সুন্দরী মেয়ে ট্রাপিজে দুলেছে,

দুঃখিত হাতির দল দুপায়ে দাঁড়াত,
লক্ষ্মণ, হাতির বাচ্চা, দুগ্ধ খেত শুঁড়ে।

তিন্তিড়ী গাছের গায়ে উৎকণ্ঠ জিরাফ
আকাশের পাতা ছিঁড়ত চুলকে নিত কান।

BANGLADARSHAN.COM

সন্ধেবেলা আলো জ্বলত, ব্যাণ্ড বাজত, বাঁশি,
বাঘের হুংকার শোনা যেত মধ্যরাতে। ...

ইশকুল যাবার রাস্তা আর বন্ধ নেই
স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শাদা মসজিদের চুড়ো,

গর্তগুলো বুজে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে ছবি।
দুটি ছোট্ট ভাইবোন চক্ষু ছানাবড়া
দেখছে, যা বাস্তব তা-ও চিরস্থায়ী নয়॥

লেমিং

আমাদের তাড়া আছে, এই কথা মনে করিয়ে দিতে
সকালবেলায় বেজে ওঠে কুকার।
কুকার ঘুম তাড়ায়, কুকার
কুড়ে মানুষকে ঠেলে দেয় কলঘরের দিকে,
কুকার পাতের ওপর ঢেলে দেয় কাদার মতো ভাত
আর তুলতুলে মাংস।
আমাদের তাড়া আছে।

একটু পরে আরো শব্দ করে বেজে উঠবে
বড় বড় কুকার
শহরের চারপাশের কারখানায়।
“আসছি, আসছি,” বলতে বলতে লেমিং-এর মতো দৌড়বে একদল
মানুষ
সেই সব কুকারের দিকে।
আমাদের তাড়া আছে।

BANGLADARSHAN.COM

ও পুকুরের মাছ,
ও ধান, ও মুরগিছানা,
তাড়াতাড়ি বড় হও তোমরা।
ও নাগরঙ্গ, ও ঝুলন্ত জম্বুরা,
তাড়াতাড়ি পেকে ওঠো। দেখ,
ছোট-ছোট মেয়েরা গর্ভবতী হয়ে উঠছে চারদিকে,
চুচুক মুখে শিশুর দল ইশকুলে চলল,
গাড়ি প্রস্তুত।
এক জীবন ধরে ধিকিয়ে ধিকিয়ে জীবনযাপন –
তার সময় কই।

লণ্ঠন

শুনেছিলাম, লোকটা ভারি ডানপিটে ছিল একসময়,
হেডমাস্টারকে উত্তমমধ্যম দেওয়ায়
ক্লাস নাইনেই ওর পড়াশুনোয় ইতি।
শুনেছিলাম, জাহাজের খালাসি হয়ে সারা পৃথিবী
ঘুরে এসেছে ও,
লাতিন আমেরিকায় ছিল দশ বছর। ও নাকি
স্প্যানিশ বলতে পারে অনর্গল।

আর ওর বউ : এখন লণ্ঠনের কাচের মত মুখখানা –
কত লোক ঘুরত নাকি ওর পিছু পিছু।
শুনেছিলাম, বউটা নাকি একবার
গলায় দড়ি দিয়েছিল সেই সময়,
কেন, যারা জানত, তারা আর বেঁচে নেই।

BANGLADARSHAN.COM

সাততলার ঘর থেকে ও-বাড়ির সাততলার ঘর
অনুভূমিক,
অত ওপরে কারুরই তেমন আব্রু নেই।
দেখি, লোকটা দেয়ালের ঝুল ঝাড়ছে কখনো
কখনো পা ছড়িয়ে বসে পালিশ করছে নিজের জুতো,
পাঁউরুটির মত ফোলা ওর দু-পায়ের পাতা।
বউটা রান্না করতে করতে খাবার তুলে খায়
নয়ত বিছানায় পড়ে থাকে চুপচাপ।

শুধু বিকেল চারটের সময়
কাঁটায় কাঁটায় ঠিক চারটের সময়, প্রতিদিন
ওরা দুজন মুখোমুখি বসে। চা খায়।
দুটো ছোট-ছোট মাথা, ফোলা-ফোলা মুখ।
রাস্তা থেকে অনেক ওপরে

দুটো নিবে যাওয়া লণ্ঠন।

BANGLADARSHAN.COM

জ্যামিতি

প্রকৃতি গড়ে বৃত্ত ফিরে ফিরে
মানুষ গড়ে কেবল সমকোণ,
নিসর্গের নৃত্য চরাচরে
মানুষ ঘরে কমায় ভাইবোন।

স্বভাব চায় অরণ্যের শ্বাস,
শাসন তাকে উঠনে টেনে আনে,
ছেলের দল ভরায় বারোক্লাস
খাতায় লেখে স্বাধীনতার মানে।

এবার টান পড়েছে যান্ত্রিকে
কোমরে হাত কিশোর বিদ্রোহ
ছিঁড়ছে জামা, ভাঙছে বাটি প্লেট –
প্রাণীপালক, সংহতির মোহ

BANGLADARSHAN.COM

রক্ষা করো, বিপুল উৎকোচে
বশ্যতাও যাবে না আর কেনা –
দিদি, তোমার মেয়েকে সামলাও
দেখ, সে আর নিষেধ মানছে না।

ও শাঁখ

শাঁখ, তুমি ওর মঙ্গল যাতে হয়, তাই করো।
দূর দরিয়ায় নৌকো নিয়ে গেছে আমার প্রাণ
তুমি ওকে দেখো।
সেখানে জলের ওপর বিপজ্জনক ভেসে থাকা,
পায়ের তলায় মাটি নেই যে টেনে রাখবে।
সেখানে ডাঙা বলতে ওই ডিঙি
মোচার খোলার মতো লাট খায় নুনজলের ফেনায়।
ওই জলের নীচে
কাঁড়ি-কাঁড়ি মাছের ফসল মানুষকে টালায়,
ওই জলের নীচে তুমিও থাকো, শাঁখ,
তুমি অন্ধকারের মধ্যে স্থির শাদা আলো
তুমি নিশ্বাসের বায়ু,
তুমি উদ্ধারের আঙুল।

BANGLADARSHAN.COM

আমি দূর গ্রামের বউ
ডান হাতে পরে আছি তোমাকে,
তুমি ওর মঙ্গল যাতে হয়, দেখো।
ও আমার একমাত্র পুরুষ
আমার ঘাতক, আমার প্রাণ।

প্রত্ন

খাল পার হয়ে কাল গেছিলাম তোমার পাড়ায়
ওঃ, সে কী ধুলো ! উঠন, বাগান, কচুবন,
কিছুই আগের মতো নেই আর।
খুব খোঁড়াখুঁড়ি চলছে জগৎসংসারে। এত
ভাঙা ইঁট
এত বিঘ্ন–
তার ফাঁকে ঢুকে যাচ্ছে হুজুগে মানুষ,
তাদের তো জায়গা পাওয়া চাই।

খাল পার হলে সব আগের মতন অবারিত
ভেবে চলে গেছি।
ওখানে এখন
ঘাসপোড়া মাঠ জুড়ে দাপায় ছেলেরা
জন্মেই দাপাচ্ছে–'ভোট দিন'
'ভোট দিন' চিৎকার দেয়ালে।
ভিক্ষে দিয়ে দিয়ে আমি এলে গেছি। তুমিও কি ভোট দাও ?
যদি দাও, যদি ভোট দিয়ে ফেরো,
দেখা হয়ে যাবে ভেবে দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ।

ওখানে এখন
বাড়ির নম্বর ছাড়া পোস্টাপিসও খুঁজে পাওয়া দায়।
তোমাকে নম্বর দিয়ে ভাবি নি কখনো। ছিল বুড়ো নিমগাছ
পাঁচিলের পাশে আমরা দাঁড়াতাম,
ছায়ায়, কখনো ঠেশ দিয়ে। আচ্ছা
তুমি কি এখনো পারো ঠেশ দিতে ? আমি তো পারি না।

কিছু কি আগের মতো আছে ? আমি ভেবে হাসি
ঘটনা ও খবরাখবর এ-ওর ওপর চড়ে নিরন্তর চাপা পড়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

বহুকাল পরে
সাইকেল চালিয়ে আসে প্রত্নবিৎ
নির্জন পাহাড়তলি খুঁড়ে খুঁড়ে পুরনো উনন হাঁড়িকুড়ি
খুলি-খেংরা, নক্‌শা কারুকাজ
আবিষ্কার করে ভাবে খুব জানা হল।
ওগুলো কেবল ভঙ্গি, কান্না পেলে মর্ষিণী যেমন
সেলাইয়ের বাক্‌শ নিয়ে বসে। ওই কান্না, না-ঝরা চোখের জল
কোথাও পেয়েছ প্রত্নবিৎ ? আমি বলি
প্রকৃত আবেগ থাকে। ধরো তাকে। শব্দ দিয়ে ধরো।

আবেগ, তুমি কি তেঁতুলগাছ থেকে নেমে ভাঙা ইঁট
ঘাসের চাঙড় হয়ে আছো ?
বারান্দার গ্রিল থেকে পাজামা কামিজ দেখা গেল,
তুমি কি সেখানে চলে গেছ ? ওকেও কি নিয়ে গেছ
দোতলার তিনতলার গ্রিলের পেছনে–
আমি যাকে খুঁজতে গেছিলাম ?

BANGLADARSHAN.COM

সকলেই মানুষের দিকে

বিপর্যস্ত মানুষের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা
আক্রমণ কিংবা পলায়ন,
প্রায় পশুদের মতো। কিছুটা দুর্বল, সভ্য,
তাই তার হাতে অস্ত্র, জনপদে এত দেবস্থান।
যদি শান্তি প্রার্থিত জীবনে
আবেগ বর্জন করো, বস্তুবাদে এসো,
বৈজ্ঞানিক ত্রাতা বলেছেন। তারপরই দেশে-দেশে বিপ্লবের ঘটা।
অন্তরালে হতাশ প্রাণের কান্না জমে ওঠে,
মৃত্যুভয়, বিচ্ছেদবেদনা।...
লেনিন ভালো না, মার্কস ভালো নন। নিরাপত্তা সত্তর বছরে, অর্থহীন।
আবার কবির কাছে ফিরে আসি :
উদার রবীন্দ্রনাথ
অর্ধেক অদ্বৈতবাদী, সিকিভাগ বৌদ্ধ ও খৃস্টান,
তাঁরই গান গাই মাঝে মাঝে ! অবসরে লৌকিক প্রতিমা
পূজো করি।
করজোড় বদভ্যাস রক্তে মিশে আছে।

মানুষের চিত্ত বড়ো বিচিত্র জিনিস –
খুঁড়তে খুঁড়তে কেবল কষ্টের কাদা, হিংসে আর মন খারাপ,
ভালোবাসতে গিয়ে দেখি দু-একজন তাকিয়ে রয়েছে
নিরানন্দ মুখে।
কী ভীষণ অভিমান। জৈব ক্লেশ। আমি ভাবি, রসের সন্তান
এত দুঃখ অনিবার্য ছিল ?
জানলা ফাঁক করে দেখি, হল্‌কা কম
ইতিহাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে পায়রা উড়ে যায়,
দূরে নির্বাচনী হল্লা : ওরা বলছে, সকলেই মানুষের দিকে !

BANGLADARSHAN.COM

তাৎক্ষণিক

একটা শায়া একটি শাড়ি
ওই বারান্দা শোকের বাড়ি।
রোদ্দুরে তেজ অনেকটা কম –
শীতের ফিকে মারকুরোক্রোম !
মানুষ একটি আছেন কোথাও
এলিয়ে শুয়ে ! টোক্‌কা তো দাও
দরজা খুলুক দেখবে সোজা
পরদা তোলা, ময়লা মোজা,
লাল টেলিফোন সেমিকোলন,
যুগল খাটে একলা নারী।
ওই ফালিটা শোকের বাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

এই সেদিনও চেয়ার পেতে
দেখেছিলাম ডিনার খেতে,
কাজের মেয়ে আসতো-যেতো
পাঁউরুটি-ডিম মুঠোয়, সে তো
এঘর ওঘর করছে না আর,
রান্নাঘরটা কী অন্ধকার !
লুঙ্গি পরে আদুড় গায়ে
দাঁড়িয়ে চুমুক দিতেন চায়ে
যে-ভদ্রলোক, কোথায় তিনি ?
নাম জানি না, মুখটা চিনি।

বলছে লোকে, শুক্রবারে
ভোরবেলাকার অন্ধকারে
দাঁড়িয়েছিল দু-চারটে লোক –
শুকনো মালা, রগড়ানো চোখ,
বেরিয়ে গেল কাচের গাড়ি।

সেই থেকে আজ কদিন হল
ঘিঞ্জি সুখের মধ্যবর্তী
একটা কানা শোকের বাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

ভোর

ঠ্যাং দুটো দুদিকে ছড়ানো
শান থেকে ঘাসে,
মেয়েটা যে কখন শুয়েছে ওর পাশে।
‘সোহাগিনী’–বলে কেউ কেউ,
যারা বলে, তাদের অনেককে আমি চিনি।
সারাদিন কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে রোজ
কাঁথা কাচে, অ্যালুমিনিয়ম মাজে
চেঁচায় এবং টানে জল,
শালীনতা কাকে বলে, না জেনেই
দেখায় পিঠের চামড়া
দেখায় আখের মতো বাঁকানো শিরদাঁড়া।

BANGLADARSHAN.COM

ওপরের ফ্ল্যাটের মেয়েরা ওকে পছন্দ করে না।
ওর ছেলেপুলে বেশি
ঝোলা বুক
প্রত্যেক বছর তাতে দুধ আসে।
ওরা বলাবলি করে, “মাগো এত দুধ
নিলজ্জ নির্জল দুধ
কোথা থেকে, কখন, কী করে, কেন ! কেন ?”

আজও ফের
মেয়েটা শুয়েছে ওর পাশে
কালো ঠ্যাং দুটো তার শান থেকে ঘাসে
কেমন ছড়ানো।

কতো কষ্টের ছুটি

রাত না ফুরোতে জেগে ওঠা মানুষের কলর কলর শব্দ
বাইরে হাড়-কাঁপানো শীত
শাঁই শাঁই বাতাস কাচের জানলায় আছড়াচ্ছে
কোথায় গরম জল কোথায় মাফলার মোজা ওভারকোট
ঘং ঘং করে কাশছে কে ওদিকে
জানলার পরদা সরিয়ে কী দেখছো বাইরে তো অন্ধকার
কাঠের মেজের ওপর বেয়ারার জুতোর শব্দ খট খট
আকাশে মেঘ ময়লা কুয়াশা হোটেলের সিঁড়ির মুখটায়
দুটো টিমটিমে আলো
জানলার কাচ ঘামছে তার ওপর আঙুল দিয়ে
কে ও লিখছো, আজ টাইগার হিলে সূর্যোদয় ?
এদের ভালো বলতে হবে অসময়ে
পটভরতি গরম চা কম্বল জড়ানো টোস্ট – ওঠো
চটপট তৈরি হয়ে নাও জিপ এসে গেছে
ওকি তুমি আবার খোঁড়াচ্ছো কেন
অতো ওঠানামা না করলেই পারতে কাল
বলেছিলাম অভ্যেস নেই
রিকশ ছাড়া ট্রামরাস্তা অবধি যাও না এখন বোঝো
হে দেবতাত্মা হিমালয় আজ কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর
সূর্যোদয় দেখিয়ে দাও।

ওঃ আর কতোদূর এইভাবে হাতের মুঠোয় প্রাণ
মুখের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ড
রাতে বৃষ্টি হয়েছে এদিকটায় স্লিপ করলেই
ডানদিকে অগাধ গহ্বর
ধরে থাকো
হ্যানডেল ধরে থাকো চেপে

BANGLADARSHAN.COM

ড্রাইভার খুব সাবধান এতোগুলো প্রাণ হেডলাইট
জ্বালিয়ে রাখুন
এর নাম ফগ ওঃ সামনের গাড়িও দেখা যায় না
ঘং ঘং করে কাশছে কে টেনে নাও
টুপিটা টেনে নামিয়ে দাও কান অবধি কথা শোনো
এখন ফ্যাশান করার সময় না একি
ফর্শা হয়ে আসছে যে আমরা কি দেরী করে ফেললাম
হে দেবতাত্মা হিমালয় আজ
মুখ ভার করে থেকো না।

কী ভিড় এইখানটায় এত ঠেলাঠেলি
একটা জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো শান্ত হয়ে
ওই তো কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়ো দেখা যাচ্ছে কিন্তু না
ওটা তো উত্তরদিক, সূর্য উঠবে পুবে ডানদিকে
এগিয়ে চলো ঠেলতে ঠেলতে এগোও আর দেরী নেই
লম্বা লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াও নইলে
অন্ধকার থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে ওঠা লাল
তুলতুলে নরম সূর্য দেখতে পাবে না। ...

ধুৎ ! এই সূর্যোদয় !
এর জন্যে এতো কষ্ট এতো হুটোপাটি
ছেঁদো প্লাস্টিকের বলের মতো ঠাণ্ডা বিবর্ণ একটা জিনিশ
ময়লা মেঘের স্তূপ থেকে কষ্টেসৃষ্টে উঠে এলো
যেন তার সর্বাঙ্গে ব্যথা জড়তা আর ঘুম
দুদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে ধাঙড়ের মতো কালো ময়লা মেঘ
ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে উঠছে জিনিশটা
বেসিনের আরশোলার মতো পিছলে পড়ছে বারবার
লেপটে যাচ্ছে লালচে থুতু ধূৎ
এ আর নতুন কী–
এর জন্যে এতো ছুটোছুটি এতো খরচ করে আসা

BANGLADARSHAN.COM

কতো কষ্টের ছুটি

এই ভাবে একটা দিন নষ্ট করার মানে হয় !

BANGLADARSHAN.COM

মধু

মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে গেলো প্লেন
কোন্‌দিকে যায়, কেন যায় ?
ঘড়ির কাঁটার মতো নড়ে কান, মধু
সতর্ক অথচ অবিচল।
সমস্ত দুপুর ওর বোঝা বহনের অবসর।
মধু-র বিষণ্ণ চোখ, আহারে অনীহা,
ও কি কিছু চিন্তা করে
গাধা সমাজের প্রতি মানুষের, ঈশ্বরের, বিমুখতা নিয়ে ?
গাধাদের অনিদ্রা বিষয়ে কিছু বলতে চায় ?
পিয়ানো রীডের মতো সাজানো মধু-র দাঁত
ঈষৎ হলুদ।
বাতাসে সোডার গন্ধ,
মাঠের ওপর দিয়ে প্রতিদিন প্লেন উড়ে যায়।

BANGLADARSHAN.COM

এলিজি

তোমার জন্যে শোকসভা হবে না মহম্মদ আলি
কেন না
ক্ষমতার লড়াইয়ে তুমি ছিলে না
নামডাকে ছিলে না
তাছাড়া, তুমি পা ফসকে পড়ে গেছ।
অতএব এই কবিতা।

শুক্রবার সকালের পর কাজ করো না তুমি
তবু শনিবার অবধি মাইনে পাবে।
ঠিকেদার সদয় হলে
পনেরো হাজার টাকা জীবনবীমা
তা-ও পাবে তোমার বিবি,
পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকলে যা পেতে না।

BANGLADARSHAN.COM

মেট্রো রেল ভবনের ওই উঁচু দেওয়াল
তোমার হাতে রং...
মানুষকে ছোটো দেখাচ্ছে, ছোটো দেখাচ্ছে
ভাবতে ভাবতে তোমার পা ফসকে গেল।

এই খবরটাও সকলের জানা দরকার।

একটাই ভাগাড়

একটাই ভাগাড়
ভোরবেলা জুটে গেছে কুকুর বাছুর আর কাক।
কুকুর ভেংচে ওঠে : দূর !
কাক বলে : চোপ !
বাছুর নিরামিষাশী শান্তিপ্রিয়, বললো : মিলে-মিশে খাওয়া যাক।

দূর থেকে হেলেদুলে এদিকেই আসছে বুড়ো ষাঁড়
দেখেই তিনজন মুখচুন।
কুকুর চম্পট দেয় মুখে নিয়ে হাড়
ডিমের খোলস মুখে কাক বসে ছাতে,
বাছুর কপির পাতা চাবাতে চাবাতে
বললো : বাবা, আসুন আসুন।

BANGLADARSHAN.COM

শব্দ বেশি নীরবতার মতো

গ্রন্থ, শুতে যাচ্ছি তার আগে
আমার কথা একটু যদি শোনো –
তাৎক্ষণিক ভাবনা বলে যেন
তুচ্ছ মনে কোরো না কক্ষনো।

জীবনে কেউ থাকে না সংযত
শব্দ বেশি নীরবতার মতো।
বাষ্প ওঠে বাষ্প উবে যায়
মানুষ ভাসে পিছল মিথ্যায়।

মানুষ কত কেঁদেছে অকারণ
মানুষ কত ভেঙেছে প্রত্যাশা
সে-সব কেউ রাখে নি মনে, বৃথা
অতীত পানে চাইতে গেলে ভাষা

BANGLADARSHAN.COM

আটকে যায় ক্ষীণায়ু বলপেনে।
তখন তুমি ওদের ডেকে এনে
বসাও ; তাই অক্ষরের ছকে
বৃহৎ কাছে পেয়েছে ক্ষুদ্রকে।

গ্রন্থ, তুমি পেছন ফিরে থাকো
কখনো থাকো একলা পাশ ফিরে,
আমি তোমায় আস্তে টেনে আনি
পাতার ভাঁজ খুলতে চাই ধীরে।

বাড়ির লোক তোমায় খুব ভালো
বাসে না, ভারি হিংসে করে জানো,
এখন রাত গভীর, চুপিচুপি
জানিয়ে রাখি আমার চমকানো।

গ্রন্থ, তুই হংসরূপী দূত
গ্রন্থ, তুমি সতত প্রস্তুত
গ্রন্থ, তোর তুলনা কেউ নেই–
সকল ছেড়ে বইছি তোমাকেই।

BANGLADARSHAN.COM

বেগুন

আমি গোল বেগুন ফুটো করে তার মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চাই।
চারদিকে এত মাছি, এত ফড়িং।
চেতনার চৌকো চেহারায় ঠোক্কর লাগে।
চোখে আলো লাগে।

আমি পোকার মতো শুয়ে থাকতে চাই বেগুনের মধ্যে বেগুন হয়ে।
বেগুনের শাঁস খেয়ে, বেগুনের গদিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে বুঝতে চাই
জন্মমৃত্যুর চক্রান্ত।
বেগুনের বালিশে মাথা রেখে বেগুন মুড়ি দিয়ে ঘুমোতে চাই।
বেগুনকে জাপটে ধরে শুনতে চাই তার ভেতরের বীজ
ফোটার চিকচিক শব্দ।

আমি মোহকূপে ডুবে যাবো।

BANGLADARSHAN.COM

আরও ভেতরে ঢুকে যাবো, আরও ঠাণ্ডার মধ্যে, বাঁকাপথে, যাতে আলো
না গায়ে লাগে।

আমি বুঁদ হয়ে থাকবো বেগুনরসের নেশায়।
তারপর একদিন আরামের কষ্টে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মিশে যাবো বেগুনের সঙ্গে।
বেগুনের বাইরের পালিশ দেখে তোমরা বুঝতেই পারবে না, ভেতরে কে,
ভেতরে কেন।

আমাদের রওনা হবার দিন

কোন্ ভোরে ওঠা !
তখনও আকাশ ফর্শা হয় নি,
একটা দুটো কাক ডাকছে –
অনেক দূর এসে আমরা জড়ো হয়েছি
হলিডে হোমের উঠোনে।
দেরি করার জো নেই
পরপর সকালের কাজ সেরে
আজ আমাদের রওনা হবার দিন।

কী গো, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছ যে –
যাও, তৈরি হয়ে নাও। মেয়েপুরুষ
মন থেকে মুছে ফেল সব জড়তা,
যার যার পোশাক নিজেদের সঙ্গে রাখবে,
ছাড়াছাড়ি হলে
যাতে আতান্তরে পড়তে না হয়।
ও মেয়ে, তোমার পেটিকোট, তলার জামা নিয়েছ তো ?

এই খোকা, তোর নামটা কি যেন,
মোজা আছে তোর পায়ে ? গলায় মাফলার ? আমি
এক জোড়া লুঙ্গি আর নস্যি রঙের র্যালপার
ঢুকিয়ে দিয়েছি পেছনের পুঁটলিতে
আর পতাকাখানা গুটিয়ে সাইকেলের রডে বেঁধে নিয়েছি।
এক সঙ্গে যাবো, তবে ছাড়াছাড়ি হলে
যেন আতান্তরে পড়তে না হয়।

যৌনযাতনাকে বগলদাবা করে
আজ আমরা বেরিয়ে পড়ছি
উন্মুক্ত জীবনের দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

কাঁঠালের জন্য দশটি শ্লোক

আরো একটু নামো, কাছে এসো, ও কাঁঠাল,
আমি তোমাকে ছুঁতে চাই।– ১॥

তোমাকে ধরতে চাই, কোলে নিতে চাই, বুড়ো খোকা, বুকে এসো, তোমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরি।– ২॥

ও কদমছাঁট, ও ঢাউশ ফল, তুমি মুঠো ছেড়ে দাও, গাছ ভেঙে যাবে, তুমি ওকে আর কষ্ট দিও না। – ৩॥

নামো, ও কালচে সবুজ, অবাধ্য, ও ধুমসো ধেড়ে, ও অন্ধ, আমার মাথার ওপর পড়ো দেখি। – ৪॥

দেখি কত জোর তোমার গায়ে, ও ভুঁড়িদাস, আমি ভাঙবো না, আমি তোমার গায়ের গন্ধ পেতে চাই। – ৫॥

BANGLADARSHAN.COM

আমি নারী, আমি পারি কুচিকুচি কষ্ট ভেতরে নিতে, নিচ্ছি কতকাল, দেখছি আমাকেও উদ্ভিদ ভেবে ওরা – ৬॥

ছুরি মারে, আমাকে কুরে খায়, আমার চুলের ভেতরে আঠা, ফোলা পা – ৭॥
আমার গর্ভ বুজে আছে ও কাঁঠাল, ভেতরে এসো দেখি –আঃ কী ভারী কী খরখরে তোমার গা – ৮॥

ডাল বেয়ে আরও একটু নামো, চাপো, ছিঁড়ে দাও আমার নাড়িভুঁড়ি, ও কাঁঠাল ও জীবন, ও ঘন হলুদ রস – ৯॥

ও পাগল করা গন্ধ, ও দয়া – ১০॥

ফাঁপা মানুষ

ফাঁপা মানুষের কথা বলতে চাই
যারা সদা ব্যতিব্যস্ত,
আজ ও এখন নিয়ে যাদের প্রচণ্ড ব্যাকুলতা।
রাস্তার এপাশে ফাঁপা আলো-থাম, পোস্টারের জামা।

ঘুরে ঘুরে খেলে বালকেরা
ফাঁপানো লোহায় টোকা দিলে চাপা ওঁ-শব্দ হয়।
কথা পেয়ে গেলে কথা বলার মতন অনর্গল
আলো পড়ে নিচে –
ফাঁপা মানুষের কথা এভাবে বলার চেষ্টা করি।

ফাঁপা মানুষের বউ
শহুরে নলের মত আড় হয়ে শুয়ে আছে দেখ
ঠাণ্ডা আর ময়লা – উদাসীন,
নলের ভিতর দিয়ে দ্রুত বহে চলেছে জীবন।

ফাঁপা মানুষের কাণ্ড এভাবে বোঝার চেষ্টা করি।

BANGLADARSHAN.COM

টিউটিকোরিন

আর কিছুক্ষণ পরে আমাদের বিমান
টিউটিকোরিন স্পর্শ করবে। বিমান সেবিকার কণ্ঠস্বর।
ভেতরে ভেতরে আমি উত্তেজনায় কাঁপছি,
শেষ পর্যন্ত টিউটিকোরিন আসা হলো তা হলে
কোনোদিন ভাবিনি, পারবো –
এত বাধা চারদিকে। লোকে বলে ধুৎ ওখানে
মানুষ যায় ! টিউটিকোরিন এক মরুভূমি।
ওই টাকায় গোয়ালিয়র যাও, জয়পুর, কুলুমানালি যাও।
আমি বলতে চাই, না, টিউটিকোরিন মরুভূমি নয়,
ধ্বংসস্তূপ নয়, সেখানে অভয়ারণ্য নেই,
আছে অন্য রকমের প্রকৃতি,
ওখানে সমুদ্র মাদুরের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে এসে
রোজ গুঁড়োনুন রেখে যায়,
কচ্ছপ সেই নুনের ভেতর গুঁজে রেখে যায় তার ডিম,
টিউটিকোরিন এক আদিম সৈকত–
শুধু শাদা চোখ ঝলসানো নুনের স্তূপ চারদিকে।
ভাবতে পারো ?
কালো চশমা পরে আমি ওই লবণ চরে গড়াগড়ি খেতে চাই
লবণ সমুদ্রে নাইতে চাই ;
দেখতে চাই কী করে ডিম ফেটে কচ্ছপ বেরোচ্ছে
তারপর ফিরে যাচ্ছে মায়ের লাবণ্যে।
আমি সেখানে নোনা মাছ ভাজা খেতে চাই রোজ।
টিউটিকোরিন বন্দরে সারবন্দী জাহাজ লাদাই হচ্ছে,
ওই দেখ,
বেলচা করে বস্তায়, বস্তা ভরে জাহাজের শুকনো খোলে,
গরম হাওয়া বইছে করকরে নুনের গুদোমে।
ওই সব জাহাজ পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে ঘুরে,

BANGLADARSHAN.COM

নামিয়ে দিয়ে আসবে
নুনের আস্বাদ। একথালা ভাতে এক চিমটি,
আধ পয়সা দাম কিন্তু না হলে মুখে তোলা যায় না।
ফিরতি পথে ওই সব জাহাজে চড়ে দেশে ফিরবে
যত গৃহহারার দল, যত বিরহী নাবিক,
মুখচোরা কবি,
যাদের নির্বাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল।
ফিরবে পকেট ভরতি আরব ডলার নিয়ে কেরল ও বাংলাদেশের
অভিযাত্রী দল। ফিরবে
তুষার দাশ, ভাস্কর দত্ত, তসলিমা নাসরিন –
আমি নিজে গিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করবো,
টিউটিকোরিন, টিউটিকোরিন, ঘণ্টা বাজছে
জেটিতে, রেল স্টেশনে, চার্চে, আমার বুকের মধ্যেও।

BANGLADARSHAN.COM

অনেক দিন ধরে আমার টিউটিকোরিন যাওয়ার ইচ্ছে,
এবার আমি আর শুনবো না,
অনেক দিন ধরে আমার নুন খাওয়া বারণ
আমার জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে।

পোকামাকড়

‘মানবজীবনের প্রধান লক্ষ্য হলো অহিংসা’ –
মহাপুরুষের এই বাণী দিয়ে শুরু হয়েছে সকাল।
তারপর থেকে মন খারাপ
ভোরবেলা দু-দুটো মশা মেরেছি,
আমারই রক্ত খেয়ে জিরোচ্ছিল,
একটা বোলতা প্লাগপয়েন্টের মধ্যে বাসা বানাচ্ছে
তাকে দেশ-পত্রিকা দিয়ে পিটিয়ে শেষ করেছি।
ঝি আসে নি এখনো
বিষচিনির চারপাশে আধমরা আরশোলা কয়েকটা
চিৎ হয়ে পা নাড়ছে রান্নাঘরের বাইরে।
আমি কী করবো ?

BANGLADARSHAN.COM

গরম দেশে প্রাণী বেশি, তাই প্রাণীহত্যাও এত বেশি
এই বলে নিজেকে বোঝাই,
তার ওপর এপ্রিলমাস,
পোকামাকড় অবধি যৌনযন্ত্রণায় ছটফট করছে।
আমিও তো মানবপোকা ছাড়া আর কিছু নই –
ও মহাপুরুষ, ও মহাপোকা, তুমি দেখতে পাও না ?
তবে অহিংসার কথা কেন বলো ?

চিটাগং

কোথা থেকে হাবিব এসে হাজির।
কী ব্যাপার ? তার হাতে কয়েকটা উপহারের বই
আর একটা টিকিট
টিকিটে লেখা কলিকাতা-চিটাগং
উল্টোপিঠে আমার সমস্ত বইয়ের একটা ফর্দ –
আমাকে চিটাগং-এর লোকেরা ডেকেছে,
আমি চলে যাবো।

স্বপ্ন দেখি, ওরা বলছে, কবিতা পড়ে শোনান।
আমি বলি, বই আনতে ভুলে গেছি।
হাবিব বলে, তা হলে গেলাশগুলো ধুয়ে ফেলুন।
ওরা আমাকে ক্রমশ বেশি করে কাজ দিচ্ছে, দেখ,
বলছে, এরপর প্রুফ দেখতে হবে,
পুরস্কার দিতে হবে তরুণ কবিদের,
নৌকোয় করে যেতে হবে মাঝিদের পল্লীতে
যেখানে এনজিওরা জমায়েত হয়েছে নদী আর
সমুদ্রের মোহানায়,
মেছুনী বালিকাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে
উদ্ধারকর্তার দল,
কিন্তু ওরা কিছুতেই উদ্ধৃত হতে চাইছে না।

চিটাগং–যেতে যেতে আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি
বাতাস শুঁকছি– :
মাছ আর রশুনের গন্ধ,
আর সমস্ত আকাশ জুড়ে ভিজে কম্বলের মতো
বেগ্‌নি রং-এর মেঘ
সবুজ রং-এর জল আমার চারদিকে –
মেঘ আর জলের ভারি চাপ, মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা

BANGLADARSHAN.COM

বুঁজে আসছে আস্তে আস্তে।

তবু আমাদের ভটভটি আধো আলো আধো অন্ধকারে
চিটাগং চিটাগং শব্দ করতে করতে
চলেছে মোহানার দিকে।

BANGLADARSHAN.COM

জলের কথা

ফ্লাস্কের মধ্যে
ফুটন্ত জল
ভরতি করে রেখে
তার মুখ
বন্ধ করে দিলাম।
ছায়াছবির নায়কের মতো
সেই একলা জল
তার চারদিকের আয়নায়
কেবল নিজেকেই দেখেছে
আর রাগে ফুঁসছে – !

কেন ওকে আকাশ আর প্রবাহ থেকে
আলাদা করে রাখা হলো –
আয়না দেওয়া ঘর থেকে
কেন সে
বেরোতে পারবে না বাইরে –।
ও যে তরলতা, ওর তো মুক্ত থাকার কথা।

কিন্তু এখন আমাদের হাতে ক্ষমতা।
আমাদের অভিপ্রায়
প্রতিভাবানকে আটকে রেখে, বিঁধে,
চারদিকে আয়না বসিয়ে
কাজে লাগানো,
ওর ওই রাগকে ঠাণ্ডা হতে না দেওয়া।
আমরা জানি
যতক্ষণ গরম থাকে ততক্ষণই আমাদের সুবিধে।

BANGLADARSHAN.COM

বন্দুক থেকে বায়নাকুলার

একটা খেলনা বন্দুক উপহার পেয়েছিল ! সিসের গুলি পুরে
তিরিশ ফুট অবধি তাক করা যেত। তাই দিয়ে পরপর
আটটা পুষ্ট চড়ুইপাখি মেরেছিল বালক। তারপর সে
পক্ষিপ্রেমিক সালিম আলি হয়ে যায়।

শুনতে প্রায় বাল্মিকীর গল্পের মতো। শোক দেখে অনুশোচনা,
তা থেকে শ্লোক—কিংবদন্তী। রত্নাকর যা দেখেছিলেন, তা
বুনো পাখির মৈথুন এবং ত্রাস। পরনির্ভর মানুষের
মনে হয়েছিল শোক !
বুনো পাখিদের শোক হয় না, এই বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে
সালিম আলির কাহিনী শোন : পরিত্যক্ত আস্তাবলের দেয়াল। সেই
দেয়ালে গোল গর্ত। গর্তের বাইরে একটা গজাল পোঁতা। সেই
গর্তের মধ্যে মেয়ে-চড়ুইটা চুপ করে বসে আছে। পেটের নীচে
ডিম।

BANGLADARSHAN.COM

বাইরে, গজালের ওপর দাঁড়িয়ে, পুরুষ-চড়ুই তাকে পাহারা
দিচ্ছে। খুব সপ্রতিভ তার অঙ্গভঙ্গি, কিন্তু আসলে সে বুদ্ধু।
বালকের প্রথম গুলিতে টুপ করে পড়ে গেল।

পরের দিন আর একটা পুরুষ-পাখি গর্তের বাইরে গজালে এসে
হাজির। মেয়েটাকে আগলাচ্ছে। আসলে, কখন্ বেরোবে, তার
অপেক্ষায়। বিধবা আপত্তি করেনি। আট দিনে পরপর আটবার বিধবা
হওয়ার পরও মেয়েটা ডিম থেকে নড়লো না। উপভোগ আগে,
না দায়িত্ব ? জুটি পাওয়া যাবে আবার, যৌবন যখন আছে।
যৌবন ফুরিয়ে গেলে বুনো পশুপাখি আর বাঁচে না। মানুষ
বাঁচে, কেননা মানুষ চিরকাল পরনির্ভর। পোষা কুকুর, বেড়াল,
কাকাতুয়া বাঁচে। জঙ্গলের বুড়ো হাতি দল থেকে সরে জলে গা
ডুবিয়ে হালকা হয়।

একটা সদ্য-মরা পাখিকে হাতের ওপর তুলে নিয়ে বালক দেখলো তার চিত্রময় শরীর। গলার কাছে হলদে ছোপ। তরকারির দাগের মতো আবছা। আর বুঝলো যে, চড়ুই পাখি সুন্দর–বৈচিত্র্যে, গঠনে, পারিপাট্যে, বর্ণ বৈভবে। বহুকালের বিবর্তনে তৈরি এক-একটা শিল্পকাজ। দেখ। শিল্পকে কি হত্যা করা উচিত ? এই ভেবে বন্দুক সরিয়ে রেখেছিলেন বালক সালিম আলি। হাতে তুলে নিয়েছিলেন বায়নাকুলার।

BANGLADARSHAN.COM

বিকেলবেলার প্রেমের কবিতা

তুমি কথা বলো, কথা বলে যাও
যত খুশি কথা–জমানো, লুকোনো।
ভালো করে বোসো, ঠেশ দাও পিঠে ;
পা মুড়ে আরাম ? মুড়ে নাও। আরে, কতদিন পরে –
এখন আমার কোনও কাজ নেই।
পুজো সংখ্যার লেখা সব শেষ,
আজকে এখনও পাওয়ার যায়নি,
ফ্রিজে আছে তিন দিনের বাজার,
টেলিফোন চালু, বাড়ি খালি, আর তার ওপর ফাউ :
আকাশের মেঘ ফেটে কচি রোদ
কিছু চাঁপাফুল ঘরে ফেলে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

একটু পরেই আমরা চা খাবো
কাজের মেয়েটি আসুক। তুমি তো
চায়ে লেবু খাও, আমিও, বিকেলে।
তুমি কথা বলো, কথা বলে যাও –যত খুশি, আহা,
সুখের কথা কি নালিশের কথা,
প্রেমের অথবা বিরহের কথা,
নিন্দে হল, না প্রশংসা, নিয়ে
মাথা ঘামিও না। তুমি কথা বলো :
দাঁত জিভ নেড়ে দু ঠোঁট বাঁকিয়ে, খসিয়ে আঁচল,
চোখে এনে সেই আগের ঝিলিক,
খুব স্বাভাবিক হয়ে কথা বলো –

আমি তো তোমায় দেখছি।

চাকা ঘুরে গেছে

অনেকদিন আগে
আমি তখন উকিলপাড়ায় ঘুরে বেড়াই,
আপিস দেখি, আর ভাবি
এরা কেউ কি কোনোদিন আমাকে নেবে ?
মাঝে মাঝে পাশ জোগাড় করে—বিধানসভায় গিয়ে
বসতাম তখন,
আর দেখতাম
বিরোধীপক্ষের সামনের আসনে রোগা টিংটিঙে
জ্যোতিবাবু, খুব তেজী,
মুখ্যমন্ত্রী শালপ্রাংশু বিধান রায়ের কাছে ঝাড় খাচ্ছেন।

এখন চাকা ঘুরে গেছে,
এখন জ্যোতিবাবুই সবাইকে কারণে-অকারণে ঝাড় দেন,
এখন জ্যোতিবাবুই ভুলে গেছেন এমন দিন থাকবে না।
তাই তো
আমি বিরোধীপক্ষে একজন তেজী মানুষকে দেখতে চাই
খুব শিগগির—
তিনি যদি মহিলা হন তাতেও আপত্তি নেই আমার,
কেন না প্রথম দফায় ঝাড় না খেয়ে
কে কবে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, বলুন ?

BANGLADARSHAN.COM

অভিমান

তুমি যদি কথা না শোনো আমার
তুমি যদি রোজ রাত করে ফেরো
যদি হরদম টেলিফোন করে
উড়নচণ্ডে বন্ধুরা সব,
যদি দেখি তুমি কাঁড়ি কাঁড়ি বই জেরক্স করছো
পড়ছো না খুলে একটা পাতাও
টিউটর এসে রোজ ফিরে যায়,
যদি প্রতিবেশী দুপুর বেলায়
দেখে, তুমি কারো হোণ্ডায় চড়ে কোমর জড়িয়ে ...
বাবা হয়ে পারি সহ্য করতে ?

এই দুনিয়ার কতটুকু তুমি দেখেছ সোনা ?
বারণ করলে কেন কিছুতেই গ্রাহ্য করো না ?
তুমি কি নিজের ভালো ও মন্দ
কিসে মঙ্গল, কী অপছন্দ
সঠিক বোঝো ?
বোঝো না বলেই আমি তো তোমাকে বকতে পারি।
যদি কিছু হয়, এই ভয়ে আমি থাকি তটস্থ,
তাই নিরস্ত করতে তোমায় বকতেই পারি,
তুমি যে আমার, সেই অধিকার
থেকে তোমাকেই বকতে পারি –

তাই বলে তুমি অ্যাসিড খাবে ?

BANGLADARSHAN.COM

নীল সাফারি সুট

খেতে খেতে মাতাল হয়ে গিয়ে একদিন
লোকটা বলে ফেললো, আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না।
খেতে খেতে মাতাল হয়ে গিয়ে আর একদিন
লোকটা মুখ ফসকে বলে ফেললো, আমি ভুল জীবন
কাটাচ্ছি, বিশ্বাস করো।
লোকটা আসলে আমার মনিব। খুব বড়লোক।
ওর সঙ্গে আড্ডায় বসা আমার উচিত হয়নি, পরে বুঝেছি।
আবার ভেবেছি
এসব হয়তো ওর গভীর মনের কথা।
সারাক্ষণ বেচারা চেপে রাখে।

না হলে, পরের দিন আপিসে নীল সাফারি সুট
আর চকচকে বুট, মুখে মোটা চুরুট – ওর ব্যক্তিত্ব,
প্রতিষ্ঠানকে ভায়েবল করে তোলার প্রতিজ্ঞা –
আর কেবলই আমাদের কাজের ভুল ধরা,
কী দরকার ছিল এসবের ? ভায়েবল মানে কী ?
আমি ভাবি, ঠিক জীবন আর ভুল জীবনের মধ্যে
কত টাকার ব্যবধান ? অনেক টাকার ?
আমি ভাবি, দুটো মিথ্যে কথা যোগ করলে
কি একটা সত্যি কথা হয় ?
কী জানি কেন, সেই থেকে
নীল সাফারি সুট যারা পরে, তাদের আমি পছন্দ করি না,
‘বিশ্বাস করো’ দিয়ে কথা বলে যারা
বিশ্বাস করি না তাদের।

BANGLADARSHAN.COM

গাছের কথা

তুমি দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাও, আমি চাই,
খানিক দূর অবধি আমি থাকবো তোমার সঙ্গে,
তারপর দাঁড়িয়ে পড়বো,
হয়তো ঘুরে যাবো অন্য পথে।
তোমাকে যতক্ষণ দেখা যায়
ততক্ষণ হাত নাড়বো,
তারপর তুমি আর পেছন ফিরে তাকিও না।

এক সময় আমিও হাত ছাড়িয়ে এসেছিলাম।
একলা হয়ে গিয়েছিলাম,
এত বড় দুনিয়ায় কিছুই চিনতাম না, জানো
মন কেমন করতো খুব।
তারপর পথ খুলে গেলো।
একে একে জুটে গেল লোকজন
গাছ দেখলে যেভাবে পাখিরা উড়ে আসে।
তারা আমার কাজের তারিফ করলো,
বসতে বললো পাশে,
তারা আমায় শান্তি দিলো খুব।
আমায় ঘিরে গড়ে উঠলো সমাজ।
ওই সমাজের হৃদ্যতায় আমার মধ্যে জাগলো
তোমাকে পাবার ইচ্ছে।

পেয়েছি বলেই তোমাকে ধরে রাখতে চাই না।
জঙ্গল মাড়িয়ে মাড়িয়ে
তুমি এগিয়ে যাও।
যতক্ষণ তোমাকে দেখা যায়, হাত নাড়বো।
তারপর তুমি আর পেছন ফিরে তাকিও না।

BANGLADARSHAN.COM

মৌরীর বাগান

ভূমিকা

এই শহরের বাইরে একপাশে একটা প্রকাণ্ড বাগান আছে। বেড়া নেই, পাঁচিল নেই, একটাও গেট-দরোজা নেই। শুধু সারি-সারি জারুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, অমলতাস ও আরো নানান গাছ দিয়ে ঘেরা এই বাগানটা ! হাঁটতে – হাঁটতে হঠাৎ ঢুকে পড়লে বোঝা যায় এক নতুন জায়গায় এসে গেছি। বাগানের মাঝখানে যেখানটায় রাশি-রাশি ন্যাস্‌টারশিয়ম আর ফ্লক্‌স্‌ নামের ছোটো গাছের ফুলগুলো নানারঙের মাথা দুলিয়ে হাসে, গড়াগড়ি খায়, তাদের কাছাকাছি তিনটে ক্রোটনগাছ আছে। দুপাশের দুটো বড়ো, মানুষ-সমান উঁচু, মাঝেরটা ছোটো। খুব বাহারে ওদের পাতা, প্রত্যেক পাতায় অনেকগুলো করে রং—সবুজ, হল্‌দে, বেগ্‌নি আবার লালও। যেন অনেক – গুলো রং নিয়ে খেলতে খেলতে তিনটে মানুষ হঠাৎ খেলা থামিয়ে দিয়েছে। যেন রাত নিশুতি হলে আবার কাজে নামবে। আসলে তাই। মৌরী নামে একটি ছোট্ট মেয়ে একবার রাস্তা হারিয়ে এই বাগানে ঢুকে পড়েছিলো আর বেরোতে পারে নি, বা চায় নি। সেই অবাক-কাণ্ডের সবাক রূপ এই সংলাপকাব্য।

BANGLADARSHAN.COM

মৌরী চৌকিদার, চৌকিদার
আমি এই ভীষণ বাগানে
হারিয়ে গিয়েছি।
চৌকিদার, তুমি কোথায় ?

চৌকিদারের গলা সন্ধে পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, এ-সময় কে তুমি বাগানে ?
(দূরে) এখুনি বেরোও। বাড়ি যাও।
নইলে লাঠি নিয়ে–

মৌরী কোন্‌ রাস্তা দিয়ে বাড়ি যাবো ?
যেদিকে বেরোতে যাচ্ছি, একরাশ ফুলের দঙ্গল

কমলা হলুদ লাল পাগড়ি নেড়ে শাসাচ্ছে। দেখো না,
তুমি একটু কাছাকাছি এসো, লাঠি নিয়েই বরং

চৌকিদারের গলা আমার সময় নেই
(কাছে) হারানো মানুষদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া
সে আমার কর্ম নয়। এখন ফুলেরা একে-একে
পাপড়ি গুটিয়ে
পা ধুয়ে ঘুমোতে যাবে। কেন তুমি
ওদের বিরক্ত করছো অকারণ –

মৌরী আমি ? আমি কেন ওদের বিরক্ত করবো ?
পায়ে পড়ি, একটু শুনে যাও
চৌকিদার, আমার যে ভয় করছে –

চৌকিদার কে তুমি ? কী নাম ? তুমি কোথা থেকে এসেছো এখানে ?

BANGLADARSHAN.COM

মৌরী আমি মৌরী ভট্টাচার্য
থাকি চব্বিশের তিন
পাথুরেঘাটার গলি –আমি বাড়ি যাবো।

চৌকিদার কোথায় পাথুরেঘাটা
পুরোনো নর্দমা পচা ঘরবাড়ি জঞ্জাল, কোথায়
উচ্ছ্বসিত ‘রামধনু’ নামের বাগান ;
তুমি এখানে কী করে এলে ?

মৌরী বাবার হাত ধরে গিয়েছিলাম মাসীর বাড়ি, কাছাকাছি,
তারপর পথে –এত ভিড়–
হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো। আমি একা হয়ে গেছি।
বাবা যে কোথায় গেলো ! আমি রাস্তা ভুলে
এদিক ওদিক, তারপর
তোমার বাগানটাতে ঢুকে গেছি
বেরোতে পারছি না।

আসলে, ঘুমের মধ্যে বহুবার
এই বাগানের মধ্যে এসেছি বোধ হয়,
খুব চেনা লাগছিলো প্রথমটা, কিন্তু কই, তখন বুঝিনি
স্বপ্নের বেড়ানো, তাতে ফেরা নেই। ঘুম ভেঙে গেলেই বিছানা।
এখন আমাকে
বাড়িতে ফেরার পথ বলে দাও।

চৌকিদার কেন বাড়ি যাবে ? কী আছে সেখানে নীচু ছাদ ছাড়া ?
এসে যদি পড়েছো হঠাৎ
থেকে যাও। মনে করো, স্বপ্নের মধ্যেই আছো –
তোমার যখন খুশি
জেগে উঠবে–কিংবা মা যখন
‘মৌরী, ভোর হয়ে গেছে, উঠে পড়ো, ইস্কুলের বাস্’
বলে ডাক দেবে, তক্ষুনি
চোখ খুলে বিছানায় দেখবে নিজেকে। মনে করো।

BANGLADARSHAN.COM

মৌরী আমার যে ভয় করছে –
ভয়ংকর সুন্দর বাগানে এমন সুগন্ধ কিন্তু
এতো অন্ধকার–
কোথাও কেউ নেই, একটা বাতির বোতাম নেই,
সবাই অচেনা, কেন,
আমার মায়ের জন্যে মন-কেমন করছে চৌকিদার।

চৌকিদার একা কই, আমি তো রয়েছি –
আর আছে আমার বন্ধু-বান্ধবী ফুলেরা। এখন
একে-একে পা ধুয়ে ঘুমোবে
আর কিছুক্ষণ পর
দু-হাতে হ্যাজাক তুলে চাঁদ উঠবে। সারারাত
বাগানের এপাশ ওপাশ ছুটে-ছুটে
ফুলেদের দেখাশোনা করা তার কাজ।

মৌরী আমি কিন্তু ঘুমোবো না।
না ঘুমিয়ে সারারাত কাজ করবো।
কিন্তু, আমাকে কী কাজ দেবে তুমি ?

চৌকিদার কেন, তুমি, তুমি তো ফুলেরই মতো মেয়ে
অমন নরম হাতে যে-কাজ মানায়–
তোমাকে রঙিন ছোটো তোয়ালে ভিজিয়ে দেবো
ঘটি করে জল দেবো,
একটি একটি করে ক্লান্ত পিটুনিয়াদের
পাপড়ি মুছিয়ে দিও,
ওদের পাতায় যদি ধুলো লেগে থাকে, ধুয়ে দিও।

মৌরী না, না, ধুলো কাদা মাখবো না,
তা হলে মা বকে। আমাকে বরং
অন্য কোনো কাজ দাও।

BANGLADARSHAN.COM

চৌকিদার তা হলে, যেখানে
জাজিমের মতো ঘাস পাতা
লোকেরা বেড়াতে আসে
লোকেরা মাড়িয়ে যায় সারাদিন
বাঁকা করে দিয়ে যায় কব্জি, পিঠ, ওদের আঙুল,
তোমার নরম হাতে বরং ওদের
একটু মালিশ করে দিও, ওরা আরামে ঘুমোবে।
কাল ফের ঝক্‌মকে খাঁড়ার মতো সোজা হয়ে দাঁড়াবে। আকাশে
শীষ ছুঁড়ে দেবে, মুখে শিশিরের ফোঁটা।

মৌরী চৌকিদার, এ-কাজও দিও না।
আমি পারবো না, খুব ঘাম হবে।
দু-একদিন আলতোভাবে বাবার মাথাটা টিপে দিয়েছি হয়তো
তুলেছি দু-একটা পাকা চুল,
কিন্তু অতোগুলো

ঘাসকে মালিশ করতে গিয়ে যদি দিয়ে দিই আঘাত !
অন্য কোনো সহজ মজার কাজ দাও।

চৌকিদার বেশ, তা হলে তোমাকে
এক বাটি লাল রং দেবো, ছোটো একটা তুলি
যা তোমার হাতে আঁটে। তুমি
রোদে-পোড়ো পপিদের একটি-একটি করে রাঙা করে দিও,
কিংবা শিশির দিয়ে গুলে দেবো আকাশের রং
তুমি নীলপরীদের কাজল পরিয়ো।
ইচ্ছে হলে, ডাক্তারবাবুর কাছে যেমন সিরিঞ্জ থাকে
রং ভরে ছুঁড়ে দিও ঝর্ণার মতন
যেখানে-যেখানে আছে বোগেনভেলিয়া আর নাগকেশর ;
তোমার হাতের স্নান পেয়ে ওরা খুব খুশী হবে।
একটু স্নেহ পাবার জন্যেই ওরা ফোটে।

BANGLADARSHAN.COM

মৌরী সেই ভালো। খুব মজা হবে।
আমি রং নিয়ে কিন্তু যেখানে যা খুশি
ছড়াবো, আমায় তুমি বকতে পারবে না চৌকিদার।
গোলাপের গায়ে নীল, পলাশে হলুদ
পপিদের শরীরে সবুজ।
লোকেরা সকালে এসে দেখবে, কী অবাক-কাণ্ড –
কৃষ্ণচূড়াগুলো কেন চুন মেখে শাদা হয়ে গেছে !
চলো যাই
আমাকে অনেকগুলো বাটি দাও
আমাকে অনেক ঠাণ্ডা রং দাও
আমি সারারাত
চাঁদের আলোয় ঘুরে ঘুরে
তোমার বাগানে সব ফুলেদের রং বদলে দেবো।
গোলাপী চাঁপার সঙ্গে বিয়ে দেবো নীল শিমুলের।

বাবার গলা চৌকিদার, চৌকিদার,

(দূরে) মৌরী নামে কোনো মেয়ে এখানে এসেছে ?
পরনে রঙিন ফ্রক, পায়ে লাল জুতো
ববচুলে সাটিনের ফিতে, চৌকিদার
মৌরী নামে কোনো মেয়ে
পাথুরেঘাটার গলি – এখানে এসেছে ?

চৌকিদার কে ডাকে ওইদিকে ? আপনি এদিকে আসুন।

বাবার গলা আমি ওর বাবা,
(কাছে) ও আমার হাত ধরে ছুটির বিকেল বেয়ে
গিয়েছিলো কোথাও। অথচ ফেরার পথে এত ভিড়
হাত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো।
আমি ওর বাবা,
আমার আঙুল ঘিরে ওর ছোটো মুঠি
এখনো গরম।
ও কি রাস্তা ভুলে এই বাগানে ঢুকেছে চৌকিদার ?

BANGLADARSHAN.COM

মৌরী বাবা, আমি তো এখানে।

বাবার গলা কোথায় ? কোনদিকে ?
(কাছে) চারিদিক ঝাপসা অন্ধকার, তুই
এখানে কী করে ?

মৌরী ওই তো উঠছে চাঁদ দু'হাতে হ্যাজাকবাতি নিয়ে –
বাবা, তুমি চাঁদের আলোয়
আমায় দেখছো না ?
এই যে এদিকে আমি হাত নাড়ছি
পপি ও গোলাপ আর সূর্যমুখীদের মাঝখানে
বাবা, তুমি শুনতে কি পাচ্ছো না ?

বাবা মৌরী, তুই এতোক্ষণ কোথা ছিলি ?
যেন কতোকাল–

আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বেড়াচ্ছি খুঁজে মেয়েটাকে
কোথায় গেছিলি হাত ছেড়ে ? বাড়ি চল্।

মৌরী দেখো, দেখো, আমার দুহাতে কত রং
কতগুলো বাটিভরা রং দেখো আমার চারদিকে, কতো গন্ধ
আজ সারারাত
আমি আর চৌকিদার চাঁদের আলোয়
ফুলেদের সাজাবো এখানে।
তুমিও এসো না, সত্যি, নতুন কলম দিয়ে
পপিদের লিপ্‌ষ্টিক পরাও
কিংবা এই পিচকিরি ভরা রং ছুঁড়ে দাও পলাশের দিকে
খুব মজা হবে। ওরা গাছ ফেটে আনন্দে লাফাবে।
চৌকিদার, বাবাকে বুঝিয়ে বলো
থেকে যাই–
আমরা এই মজার বাগান ছেড়ে না গেলাম,
পাথুরেঘাটার সরু গলিটাতে ফিরে
কাজ নেই।

BANGLADARSHAN.COM

বাবা মৌরী, তুমি সব গণ্ডগোল করে দিচ্ছো।
আমাদের সঙ্গে ফুলেদের
কোনো মিল নেই
আমরা অন্য রকম মানুষ

মৌরী কিন্তু আমি রোজ
স্বপ্নে দেখি, বসে আছি এমনি এক মজার বাগানে
যেখানে শুধুই ফুল, যেখানে শুধুই যাওয়া
ফেরা নেই–
আজ যদি সত্যি-সত্যি এসেই গিয়েছি, আমরা
বাড়ি না গেলাম।

বাবা কিন্তু বুঝছো না,

বাড়িতে তোমার মা ভেবে-ভেবে
কাতর হচ্ছেন কতো,
তাঁকে কষ্ট দেওয়া কি উচিত ?

মৌরী মাকে নিয়ে এসো তবে

বাবা সে কি হয় –

চৌকিদার সেই ভালো
এইবেলা আমরা তোমার
মাকেও এখানে নিয়ে আসি।
মৌরী, তার বাবা আর মা, এই মজার বাগানে
তিনটে ক্রোটন গাছ সারাদিন
সারারাত ওরা তিন রঙের মিস্তিরি।
চমৎকার।

BANGLADARSHAN.COM

মৌরীদিদি–
হারিয়ে না গেলে
তোমরা এই বাগানের সন্ধান পেতে কি ? বলো, পেতে ?
বলো, হারিয়ে না গেলে কেউ পায় ?